পারিবারিক জীবন।

শ্রীপ্রসন্নতারা গুপ্ত
প্রণীত।

"শকুন্তলা তত্ত্ব" প্রভৃতি প্রণেতা
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ,
মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সহিত।

প্রকাশক শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন
কেউঞ্ঝর হাউস, কটক।

কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রাজকুমার গুপ্ত

মাতুল মহাশয় শ্রীচরণেষু।

যে সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না বলিলেই হয়, সেই সময় আপনি আমার শিক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আপনার সেই অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্নে আমার মনে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়। নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের জন্য তাহা রীতিমত বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই। সেই সামান্য অঙ্কুর হইতে যে অর্দ্ধমৃত বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে "পারিবারিক জীবন" নামে ক্ষুদ্র ফল তাহা হইতেই প্রসূত। ইহা অন্যের নিকট আদরণীয় না হইলেও আপনার নিকট নিতান্ত উপেক্ষণীয় হইবে না, এই আশায় ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে ইহা আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম। ইতি

লালবাগ, কটক।
১লা শ্রাবণ, ১৩১০।

আপনার স্নেহের
প্রসন্নতারা।

ভূমিকা।

পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রীর ধারণা অতি উচ্চ, সুন্দর ও বিশুদ্ধ :—

"শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই মনে এই ধ্রুব বাক্য নিহিত থাকা উচিত যে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে এ সংসারে আসি নাই, এতদপেক্ষা আমাদের আরও কিছু উচ্চ উদ্দেশ্য ও উচ্চকার্য্য করণীয় রহিয়াছে। সংসারে খাওয়া পরা ভিন্ন আরও অধিক কর্ত্তব্য কার্য্য আছে। কেবল সংসারে নিরন্তর মুগ্ধ থাকিয়া সেই মহৎ লক্ষ্য ভুলিয়া যাওয়া অন্যায়। মনুষ্যের মন কেবল বিষয় সুখে তৃপ্ত হয় না। গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় সুখ দুঃখ ইহার উপর নির্ভর করে। জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য সকল সম্পূর্ণরূপ পালন করিতে পারিলেই গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ রক্ষা হয়। এই সংসারের বিবধ প্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে যাঁহার আত্মা দিগ নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটার ন্যায় নিরন্তর ঠিক লক্ষ্যমুখীন থাকিতে সমর্থ হয় তিনিই অবশেষে পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করেন এবং ইহকালে অপার শান্তি ও পরকালে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হন। এই প্রকার আদর্শ সংসারীই জীবনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।"

এই ধারণার বশে এই গ্রন্থখানি লিখিত।

শুধু পুরুষ লইয়া পরিবার হয় না; শুধু স্ত্রী লইয়াও পরিবার হয় না। পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইলে তবে পরিবার হয়। ইহাতে বুঝিতে হয় যে

পুরুষ ও স্ত্রী এক নয়, উহাঁদের দুইয়ে প্রভেদ বা পার্থক্য আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই সেই প্রভেদ বা পার্থক্যের কথা কহিয়া গ্রন্থকর্ত্রী অতি যুক্তিযুক্ত এবং প্রণালীশুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন।

কেবল পুরুষ অথবা কেবল স্ত্রী লইয়া পরিবার না হইতে পারিবার অর্থ এই যে, পারিবারিক জীবন যাপনার্থ যাহা আবশ্যক, পরিবারে একই প্রকৃতি বা একই স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিলে, তাহা হয় না বা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, পরিবার পালন ও রক্ষা করণার্থ কতকগুলি কাজ পুরুষ নহিলে হয় না, আর কতকগুলি কাজ স্ত্রী নহিলে হয় না। পুরুষে যাহা করিয়া থাকে স্ত্রীলোকেও তাহা করিতে পারে এবং করিবার অধিকারিণী, গ্রন্থকর্ত্রী এই উদ্দাম এবং উচ্ছৃঙ্খল মতের একেবারেই অনুমোদন করেন না। 'শিক্ষা ও স্বাধীনতা' নামক অধ্যায়ে (৮১ পৃষ্ঠায়) তিনি অতি পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়াছেন—'সংসারে স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্য ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ পরস্পরের দেহ, মন ও কার্য্যক্ষমতা সবই বিভিন্ন।' পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে এই যে স্বাভাবিক ও মৌলিক প্রভেদ আছে, বড় আহ্লাদের বিষয়, গ্রন্থকর্ত্রী গ্রন্থের কোন অংশেই এবং কোন কথাতেই তাহা বিস্মৃত হন নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে এখন অনেকে পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দেখিতে ইচ্ছা করেন না, ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোরতর পক্ষপাতী। গ্রন্থকর্ত্রী একবারেই সেরূপ নহেন। বড় বিচক্ষণতা সহকারে তিনি উক্ত অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

"যাঁহারা শিশুকাল হইতে কেবল শিক্ষা শিক্ষা করিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে নিতান্ত অমনোযোগ দেখাইয়াছেন বিবাহের পর স্বামীর গৃহে কর্ত্রী হইয়া তাঁহাদিগকে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হইয়াছে। দাস দাসীগণ গৃহকর্ত্রীকে অনভিজ্ঞ বুঝিয়া সময় ও সুবিধা মতে আপনাদের স্বার্থ সাধনের ত্রুটি করে না। * * * * *

*   *   বিবাহের পর স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার ও অশিক্ষার বড় বেশী তারতম্য থাকে না, কারণ সংসারে প্রবেশ করিয়া পুত্র কন্যার মা হইলে সাধারণ মাতাদের সঙ্গে বি, এ, এম, এ, পাশ মাতার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শরীর নষ্ট না করিয়া কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন ও গৃহকর্ম্ম শিশুপালন প্রভৃতির জন্য শিক্ষা করিতে পারিলে অধিকতর মঙ্গলের কারণ হয়।" গ্রন্থকর্ত্রীর এই কথায় কেবল বুদ্ধিমত্তা নয়, ভূয়োদর্শনেরও পরিচয় রহিয়াছে। ভূয়োদর্শনে যাহা নির্নীত বা সমর্থিত হয়, তাহার গুরুত্ব বড় বেশী, তাহার যাথার্থ্য সহজে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কুমারী মার্টিনোর ন্যায় পণ্ডিতা রমণী বলিয়াছেন যে, যে সকল স্ত্রীলোকের বিদুষী হইবার ইচ্ছা, তাঁহারা যেন বিবাহ না করেন।

গ্রন্থকর্ত্রী কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতিনী। শিক্ষা ও স্বাধীনতা নামক অধ্যায়ে তিনি স্বাধীনতা সম্বন্ধে বড় বিচক্ষণতা সহকারে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতার প্রকৃতি ও পরিমাণ প্রায় কেহই নিরূপণ করেন না। তিনি কিন্তু তাহা করিয়াছেন—এত সুন্দরভাবে করিয়াছেন যে তাঁহার গুটিকতক কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ৯২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন :—"সময় সময় অধীনতাও প্রকৃত সুখকর বটে। প্রেমই ইহার মূল। ঐ প্রেমদ্বারা পরমেশ্বর জগৎ শাসন করেন, মনুষ্য তাহার ছায়া মাত্র। পতি পত্নী পরস্পর প্রেমাধীন, সন্তান সন্ততি পিতামাতার স্নেহাধীন, পিতামাতাও যে সন্তানের অধীন নহেন তাহা বলা যায় না। পিতামাতাও সন্তানের ভক্তিশ্রদ্ধায় বশীভূত, তাহাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত হন না, ইহা কি সামান্য অধীনতা? এ জগতে সকলেই কোন না কোনও প্রকারে পরস্পরের অধীনতা

স্বীকার করে, তাহা অনিচ্ছা পূর্ব্বক নহে; ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতিই পরস্পরের উপর কার্য্য করে। এ প্রকার অধীনতা কষ্টের কারণ নহে বরং সুখের কারণ। ইহাতে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। পিতা মাতার অবাধ্য হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞা পালন না করাতে পুত্র কন্যার স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের অবাধ্য হইয়া প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। দুর্ব্বলের প্রতি বলপ্রকাশে স্বাধীনতার মহত্ব রক্ষা হয় না। এ সকল স্বাধীনতা নহে, উদ্ধত প্রকৃতির কার্য্য।" স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী স্বেচ্ছাচারিতার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন; স্বাধীনতাবাদিনী হইয়াও স্বাধীনতাকে নানা শৃঙ্খলে বাঁধিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে 'যাবতীয় অন্যায় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিলেই স্বাধীনতা রক্ষা হয়;' আর স্ত্রীলোক সম্বন্ধে একটু বেশী কথাও বলিয়াছেন :—"স্ত্রীজাতি শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের উপর নির্ভর করে, এই পুরাতন কথাটী অসত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ নির্ভরের ভাব স্ত্রীপ্রকৃতিতে অধিক প্রবল দেখা যায়" (৪ পৃষ্ঠা)। এইরূপ সকল কথার আলোচনাতেই দৃষ্ট হয় যে গ্রন্থকর্ত্রী কোথাও পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতির পার্থক্য বিস্মৃত হয়েন নাই। বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার এই পার্থক্যজ্ঞান এত গভীর ও প্রবল যে গৃহই যে স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র সে বিষয়ে সন্দেহশূন্যার ন্যায় তাঁহার গ্রন্থের দীর্ঘতম অধ্যায়ে কেবল 'স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যের' কথা কহিয়াছেন। অতি সুন্দর ভাবেই সে কথা কহিয়াছেন। বড় পাকা গৃহিনী না হইলে ছোট বড় সমস্ত গৃহকর্ম্মের কথা অমন করিয়া কহিতে পারা যায় না। ঐ সব কথা অমন করিয়া কহিতে গিয়া তিনি আপন সমাজ বা সম্প্রদায়ের কাঁচা এবং নবীনা গৃহিণীদিগকে যে ভাবে শাসাইয়া দিয়াছেন

তাহাতে পরিষ্কার বুঝিয়াছি যে গৃহিণীদিগের মধ্যে তিনি বড় উচ্চ আসনে আসীনা। সেই উচ্চ আসনে বসিয়া যাহাকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অপূর্ব্ব উদারতা এবং পক্ষপাতশূন্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ গ্রন্থের সকল স্থানেই তাঁহার এইরূপ উদারতা ও পক্ষপাতশূন্যতার পরিচয় পাইয়া আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহার অনেক কথা আমি অনু-মোদন করিতে পারি না। কিন্তু সে সব কথাও যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা সঙ্কীর্ণতা হইতে উদ্ভূত নহে, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমস্ত গ্রন্থে তাঁহাকে বড় উদারমনা দেখিলাম।

শুধু পুরুষ লইয়া পরিবার হয় না; শুধু স্ত্রী লইয়াও পরিবার হয় না; পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইলে তবে পরিবার হয়। পুরুষ এবং স্ত্রীর যে মিলনে পরিবার হয় তাহার নাম বিবাহ। পারিবারিক জীবনের কথা কহিতে হইলে বিবাহের কথা ভাল করিয়া কহিতে হয়। সেই কথাই ভাল করিয়া কহিয়া গ্রন্থকর্ত্রী সুপ্রণালীসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা কহিয়াছেন—ভাল ভাল কথা কহিয়া-ছেন। সকল কথার উল্লেখ করিতে পারিব না। তাঁহার প্রধান কথা :—"বিবাহ সম্বন্ধ কেবল শারীরিক নহে। ইহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও বটে।" ইহা বড় উচ্চ কথা। কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই উচ্চ কথা কহিয়া আমি অনেকের নিকট বিদ্রূপ লাভ করিয়াছিলাম—এখনও যে না করি তাহা নয়। তবে সে বিদ্রূপে আমি কখনই ভ্রুক্ষেপ করি নাই এবং আমি বুঝিতে পারিতেছি যে বিদ্রূপ প্রাপ্ত হইলে গ্রন্থকর্ত্রীও তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিবেন না। কথাটী যেমন উচ্চ তেমনি প্রয়োজনীয়। বিবাহ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বলিয়া পুরুষ এবং স্ত্রীর দৃঢ় ধারণা হইলে, শুধু সেই ধারণার ফলে পতি এবং পত্নীর মধ্যে প্রগাঢ় স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হই-বার কথা। কিন্তু পুরুষ এবং স্ত্রীর মনে ঐরূপ ধারণা হওয়া সহজ নয়,

অনেক স্থলে হয়ও না। বোধ হয় হিন্দু সমাজে—বিশেষতঃ হিন্দু স্ত্রীর মনে—উহা যত প্রবল এবং সহজে জন্মিয়া থাকে অন্য কোথাও তত প্রবল ও নয়, সহজেও জন্মে না। ব্রাহ্মসমাজে কিরূপ, গ্রন্থকর্ত্রী আমার অপেক্ষা ভাল জানেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আমার আশঙ্কা হইয়াছে যে, এ বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য ব্রাহ্মসমাজের অধিক অনুকূল না হইতে পারে। এই আশঙ্কা যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধে অতি সুন্দর সুন্দর কথা দেখিলাম—কি করিলে উহা বাড়ে, কি করিলে উহা কমে, অতি পরিস্কৃতরূপে এবং বড় স্পষ্ট কথায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব হইলে উহা যে প্রেম বলিয়া গণ্যই হয় না, এই অমূল্য কথাটিও নানা রকমে দৃঢ়তা সহকারে কথিত হইয়াছে—যথা ১৪ পৃষ্ঠায়ঃ—"যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যে ভালবাসা চলিয়া যায় সে ভালবাসা ভালবাসাই নহে, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সুখপ্রিয়তা। সে যোগ দম্পতির অধ্যাত্মযোগ নহে।" এই কথার পরেই গ্রন্থকর্ত্রী আর একটী অতি সুন্দর ও সত্য কথা বলিয়াছেনঃ—"প্রকৃত প্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, যৌবনাবস্থাই হউক আর বৃদ্ধাবস্থাই হউক, কোন অবস্থায়ই উহার হ্রাস হয় না। বরং বহুকাল একত্র বাস হেতু অনুরাগ ক্রমে গভীর হইয়া থাকে। বিবাহ একবারের অধিক হয় না, যদি হয় তাহাতে যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা হয় না।" একথার তাৎপর্য্য বড় গভীর ও বিস্তৃত।

পতিপত্নীর জীবনের নানা বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রী নানা হিতকর কথা কহিয়াছেন এবং দাম্পত্য রহস্যে পূর্ণ অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৭ পৃষ্ঠায় দেখিঃ—"ক্রোধে মত্ততা কিম্বা বুদ্ধির অপরিপক্কতা বশতঃ সামান্য সামান্য পারিবারিক কলহের সময় লোক ডাকিয়া সাক্ষী

ও মধ্যস্থ নিযুক্ত করা অন্যায়। রোষ পরবশ হইয়া পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট পরস্পরের দোষ প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। তদ্দ্বারা লোকের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়।" ঠিক এইরূপ কথা সেই জ্ঞানরূপী স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে দেখিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রীর বুদ্ধিবৃত্তি যথার্থই অতি তীক্ষ্ণ, তাঁহার দৃষ্টি যেমন প্রশস্ত তেমনি সূক্ষ্ম।

গ্রন্থকর্ত্রীর আর একটি গুণ দেখিলাম, সে গুণ এখন অনেকের দ্বারা দোষ বলিয়া উক্ত বা বিবেচিত হয়। এই টুকু পড়ুন (২৬ পৃষ্ঠা):—

"দম্পতীর প্রেম অতিশয় গভীর হইলেও প্রলোভন হইতে নিজকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করা কর্ত্তব্য। * * **নূতনের প্রতি মনুষ্যের বিশেষ আকর্ষণ। নূতন পাইলে পুরাতন অনায়াসেই পরিত্যক্ত হয়।** * * স্ত্রী প্রকৃতি সাধারণতঃ শান্ত ও গম্ভীর। তাহারা যেমন দৃঢ়ভাবে একজনের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে পারে অনেক পুরুষ সেরূপ পারে না। এ ভিন্ন স্ত্রীলোকের ন্যায় নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক তাহাদের নাই, অতএব পুরুষেরা সহজেই বিপথগামী হইতে পারে। **সুবিধা পাইলে ও ধর্ম্ম ভাবের অভাব হইলে স্ত্রীলোকও যে সৎস্বভাবাপন্ন থাকিতে পারে তাহাও বলা যায় না। বরং স্ত্রীচরিত্রে মন্দ অভ্যাস একবার ঘটিলে ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়।**"

বোধ হয় এখনকার দিনে এরূপ লেখার অনেকে নিন্দা করিবেন, অনেকে হয় ত বলিবেন, ইহাতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই অযথা গ্লানি করা হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে কয়টী কথা বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের যেমন অপমানিত করা হইয়াছে তেমনি জঘন্য

রুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমি কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীতই মনে করি। গ্রন্থকর্ত্রীর এই কথাগুলি পড়িবার সময় আমার ভগবান মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের কথা মনে পড়িয়াছিল—আমি ইহাতে তাঁহাদের সেই স্পষ্ট, অনাবৃত, অত্যুন্মুক্ত ধরণ দেখিয়াছিলাম। কি পুরুষ কি স্ত্রী তাঁহারা সকলেরই দোষের কথা স্পষ্ট ভাষায়, স্পষ্ট ভাবে, সুরুচি কুরুচরি ভাবনা না ভাবিয়া কিছুমাত্র গোপন না করিয়া কহিয়া দিতেন। আমার মতে দোষের কথা তেমনি করিয়া বলিয়া দেওয়াই উচিত, নহিলে দোষ প্রশ্রয় পাইয়া গোপনে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। গ্রন্থকর্ত্রীর সাহস, মানসিক বল এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। এইরূপ কুণ্ঠাশূন্য ভয়বিবর্জ্জিত স্পষ্টবাদিতা ব্যতীত সমাজের প্রকৃত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হওয়া যায় না! গ্রন্থকর্ত্রীকে আমি ভক্তিভাবে নমস্কার করি। তাঁহার এই মহদ্‌গুণের পরিচয় তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে পাইয়াছি। যেখানে লোকহিতার্থ স্পষ্ট কথার প্রয়োজন সেখানে তিনি নিন্দার ভয়ে স্পষ্ট কথা কহিতে বিরত থাকেন, ইহা আমার একবারেই অসম্ভব মনে হইয়াছে। মনু অবলম্বন করিয়া এইরূপ একটা স্পষ্ট কথা কহিয়া আমি একবার স্থান বিশেষে বড় নিন্দিত হইয়াছিলাম।

গ্রন্থকর্ত্রী বাল্যবিবাহাদির বিচার করিয়াছেন। আমি সে বিচারে প্রবেশ করিব না। প্রবেশ করিলে শীঘ্র নিক্রান্ত হইতে পারিব না। কেবল দুই একটী কথা বলিব। গ্রন্থকর্ত্রী বাল্যবিবাহের অনুমোদন করেন না। কিন্তু বিবাহের বয়স বা কাল সম্বন্ধে দুইটী বড় বিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন:—

(১) "অল্প বয়সে বিবাহ হইলে দোষ গুণ অপরিপক্ক থাকে, অতএব তাহার সংশোধন অতি সহজ হয়, অধিক বয়সে বিবাহ হইলে দোষ

গুণও পরিপক্ক হয়, তখন তাহার সংশোধন অতীব কঠিন হইয়া পড়ে” (২৩ পৃঃ)।

(২) “বিবাহের একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। পনর হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের, পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ পর্য্যন্ত পুরুষের বিবাহের উপযুক্ত সময়। এই বয়সে নরনারীর শরীর ও মন উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাদের হৃদয়ে যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় তাহা পূর্ণ না হইলে শারীরিক ও মানসিক অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে” (৩১ পৃঃ)।

এই দুইটী স্থল একত্র করিয়া পাঠ করিলে, এক পক্ষে পনর হইতে কুড়ি এবং অপর পক্ষে পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশেরও কম বয়স নির্দ্দিষ্ট হইবার আবশ্যকতা উপলব্ধ বা প্রতিপন্ন হয় কিনা, এ স্থলে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু এ বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্রীর সহিত আমার মতের অনৈক্য থাকিলেও, আমি নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি যে তিনি এখনকার দিনে এরূপ বিষয়েও যেরূপ বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, ধীরতা, সংযম ও সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনেক স্থলে যেমন বিরল তাঁহার পক্ষে তেমনি গৌরবের কথা। তাঁহার এই সমস্ত গুণ দুই একটী স্থান ছাড়া তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে দেখিতে পাই। ‘বিধবাবিবাহ’ নামক অধ্যায় সেই বর্জ্জিত স্থান মনে করি। ‘বহুবিবাহ’ নামক অধ্যায়টী বোধ হয় না লিখিলেও চলিত। বহুবিবাহ বহুল পরিমাণে কমিয়াছে ও কমিতেছে।

গ্রন্থের ভাষা সরল এবং আড়ম্বরশূন্য অথচ গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। ভাষার বেশ গাম্ভীর্য্যও আছে। ইদানীং কাহারো কাহারো লেখায় যে একটা অতি-পক্কতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র নাই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ দোষশূন্যও নহে। ইহাতে যে দোষ

আছে সহজেই তাহার সংস্কার হইতে পারে। বিরাম চিহ্নের ব্যবহারেও দোষ দেখিলাম।

বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রভৃতি যে সকল কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে আমাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতেরা সকলেই এখন আগ্রহ সহকারে তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন। যেখানে দুই চারিজন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি একত্র হয়েন সেইখানেই অন্য কয়েকটী কথার ন্যায় এই সকল কথারও আগ্রহ-পূর্ণ আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। 'পারিবারিক জীবন' অতি সুশিক্ষিতা, চিন্তাশীলা, এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ভূয়োদর্শনসম্পন্না সম্ভ্রান্ত মহিলার লিখিত উৎকৃষ্ট সময়োপযোগী গ্রন্থ। ইংরাজীশিক্ষিত মাত্রকেই এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই উহা পাঠ করিতে বার বার অনুরোধ করি।

কলিকাতা,
৫ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট,
২৮এ আষাঢ়, সন ১৩১০ সাল।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

সূচী।

পারিবারিক জীবন।

সৃষ্টি।

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমকারুনিক পরমেশ্বর মনুষ্য-জাতিকে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। এই পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না। মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি এবং বহুকার্য্য নৈপুণ্য অন্য কোন জীবে দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যের বিবেচনাশক্তি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অদ্বিতীয়, বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্ষমতা অতুলনীয়। পশুপক্ষীদিগের একপ্রকার জ্ঞান আছে তাহাকে সাধারণ জ্ঞান বলে তাহারা সেই জ্ঞানদ্বারা কেবল আপনাপন প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, কিন্তু আপনাদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি সাধন করিতে পারে না। এজন্য তাহাদের অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধন না হইয়া বংশানুক্রমে একই রকম চলিতে থাকে। বানর প্রভৃতি কোন কোন জীব সময় সময় বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে বটে কিন্তু তদ্দারা তাহারা কোন প্রকারেই মনুষ্যের সমকক্ষ বলিয়া প্রতীত হয় না। মনুষ্যজাতি বুদ্ধিবলে যেমন আপনাপন অবস্থার পরিবর্ত্তন ও জগতের উন্নতি সাধন করিতে পারে অন্য কোন জীব

সেরূপ পারে না। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে মনুষ্যজাতি অন্যান্য সকল জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা আপনাদের অনেক প্রয়োজন ও অভীষ্ট সাধন করিয়া লয়। সিংহব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ, যাহারা সুবিধা পাইলেই নররক্ত পান করিতে ত্রুটি করে না, তাহারাও মনুষ্যের ক্ষমতাতে পরাভূত হয় ও পোষ মানিয়া প্রয়োজনানুসারে মনুষ্যের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। সার্কাস প্রভৃতিতে অনেকেই হয়ত সিংহ ও ব্যাঘ্রের সহিত মনুষ্যের খেলা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকিবেন। অশ্ব, হস্তী, গো, মেষ, মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণ যে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অশেষবিধ প্রয়োজন সাধন করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গাভীর ন্যায় পশু না থাকিলে আমাদের প্রাণধারণ করা কঠিন হইত, কেবল মাতৃদুগ্ধে সকল সময় জীবের প্রাণ বাঁচে না, মাতার অভাবে গাভীর দুগ্ধই শিশুর জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হয়। যাহাতে একের অভাবে অন্যদ্বারা জীবের প্রাণরক্ষা হইতে পারে ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বেই তাহার সুশৃঙ্খলা ও সুবিধান করিয়া রাখিয়াছেন।

সুবিশাল বৃক্ষশ্রেণী হইতে ক্ষুদ্র তৃণগুল্মটী, এমন কি নদীসৈকতের তুচ্ছ বালুকণাটী পর্য্যন্ত, কোন না কোনও প্রকারে মনুষ্যের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। একমাত্র বুদ্ধিবলে মনুষ্যজাতি অন্যান্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে, অতএব মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে প্রমাণকরা বিশেষ আয়াস-

সাধ্য নহে। দয়াময় পরমেশ্বর এ সংসারকে সুখ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ করিয়া প্রভূত ক্ষমতা প্রদানপূর্ব্বক মনুষ্যকে এ জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। চাহিবার পূর্ব্বে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু সকল যোগাইতেছেন। তাঁহার দয়া অসীম, ক্ষমতা অদ্বিতীয়, প্রেম অতুলনীয়। এ সকল স্থিরচিত্তে ভাবিলে কাহার মন কৃতজ্ঞতাভরে পূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে!

স্ত্রী ও পুরুষজাতির পার্থক্য।

প্রাণী মাত্রই স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মনুষ্য হইতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সকল জীবের মধ্যেই এই পার্থক্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তরু লতা গুল্মপ্রভৃতির মধ্যেও এই পার্থক্য লক্ষণ উদ্ভিদ বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা শারীরিক গঠন, মানসিক ভাব এবং প্রকৃতিগত আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই জাতির সবিশেষ পার্থক্য প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। পরস্পরের শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য এত অধিক যে কোন্‌টী স্ত্রী ও কোন্‌টী পুরুষ তাহা দর্শন মাত্রই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এজন্য কোন যুক্তি ও তর্কের প্রয়োজন হয় না। পুরুষজাতি সাধারণতঃ দীর্ঘ ও সবল কায়, কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুরুষের চিন্তাশক্তি, সাহস, অধ্যবসায়প্রভৃতি কতকগুলি গুণ ও বিশেষ

প্রবল। শরীর যেমন সবল তেমন শক্ত এজন্য পুরুষ জাতি কঠিন পরিশ্রমের কার্য্য সকল অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে, স্ত্রী জাতি তেমন পারে না। পুরুষ জাতির শারীরিক বল ও মানসিক দৃঢ়তা অত্যন্ত অধিক, এজন্য কষ্টবিপদে অটলভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

ঘরে কিম্বা বাহিরে, যুদ্ধক্ষেত্রে কিম্বা রঙ্গভূমিতে, স্থলপথে কিম্বা সমুদ্রযাত্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষ জাতির উৎসাহ, অধ্যবসায় ও কার্য্যক্ষমতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে স্ত্রী প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্ত্রী জাতির শরীর যেমন নরম মনও তেমন কোমল। শারীরিক বলের ন্যূনতা প্রযুক্ত তাহারা কঠিন পরিশ্রমে অসমর্থ ও সামান্য বিপদে অধৈর্য্য। সাহস চিন্তাশক্তি ও কার্য্যক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে স্ত্রীজাতি সর্ব্বদাই পুরুষজাতির সহায়তা লাভের প্রয়াসী। এই কারণেই স্ত্রীজাতি পুরুষের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। লতা যেমন বৃক্ষদেহকে পরিবেষ্টন ও অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হয়, স্ত্রী প্রকৃতিও তদনুরূপ পুরুষ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে স্ত্রীজাতি শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, ইহা নিতান্ত অসত্য বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু নির্ভরের ভাব স্ত্রীপ্রকৃতিতে অধিক প্রবল দেখা যায়। অপরপক্ষে দেখিলে স্ত্রীজাতির কতকগুলি মানসিক গুণ ও ক্ষমতা পুরুষাপেক্ষা সতেজ। লজ্জাশীলতা,

কোমলতা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা ও বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাশি স্ত্রীচরিত্রের ভূষণ স্বরূপ। এ সকল গুণদ্বারা নিতান্ত রূপহীনা রমণীও সৌন্দর্য্য লাভ করে। স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক গুণ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্টনিয়ম দেখা যায় না। রূপবান্ পুরুষও গুণহীন হয়, গুণবান পুরুষ ও রূপহীন হইয়া থাকে, স্ত্রীজাতির পক্ষেও অবিকল সেই নিয়ম। একাধারে রূপ ও গুণের সম্মিলন এ সংসারে বড় দুর্ল্লভ। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে গুণও সৌন্দর্য্য বিষয়ে কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট তাহার বিচার অসম্ভব। মনুষ্যের রুচি অনুসারে সৌন্দর্য্যের তারতম্য হইয়া থাকে। এজন্য একের চক্ষে যাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় অপরের চক্ষে তাহা হয় না। অতএব সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ভাল মন্দের বিচার করা সহজ নহে। রূপ-হীন বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। কারণ এ বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। একমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে। নতুবা কুরূপকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সুন্দর করা যায় না। বাহিরের আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি গত দোষ গুণের বিচার করাও উচিত নহে। এ বিষয়ে মত বৈল-ক্ষণ্য সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে।

শারীরিক সৌন্দর্য্য মনুষ্যের একটী আকাঙ্ক্ষার বস্তু। যখন একটী সুন্দর ফুল কিম্বা সুন্দর জিনিষ দর্শন মাত্র মনু-ষ্যের মনকে আকর্ষণ করে, তখন মনুষ্যের রূপে মনুষ্য মোহিত

হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শারীরিক সৌন্দর্য্যে মানুষের মন যত সহজে মুগ্ধ হয় মানসিক গুণ দেখিয়া তত সহজে আকৃষ্ট হয় না। একজন অপরিচিত লোকের সুন্দর মুখখানি দেখিয়া লোক হঠাৎ মোহিত হয়, কিন্তু অশেষ গুণ সম্পন্ন একটী পবিত্র সাধু জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লোকের অনেক সময় লাগে। কথায় বলে সুন্দর মুখের সর্ব্বত্রই জয়। কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মানসিক গুণ সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। মানসিক গুণ শারীরিক সৌন্দর্য্যাপেক্ষা অধিক মূল্যবান। কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষতা সাধনার্থে মন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া নীচ অন্তঃকরণের লক্ষণ। কেবল মাত্র বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি মোহিত হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না। প্রকৃত পক্ষে ইহাই মনের বিকৃতাবস্থা ও মনুষ্য জীবনের অবনতির চিহ্ন। শারীরিক সৌন্দর্য্য অস্থায়ী, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। আত্মা অবিনশ্বর, অনন্ত কাল আত্মার উন্নতি সাধন হইতে পারে।

কোন কোন লোক শারীরিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষতা বিধানে এত ব্যস্ত যে মানসিক গুণের প্রতি তাহাদের কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই; নিরন্তর বেশ বিন্যাসে রত থাকিয়া অমূল্য সময়কে বিফলে নষ্ট করে। কি প্রকারে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে সে জন্য নানা বর্ণে অঙ্গ রাগ করে, এবং সর্ব্বদা বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া শয়নে স্বপনে কেবল মাত্র

সেই সকল ধ্যান করে। এ সকলের বিন্দুমাত্র অভাব হইলে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়। বাহ্য বিষয়ে যাহারা এত আসক্ত, মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রায়ই তাহাদিগকে উদাসীন দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা তাহার কোন সন্দেহ নাই। গুণ-বিহীন সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নহে, আত্মাতে সদ্‌গুণ লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়। যাহারা শারীরিক সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরের বিশেষ দান প্রাপ্ত হইয়াছে হৃদয়ে এই কৃপা অনুভব করিয়া তাহাদের মানসিক উন্নতি সাধনে আরও অধিক যত্নবান হওয়া উচিত। যাহারা তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহারা সেজন্য মর্ম্মাহত না হইয়া আত্মার উন্নতি সাধনদ্বারা ইহকাল ও পরকালের যথার্থ সৌন্দর্য্য রাশি সঞ্চয় করিয়া কৃতার্থ হউন। কোন কোনলোক স্বভা-বতঃই সদ্‌গুণযুক্ত, তাহাদের চরিত্র শোধনার্থে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। তথাপি কুঅভ্যাস ও প্রলোভন হইতে মুক্ত থাকার জন্য সর্ব্বদাই সাবধান হইতে হয়। কথায় বলে "প্রলোভনে মুনির মনও টলে"। ধর্ম্মভয় ও দৃঢ়তা না থাকিলে সর্ব্বদাই পতনের ভয়। মানসিক উন্নতি সাধন বিশেষ যত্ন সাপেক্ষ, যত্ন ভিন্ন চরিত্র শোধন হয় না এ বিষয়ে অবহেলা করিলে কুপ্রবৃত্তি সকল প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এজন্য সৎসংসর্গের বিশেষ প্রয়োজন। কুসংসর্গ দ্বারা নানা প্রকার দোষ ঘটে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সৎ-সংসর্গে অনেক অসচ্চরিত্র লোকও পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধুনামের

উপযুক্ত হইয়াছেন। নিজে নিজে চেষ্টা করিয়াও অনেক কুপ্রবৃত্তি দমন ও কুঅভ্যাস দূর করা যায়। কিন্তু চরিত্র শোধন করিতে বিশেষ ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ঐকান্তিক দৃঢ়তা ও যত্ন ভিন্ন চরিত্র শোধন হয় না. যাহার চরিত্রে ধৈর্য্যের অভাব তাহার এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বিবেক ও ইচ্ছা সর্ব্বদা ঐক্যভাবে কার্য্য করে না। ইচ্ছা বিবেকের আদেশ পালনে প্রস্তুত না হইলে বলপূর্ব্বক কমাইতে গেলে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বস্ত্রালঙ্কারের অধিক আড়ম্বরকেই বিলাসিতা বলে। সভ্য সমাজে চলা ফিরা করিতে গেলে কিয়ৎপরিমাণে বস্ত্রালঙ্কার যে আবশ্যকীয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু অবস্থার অনুপযুক্ত ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে। অহোরাত্র কেবল বেশভূষা লইয়া ব্যস্ত থাকা দোষের কারণ।

শারীরিক উন্নতি সাধন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায় অতএব সে বিষয়ে একবারে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। শীত গ্রীষ্ম বুঝিয়া বস্ত্র ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন তদভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিলাসিতা এক নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান অত্যন্ত আবশ্যক, মলিন গাত্র ও দুর্গন্ধ-যুক্ত বস্ত্র নয়ন মনের অপ্রীতিকর ও শরীরের অনিষ্টকারী। ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে ধন সম্পদ দিয়াছেন তিনি আবশ্যক মত তাহা ব্যবহার করিবেন, এবং অবশিষ্ট অর্থ সৎকার্য্যে

ব্যয় করিয়া অর্থের সফলতা সম্পাদন করিবেন। অনাবশ্যক ভোগ বিলাসে অর্থ ব্যয় করিলে ঈশ্বরের অপ্রিয় কার্য্য সাধন করা হয়। মনুষ্য জীবনে বিলাসিতার ভাব যত আসিবে ততই অধঃপতন হইবে। এই বিলাসিতা হইতে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। যে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা শরীরের এত সৌন্দর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়, সেই বস্ত্রালঙ্কার যাহাতে আত্মাকে নরক তুল্য করিয়া না তোলে ইহাই সাবধান পূর্ব্বক সাধন করিতে হইবে। মনুষ্যের শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি নিকট অতএব সমভাবে উভয়ের উন্নতি সাধন আবশ্যক। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রা ও পুরুষের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, পরস্পরের প্রকৃতিগত বিভিন্নভাবই এই পার্থক্যের মূল কারন। পরস্পরের আহারবিহার, বস্ত্রালঙ্কার সকল প্রকার রুচিই বিভিন্ন। অতি শৈশবকালেই দেখা যায় বালকেরা লাটুখেলা, বন্দুকদাগা, গাছে চড়া, কুস্তি করা, বলমারা ও দৌড়াদৌড়ি ভালবাসে। কিন্তু বালিকাগণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বালিকাগণ সাধারণতঃ শান্ত ও ধীর প্রকৃতি, তাহারা পুতুলখেলা, চিত্র করা, শিলাই করা, গৃহ কর্ম্ম ও রন্ধনাদি কার্য্যে অধিক পটু। এই বিভিন্ন প্রকৃতি পরস্পরের কার্য্যেরবিশেষ সহায়। পুরুষদিগের শরীর এ প্রকার খেলা দ্বারা বাল্যকাল হইতেই দৃঢ় হয় সুতরাং তাহারা বয়োবৃদ্ধি সহকারে কঠিন হইতে কঠিনতর কার্য্য সকল অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের দেহ মন পুরুষা-

পেক্ষা অনেক কোমল এ কারণে স্ত্রীজাতি কঠিনকার্য্য সম্পাদনে কোন প্রকারে পুরুষজাতির সমকক্ষ হইতে পারে না। আবার গৃহকর্ম্ম, সন্তান পালন, প্রভৃতি কার্য্য সকল স্ত্রীলোকেরা যেমন নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে পুরুষেরা তেমন পারে না। এজন্য পরস্পরের ক্ষমতানুসারে কার্য্যের বিভাগ হইয়াছে, পুরুষের কার্য্য স্ত্রীলোকের পক্ষে যেমন কঠিন স্ত্রীলোকের কার্য্য পুরুষের পক্ষেও নিতান্ত সহজ নহে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের কার্য্যের অনুসরণ করিলে সমাজে হাস্যাস্পদ হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষেও পুরুষদিগের অনুকরণ নিতান্ত নিন্দনীয়।

অতএব পুরুষ যেমন স্ত্রী প্রকৃতি গ্রহণে অনিচ্ছুক স্ত্রীলোকেরও পুরুষ প্রকৃতির অনুকরণ করিতে যাওয়া তেমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও লজ্জাজনক। এ সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ যে যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংশোধন অনাবশ্যক, আপনাপন স্বভাবের উন্নতি সাধনার্থে যত্ন করাই যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বজায় থাকা আবশ্যক। পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল সকল বিষয়েরই নিরন্তর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, মনুষ্যের রুচি সম্বন্ধেও তাহাই। এজন্য সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুণ ও সদ্ব্যবহারগুলির পরিবর্ত্তন না ঘটে, সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

যাহা নূতন তাহাই ভাল, যাহা পুরাতন তাহাই মন্দ ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক মত সন্দেহ নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়জাতি

আপনাপন প্রকৃতিগত সদ্‌গুণ সকল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই সকল প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা। এই পার্থক্যের মূলে পরমেশ্বরের মহদুদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, অতএব ইহা তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে। এই দুই প্রকৃতির সামঞ্জস্য সময় সময় আবশ্যক হয়। স্ত্রী ও পুরুষের আকৃতি যেমন ভিন্ন তেমন তাহাদিগের চরিত্রগত গুণগুলিও ভিন্ন তাই উভয় প্রকৃতির সদ্‌গুণগুলি পরস্পরের গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। বিবাহ দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের চরিত্রের বিনিময় হয়, তাহাই পরস্পর চরিত্রের সমানত্ব রক্ষা করে। এই সমানত্ব না থাকিলে পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ ঘটে, নরনারী পরস্পরের দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া গুণ সকল গ্রহণ করিতে পারিলেই যথার্থ সুখের অধিকারী হইতে পারে।

বিবাহ।

স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে পতি ও পত্নীভাবে একত্র মিলনের নাম বিবাহ। এই বিবাহ হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, মুসলমান, প্রভৃতি প্রত্যেক জাতিরই আপনাপন রীতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকল দেশে সমুদয় সভ্যজাতির মধ্যেই বিবাহ প্রচলিত আছে। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি অনুরাগই বিবাহ বন্ধনের মূল, বিবাহ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। নরনারীর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বাস

করিবার নিমিত্তই বিবাহ প্রথা প্রচলিত। বিবাহ দুইটী স্বতন্ত্র হৃদয়কে একত্র করে, অনুরাগ ও সদ্ভাব দ্বারা উভয় জীবনকে মধুময় করে। বিবাহ এক আত্মাকে অপরের সুখের জন্য স্বার্থ বিস্মৃত হইতে শিক্ষা দেয়। শাস্ত্রে কথিত আছে বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গ থাকে, বিবাহ দ্বারা পরস্পর পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। বিবাহ সম্বন্ধ কেবল শারীরিক নহে। ইহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও বটে, অতএব শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধ শেষ হয় না, মৃত্যুর পর আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া অনন্তকাল থাকে। মৃত্যু দ্বারা যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা সাময়িক মাত্র, নরনারী কিছু কাল সে বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিলে আত্মার পুনর্ম্মিলন দ্বারা নিশ্চয় সুখী হইতে পারে। বিবাহ সম্বন্ধ অতিশয় গুরুতর, ইহা দ্বারা মনুষ্য জীবনে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির একত্র মিলনে একটী নূতন জীবন গঠিত হয়। স্ত্রী প্রকৃতির কোমলতা দ্বারা পুরুষ প্রকৃতির কাঠিন্য দূর হয়, পুরুষ প্রকৃতির সাহস দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণ দ্বারা স্ত্রী চরিত্রের ভীরুতা দূরে যায়। এই প্রকারে একের সাহায্যে অন্যের জীবন উৎকর্ষতা ও সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করে। সংসারে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য বিদ্যমান আছে, তাহা কেবল একা স্ত্রীজাতি কিম্বা পুরুষজাতি দ্বারা সম্পন্ন হয় না। এজন্য এই বিভিন্ন জাতির পরস্পর মিলনের বিশেষ প্রয়োজন। এই মিলনেচ্ছা স্বাভাবিক, ইহা কেবল যে মনুষ্য হৃদয়েই বদ্ধমূল

তাহা নহে, এই ইচ্ছা পরমেশ্বরের সমুদয় সৃষ্টি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই মিলনেচ্ছা যদি প্রত্যেকের হৃদয়ে না থাকিত, জগতে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত; সে জন্য এই ইচ্ছা ঈশ্বরের মহদুদ্দেশ্যের মূলে বিশেষ ভাবে নিহিত রহিয়াছে। এই মিলন দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ সংসারে সকল প্রকার কর্ত্তব্য সাধনে পরস্পরের সহায় হয়।

স্বামী স্ত্রীর প্রেমের বিকাশই, প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের বিকাশ, ইহাই জগতে প্রেম শিক্ষা দিবার প্রথম সোপান। বিবাহ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া কেবল গৃহস্থালী করিলেই বিবাহের সমুদয় উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না অনেক সৎশিক্ষা, সদাচরণ ও সদ্‌গুণ দ্বারা চরিত্রকে মণ্ডিত করিতে হয়। কি গৃহে কি জনসমাজে, সর্ব্বত্রই সদ্ভাব ও সদ্দৃষ্টান্ত বিস্তার করিতে হয়। পরস্পরের প্রেমের মধ্যে যাহাতে পবিত্রতা রক্ষা হয়, ধর্ম্মভাব অন্তরে বিরাজ করে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন আবশ্যক। শারীরিক ভাবে যে ভালবাসা হয় তাহা নিতান্ত অস্থায়ী, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন শারীরিক সৌন্দর্য্যের মোহ বিনষ্ট হয় তখন শারীরিক ভালবাসাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। শারীরিক সুখ সাধনই যে প্রেমিকের লক্ষ্য, অসার আমোদ প্রমোদই যে প্রেমিকের উদ্দেশ্য, বাহ্য সৌন্দর্য্য স্পৃহাই যাহার হৃদয়ে বলবতী সে প্রেমের উচ্চ আদর্শ হইতে বঞ্চিত, তাহার প্রেম অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর। ইহা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই লয়প্রাপ্ত হয়। এ প্রকার

মিলন সংসারে সুখের পরিবর্ত্তে কেবল দুঃখ আনয়ন করে। আধ্যাত্মিক প্রেমই যথার্থ প্রেম.সে প্রেমের ধ্বংস নাই সে প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নরনারীর পবিত্রাত্মা অনন্ত কাল সেই প্রেম ভোগ করে। যথার্থ নিঃস্বার্থ দাম্পত্য প্রেম অনন্তকাল প্রেমিক দম্পতি-হৃদয়ে বাস করে, ধন গর্ব্ব কিম্বা ধনাকাঙ্ক্ষা, বিলাসিতা কিম্বা সুখস্পৃহা দ্বারা ইহার বিনাশ সাধন হয় না। এই প্রেম মাখম হইতেও নরম. পাষাণ হইতেও শক্ত এবং কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না। এই প্রেম নিত্য নবভাবে দম্পতি হৃদয়কে প্লাবিত করে। বিবাহ হইলেই দাম্পত্য প্রেম লাভ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যে সকল নরনারী কেবল সামাজিক নিয়মে পতি ও পত্নী ভাবে একত্র বাস করে, তাহারা যথার্থ দাম্পত্য সুখ ভোগে সমর্থ হয় না। অনেকের মুখে শুনা যায় বৃদ্ধাবস্থায় আবার ভালবাসা কিসের, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যে ভালবাসা চলিয়া যায় সে ভালবাসা ভালবাসাই নহে, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সুখ প্রিয়তা। সে যোগ দম্পতির অধ্যাত্ম যোগ নহে, আত্মায় আত্মায় যথার্থ যোগ সাধন না হইলে দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণাবস্থা হয় না। বাহ্য চাকচিক্য দ্বারা যে প্রেমিকের চক্ষু আকৃষ্ট হয় তদভাবে তাহার স্থায়িত্ব রক্ষা হওয়া কঠিন। প্রকৃত প্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, যৌবনাবস্থাই হউক আর বৃদ্ধাবস্থাই হউক কোন অবস্থায়ই ইহার হ্রাস হয় না। বরং বহুকাল একত্র

বাস হেতু অনুরাগ ক্রমে গভীর হইয়া থাকে। বিবাহ এক বারের অধিক হয় না, যদি হয় তাহাতে যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা হয় না, এজন্য একটিকে প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে। দম্পতির প্রেম বন্ধন দৃঢ় হওয়া উচিত। স্ত্রী ও পুরুষ একজনের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিতে না পারিলে প্রকৃত সুখ ও শান্তির সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ কিম্বা স্বামী বর্ত্তমানে অন্য পুরুষেতে অনুরক্ত হওয়া নিতান্ত বিগর্হিত কর্ম্ম। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের অন্য স্ত্রী কিম্বা পুরুষের প্রতি আসক্তি যে কেবল দোষজনক তাহা নহে, ইহা প্রতি-হিংসাবৃত্তির উদ্দীপক। ইহা দ্বারা প্রতিহিংসাবৃত্তি এত প্রবল হয় যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু সাধন করে, স্বামী স্ত্রীহত্যা করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করে, অথবা স্বামীর প্রিয় পাত্রীর বিনাশ সাধনে স্ত্রী চেষ্টা করে, স্ত্রীর প্রিয় পাত্রের প্রাণ বিনাশে স্বামী তৎপর হয়, ইহা দ্বারা উভয় পক্ষেরই বিনাশ সাধন হইয়া থাকে বলা বাহুল্য। এ প্রকার প্রতি-হিংসাবৃত্তি প্রায় সকল স্ত্রী পুরুষের মনেই জাগরূক থাকে। নিতান্ত ঘৃণাহীন ব্যক্তিরাই কেবল ইহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। বর্ত্তমান সময়ে লোকনিন্দাভয়ে অনেকেই বাহিরে সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের অবস্থা অতীব শোচনীয়। এ সকল কুদৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সমাজে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে আরো কত যে অনিষ্ট সংঘটন হইবে তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত

হয়। এ সকল কুদৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজের যে কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু সাহস করিয়া কেহই ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে এ পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই ইহা অতি আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। ঐ সকল ব্যক্তি অন্যায় উৎসাহ দানে বর্ত্তমান সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে, অতঃপর আরও কত করিবে কে বলিতে পারে, অতএব ইহার নিবারণ নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে সদাশয় ব্যক্তি মাত্রেরই চক্ষু উন্মীলিত হওয়া উচিত।

বিবাহ সম্বন্ধ অতি সুখকর বটে কিন্তু তৎসঙ্গে কতগুলি গুরুতর দায়িত্ব জড়িত রাহিয়াছে যাহা পালন করিবার শক্তি সকলের হয় না। যথার্থ কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবে অনেক দম্পতি সংসারে অসুখী হইয়া থাকে। কৃতবিদ্য যুবক যুবতীদিগের উচিত যে তাঁহারা বিবাহের পূর্ব্বেই ইহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত হইয়া এই গুরুভার মস্তকে ধারণ করেন। এখন অপরিণত বয়সে প্রায় বিবাহ হয় না সুতরাং যাহারা বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারে তাহারা ইহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। এই বিষয়ে ঔদাসান্য দেখাইলে ভাবী জীবনের অমঙ্গল নিশ্চয়।

মনুষ্য শৈশব কালে পিতামাতার হস্তে লালিত পালিত হয় কিন্তু যৌবনে পতি পত্নীর বন্ধু, পত্নী পতির বন্ধু হয়। উভয়ে উভয়ের যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে না পারিলে অনেক

কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সকল কাজেই পরস্পর সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন। মনুষ্য জীবনের আর একটী গূঢ় রহস্য এই যে মানুষ সকল সময় নিজের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট হয় না, এজন্য অন্য একজন সঙ্গী ও সহানুভূতি-কারীর প্রয়োজন হয়। সেজন্য স্বামীর পক্ষে স্ত্রী স্ত্রীর পক্ষে স্বামীই উপযুক্ত সহচর ও সহচরী এবং সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সহানুভূতিদানে সমর্থ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ স্বাধীন থাকে, কিন্তু বিবাহের পর পরস্পারের অধীনতা স্বীকার না করিলে চলে না। এই অধীনতাকে কেহ অপমান বা কষ্টজনক মনে করে না। সকল বিষয়ে ঐক্যভাবে কাজ করিতে পারিলে সংসারে কখন অশান্তি ঘটে না। এজন্য পরস্পরের অধীনতা স্বীকার বরং সুখ ও মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা দাম্পত্য প্রেমের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না। দম্পতির কলহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। সত্য বটে নিয়ত একত্র বাস এবং পরস্পরের মধ্যে অবস্থা ও বিষয় বিশেষ সম্বন্ধে মতের পার্থক্য হেতু কখন কখন বিবাদ ঘটিয়া থাকে কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। সেই ক্রোধ ও অভিমান ক্ষণস্থায়ী, তাহা দ্বারা সময় সময় নিস্তেজ প্রীতির উত্তেজনা সাধন হইয়া থাকে। ক্রোধে মত্ততা কিম্বা বুদ্ধির অপরিপক্কতা বশতঃ সমান্য সামান্য পারিবারিক কলহের সময় লোক ডাকিয়া সাক্ষী ও মধ্যস্থ নিযুক্ত করা অন্যায়। রোষপরবশ হইয়া পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট পরস্পরের দোষ প্রকাশ করা অত্যন্ত অনুচিত, তদ্দারা

লোকের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যখন ক্রোধ চলিয়া যায়, তখন অন্যের মুখে স্ত্রীর স্বামিনিন্দা ও স্বামীর স্ত্রীনিন্দা শ্রবণ অসহ্য হইয়া উঠে, তখন নিজকৃত অন্যায় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইলেও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। অতএব দম্পতিমাত্রেরই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। পরস্পরের দোষ গোপন ও সংশোধন করা উচিত। প্রাণান্তেও অপরের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না। সময় সময় দম্পতি পরস্পরের অন্যায় দেখিয়া শাসন না করিয়া থাকিতে পারে না তাহা অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও অন্যের দ্বারা তাহার সংশোধন অসম্ভব। এ অভিমান আপনা হইতেই দূর হয় সেজন্য বিশেষ আড়ম্বর বৃথা। প্রেমিক দম্পতির বিবাদ বিবাদই নহে, ইহা ক্ষণস্থায়ী। যে গৃহে পতি ও পত্নীতে প্রেম নাই সে গৃহে শান্তি কোথায় ? ধনজন পরিপূর্ণ সংসার সকলই দুঃখপূর্ণ। যে গৃহে পতি পত্নী পরস্পরের প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট সেই গৃহই যথার্থ শান্তির আলয়। প্রেমহীন হইয়া পতি ও পত্নীভাবে একত্র বাস করা কেবলই কষ্টের কারণ। একমাত্র প্রেমের জন্যই সাংসারিক সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারা যায়। প্রেমহীন দম্পতিজীবন অতি নীরস ও শুষ্ক। প্রেমিক দম্পতির পক্ষে পর্ণকুটির যেমন সুখের স্থান অপ্রেমিকের পক্ষে বিচিত্র প্রাসাদও তেমন নহে। প্রেমের অভাবে বিবাহবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, দম্পতি পরস্পরের দোষান্বেষণে রত হইয়া সর্ব্বদা কর্কশ ও অপ্রিয়বাক্যে একে

অন্যের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে ত্রুটী করে না, কলহ বিবাদ নিতান্ত অভ্যস্ত হইয়া শরীর মনকে অসার করিয়া ফেলে। ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে। যে বিবাহে পতি ও পত্নীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা হয় না, যে দম্পতি স্বার্থান্ধ হইয়া কেবল আপনাপন সুখান্বেষণে রত থাকে ও নিরন্তর কলহ বিবাদে দিন কাটায় তাহাকে প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে না। দম্পতি একে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে প্রকৃত প্রীতি হয় না। পরস্পরকে প্রীতি করিতে না পারিলে যথার্থ সুখ হয় না। পরস্পরকে প্রীতি করিতে পারিলে প্রিয়কার্য্য সাধনেচ্ছা স্বাভাবিক হয় প্রিয়কার্য্য সাধনই প্রীতির চিহ্ন, যেখানে প্রীতি সেখানেই শান্তি। দম্পতি জীবনের সুখ দুঃখ উভয়ের উপর সমভাবে নির্ভর করে। রোগ শোক ও দুঃখ বিপদে পরস্পরের সহানুভূতি ভিন্ন জীবনের ভার আর কিছুতেই তেমন লঘু করিতে পারে না। পরিশ্রান্ত দেহে কিম্বা রোগশয্যায় পরস্পরের এক একটী মিষ্টবাক্য কত কষ্ট নিবারণ করে। এ প্রকার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

পতি পত্নীর মধ্যে একটী আপন ভাব আছে তাহা অন্য কাহারো প্রতি প্রায় হয় না। এই উচ্চভাবের মর্ম্ম প্রেমিক দম্পতি ভিন্ন অন্যের বুঝিবার ক্ষমতা হয় না। এই ভাবই পরস্পরের প্রতি নির্ভরের ভাব আনয়ন করে। ইহা দ্বারাই কেহ কাহাকে কোন কথা গোপন করিতে পারে না. পরস্পরের

পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে ভালবাসে, ইহাকেই অভিন্নাত্মা বলা যায়। এ সংসারে স্বামী যেমন স্ত্রীর সহায় ও অবলম্বন স্ত্রীও সেইরূপ স্বামীর হিতৈষী বান্ধব। সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের হিতাকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় নাই। স্ত্রীর পক্ষেও চির অনুরক্ত স্বামীলাভ বহু পুণ্যের ফল। গুণবান পতি দ্বারা স্ত্রী যেমন সকল প্রকার সুখ অনুভব করে, গুণবতী স্ত্রী দ্বারাও স্বামীর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে। ধর্ম্মকার্য্যে স্ত্রী সর্ব্বদা স্বামীর অনুগামিনী হইয়া থাকে এজন্য স্ত্রীর এক নাম সহধর্ম্মিণী। পতির ধর্ম্মে যার ধর্ম্ম, পতির ব্রত যার ব্রত, পতির সুখে যার সুখ, পতির সেবায় যার সন্তোষ, পতির মঙ্গলের জন্য যে অনায়াসে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে, সেই যথার্থ সাধ্বী স্ত্রী, জগতে তাহার সুখের তুলনা হয় না। যে পুরুষ এ প্রকার সাধ্বী সতী স্ত্রী লাভ করেন তিনিই ধন্য। বুদ্ধিমতী সচ্চরিত্রা স্ত্রীর সাহায্যে কত পুরুষ জনসমাজে গণ্য, মান্য ও ধন্য হইয়াছেন। উপযুক্ত ধর্ম্মপত্নীর সাহায্যে ও সহানুভূতিতে সুবিজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ জগতের অশেষ কল্যাণসাধনে সমর্থ হন। তদভাবে অনেক উন্নতিশীল সাধুপুরুষের সদভি-প্রায় সকল কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। এ প্রকার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। পতি ও পত্নীর আচার ব্যবহারে সর্ব্বদাই পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তুচ্ছ তাচ্ছীল্য ভাব যাহাতে কিছুতে আসিতে না পারে সেজন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। কোন কোন গৃহে দেখা যায় গৃহস্বামী যাবতীয় উচ্চ কাজের

ভার নিজের উপর রাখিয়া স্ত্রীকে দাসীর ন্যায় কেবল নীচ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তদ্দারা স্ত্রীর মনোবৃত্তি সকল ক্রমে নীচ হইয়া যায়, স্ত্রী স্বামীকে প্রভুর ন্যায় ভয় করে এবং আপনাকে তাহার আজ্ঞাকারিণী দাসী বলিয়া মনে করে, সেস্থলে উভয়ের মনের মিলন কি প্রকারে হইতে পারে! এমতাবস্থায় অভিন্নাত্মা হওয়া যায় না। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে স্ত্রী সর্ব্বদাই পতির সঙ্গিনী হইবে ইহা শাস্ত্রের কথা, কার্য্যেতেও এ সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়া কোন কোন গৃহে দেখা যায় স্বামীর প্রতি স্ত্রী এমন অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করে ও অসংলগ্ন তুচ্ছ তাচ্ছীল্যভাবে বাক্য প্রয়োগ করে যাহা চক্ষু ও কর্ণের নিতান্ত অপ্রীতিকর। পতি ও পত্নীর মধ্যে সমানভাব রাখিতে যাইয়া অনেকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পতিকে নিম্ন আসন ও আপনাকে উচ্চ আসন দিয়া ফেলেন এইরূপ ভাব অকল্যাণকর। সাধারণতঃ পতি বয়সে জ্যেষ্ঠ এজন্য তাঁহার প্রতি একটুকু উচ্চভাব থাকা উচিত, তাহা দ্বারা প্রণয়ের হ্রাস হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। 'পতিকে সংসারে পথ-প্রদর্শক পরামর্শদাতা বন্ধুই বলা উচিত। তাঁহার প্রতি ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার নিতান্ত ঘৃণাকর। এ সকল বিষয়ে প্রত্যেক স্ত্রীর সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অকপট প্রেম, প্রগাঢ় ভক্তি, সরল বিশ্বাস ও অবিচলিত শ্রদ্ধার ভূরি ভূরি

দৃষ্টান্ত আমরা উপদেশ বাক্যে ও পুস্তকে পাইয়া থাকি সে সকল আমরা, সত্য বলিয়া বিশ্বাসও করিয়া থাকি এবং প্রশংসাও করিয়া থাকি কিন্তু কার্য্যকালে তাহার অনুকরণ না করা অতিশয় লজ্জার বিষয়। সম্প্রতি পুরুষদিগের মুখে স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে এ কথার অনুযোগ প্রায়ই শুনা যায়, অতএব তাহার পরিহার নিতান্তই আবশ্যক। দম্পতি আপনাপন কর্ত্তব্যকার্য্য একটুকু বিবেচনার সহিত সম্পাদন করিতে পারিলেই সংসারে কষ্ট ও অশান্তি থাকে না।

উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন যথার্থ মনের মিলন হয় না, কিন্তু ভাল পাত্র বাছিয়া লওয়া অতি দুষ্কর। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর অল্প বয়সে পিতা মাতার নির্ব্বাচনে বিবাহ হয় না, যুবক যুবতী আপনাপন ইচ্ছানুসারে পতি ও পত্নী মনোনয়ন করিয়া থাকে। ইহা এক পক্ষে সুখকর বটে, পক্ষান্তরে ইহাতে যথেষ্ট অনিষ্টাশঙ্কাও রহিয়াছে। প্রথম দর্শনে যুবক ও যুবতী বাহ্য সৌন্দর্য্যেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে, মানসিক দোষগুণ সম্বন্ধে প্রায় দৃষ্টিপাত করে না। অল্প সময়ের দর্শনে পরস্পরের গুণগুলিই প্রকাশিত হয়, পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত দোষ থাকে তাহা উভয়েই গোপন করিতে চেষ্টা করে অথবা সহজে জানা যায় না, এজন্য যথার্থ নির্ব্বাচন সর্ব্বদা হয় না। বিবাহের পর সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা কিছু দিন থাকে বটে কিন্তু যতই পরস্পরের মধ্যে স্পৃহনীয় গুণের অভাব দৃষ্ট হয়, ততই সেই সৌন্দর্য্যের উপর আর তেমন অনুরাগ থাকে না।

গুণহীন সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নহে তাহা দ্বারা মনুষ্য সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। রূপ ও গুণের সামঞ্জস্য প্রায়শঃ বিরল। যদি কোথাও হয় তবে বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যথার্থ গুণযুক্ত পতি ও পত্নী বাছিয়া লওয়া যুবক যুবতীদিগের একার কার্য্য নহে, এজন্য প্রবীণ লোকের দ্বারা অনুসন্ধান আবশ্যক। শারীরিক সৌন্দর্য্য দ্বারা মানসিক গুণের পরিচয় সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, এ সম্বন্ধে অনেকেই প্রতারিত হইয়া থাকে, সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে দোষ গুণ অপরিপক্ক থাকে অতএব তাহার সংশোধন অতি সহজ হয়, অধিক বয়সে বিবাহ হইলে দোষ গুণও পরিপক্ক হয় তখন তাহার সংশোধন অতীব কঠিন হইয়া পড়ে। মন যতদিন নরম থাকে যত্ন করিলে তাহার সংশোধন অনায়াসেই হইতে পারে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন দুঃসাধ্য হয়। ইহাও যুবক যুবতীদিগের একটী বিবেচ্য বিষয়। যে সকল স্ত্রীপুরুষের এ বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নাই বিবাহের পর প্রায়ই তাহাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়। অনেক যুবক যুবতী উপযুক্ত স্বামী কিম্বা স্ত্রী লাভে বঞ্চিত হইয়া কষ্টে জীবন যাপন করে। গৃহে বিবাদ কলহ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া গৃহের সুখ শান্তি অচিরেই নষ্ট করে। নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া কেহ কেহ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, কেহ কেহ ছেদন করিয়াও থাকে। এজন্য কোন কোন সমাজে স্ত্রী ও স্বামী

পরিত্যাগের নালিসের ক্রুটী হয় না। একার্য্য দ্বারা কেবল যে পরস্পরের কষ্টভোগ হয় তাহা নহে জনসমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হইয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। বিবাহ স্থির করিবার পূর্ব্বে পিতা মাতা ও আত্মীয় বন্ধু দ্বারা অনুসন্ধান লওয়া উচিত। উন্মত্ততা, কুষ্ঠরোগ, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি গুরুতর ব্যাধি পুরুষানুক্রমে মানব দেহে সংক্রামিত হয়। ঐ সকল উৎকট রোগ যে সকল পরিবারে বিদ্যমান থাকে সে সকল পরিবারে বিবাহ করা অন্যায়। কোন কোন যুবক যুবতীর চরিত্রগতদোষ অপরিবর্ত্তনীয়, অনুসন্ধান দ্বারা তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। বিবাহ বিষয়ে রূপ অপেক্ষা গুণের পক্ষপাতী হইতে পারিলেই অধিক সুখের সম্ভাবনা। কোন কোন সময় দেখা যায় যুবক যুবতী পিতামাতার অমতে বিবাহ স্থির করে, তদ্দ্বারা পরিবারে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়। যে পিতা মাতা জন্মাবধি অসীম যত্ন ও স্নেহে লালন পালন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা পুত্র কন্যার উপর স্থাপন করেন তাঁহাদিগকে না বলিয়া কহিয়া তাঁহাদের মনে আঘাত দিয়া বিবাহ করা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞের কর্ম্ম। গৃহে অশান্তি আনয়ন করিয়া দম্পতিও সুখী হয় না তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এজন্য যুবক যুবতীদিগের যদি একটুকু ত্যাগ স্বীকারও করিতে হয় তথাপি সমস্ত পরিবারের শান্তি রক্ষার জন্য তাহা করা উচিত। যদি কোন স্বার্থপর পিতা মাতা কেবল অর্থলোভে কোন দুশ্চরিত্রা রূপহীনা

কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ স্থির করেন কিম্বা ধনী সন্তান বলিয়া অসচ্চরিত্র বৃদ্ধ পুরুষের সহিত কন্যার বিবাহ দানে প্রস্তুত হন। সে অবস্থায় পিতামাতার আজ্ঞা পালন অসাধ্য হয়। এ প্রকার বিবাহ জনসাধারণের অনুমোদনীয় নহে। অতএব এস্থলে পিতার অবাধ্যতা হেতু পুত্রকন্যাদিগের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। সর্ব্বপ্রকার রূপগুণসম্পন্ন পতি কিম্বা পত্নী লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ইহার নির্ব্বাচনও অতীব কঠিন। সময় সময় দেখা যায় নব্য যুবক যুবতীগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ অন্ধ, তাঁহারা বলিয়া থাকেন 'যাহার প্রতি একবার মন যায় তাহার সহিত বিবাহ না হইলে জীবনে আর সুখ হয় না'। মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হওয়ার পরেও এ বিষয়ে সাবধান হওয়া যাইতে পারে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া পুরুষ যদি সুখী হইতে পারে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি অন্য পতিলাভে সন্তুষ্ট হইতে পারে তবে অবিবাহিত অবস্থায় কাহারো প্রতি মন পড়িলে তাহার সঙ্গে বিবাহ ভঙ্গ হইলে স্ত্রী ও পুরুষ জীবনে আর কখন সুখী হইতে পারে না এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে।

মানবপ্রকৃতি অতি অস্থির, প্রলোভন মানবজীবনের প্রধান শত্রু। কখন কখন দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রী ভিন্ন জানে না, উভয় একপ্রাণ একমন, পরস্পর চক্ষুর অন্তর হইলে পলকে প্রলয় জ্ঞান করে। ঘটনাসূত্রে যদি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশান্তরে গমন করে, তবে হয় ত প্রলোভন দ্বারা সে

বন্ধন এরূপভাবে ছিন্ন হইয়া যায় যে প্রণয়িনীকে ভাবিতেও পুরুষ লজ্জিত হয়। স্ত্রীর পক্ষেও এ প্রকার হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। দম্পতির প্রেম অতিশয় গভীর হইলেও প্রলোভন হইতে নিজকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের বন্ধন ও আত্মশাসন যাহাতে এই দুইয়ের অভাব না ঘটে সে বিষয়ে দম্পতির বিশেষ যত্ন থাকা আবশ্যক। নূতনের প্রতি মনুষ্যের বিশেষ আকর্ষণ। নূতন পাইলে পুরাতন অনায়াসেই পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য প্রেম সম্বন্ধে সে প্রকার হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ। স্ত্রীপ্রকৃতি সাধারণতঃ শান্ত ও গম্ভীর তাহারা যেমন দৃঢ়ভাবে একজনের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে পারে অনেক পুরুষ সেরূপ পারে না। এ ভিন্ন স্ত্রীলোকের ন্যায় নানা প্রকার প্রতিবন্ধক তাহাদিগের নাই, অতএব পুরুষেরা সহজেই বিপথগামী হইতে পারে। সুবিধা পাইলেও ধর্ম্মভাবের অভাব হইলে স্ত্রীলোকও যে সৎস্বভাবাপন্ন থাকিতে পারে তাহাও বলা যায় না। বরং স্ত্রীচরিত্রে মন্দ অভ্যাস একবার ঘটিলে ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। নরনারীর মধ্যে যতদূর ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইতে পারে ততই মঙ্গল। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন প্রলোভন হইতে মুক্ত হওয়ার আর অন্য উপায় নাই, ইহাই মনুষ্য জীবনের প্রধান অবলম্বন।

প্রেমরজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিতে হইলে একজন সারথির নিয়ত আবশ্যক হয়, ধর্ম্মরজ্জু দ্বারা মানবাত্মা আপনা হইতেই

সংযত হইয়া আইসে, অতএব ধর্ম্মবন্ধনই যথার্থ দৃঢ় বন্ধন, ইহা দ্বারা পাপ প্রলোভন দূরে পলায়ন করে। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন উদ্ধত-প্রকৃতিক যুবক যুবতী বিবাহের আবশ্যকতা স্বীকার করে না, তাহারা বলে "চিরজীবন একজনকে ভাল-বাসা অতি কঠিন ব্যাপার। পরস্পরের মনের অনৈক্য হইলে সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া কলহ বিবাদে দিন কর্ত্তন করিয়া কি লাভ? বরং স্বাধীনভাবে থাকিয়া যতদিন প্রণয় থাকে ততদিন একত্র বাস করাই অধিক সুখকর। বিবাহের দৃঢ়বন্ধন কেবল কষ্ট ও অনর্থের মূল।" এ প্রকার মত যে নিতান্ত দোষকর ও অনিষ্টকারী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিবাহের আবশ্যকতা স্বীকার না করিলে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপ-স্থিত হয়। বিবাহবন্ধনই সমাজ গঠনের মুল, নরনারীর চরি-ত্রের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিবাহবন্ধনের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ বিবাহ ভিন্ন সংসারে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, এজন্য কোন প্রকার পারিবারিকবন্ধন হয় না সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় সুখভোগ কাহারো ভাগ্যে ঘটে না। দ্বিতীয়তঃ বিবাহাভাবে সন্তানের পিতার কোন নিশ্চয়তা থাকে না এজন্য সন্তান সন্ততি পিতৃস্নেহ ও পিতৃদত্ত অর্থলাভে সমর্থ হয় না। তৃতীয়তঃ স্ত্রীজাতি সন্তানপালন ও অর্থোপার্জ্জন এই দুই গুরুতর কার্য্য একদা সাধন করিতে পারে না। বিবাহাভাবে স্ত্রীলোকের পুরুষাপেক্ষা অধিকতর কষ্টভোগ করিতে হয়। সন্তানের সমস্ত ভারই মাতার উপর পড়ে।

বিবাহবন্ধন না থাকিলে পুরুষেরা একেবারেই স্বাধীন, অর্থোপার্জ্জন হেতু যে কষ্ট পাইতে হয় তাহারও তত প্রয়োজন থাকে না। এদিকে অর্থোপার্জ্জন ও সন্তানপালন এই উভয়বিধ গুরুতর কার্য্যের ভার স্ত্রীলোকের স্কন্ধে পতিত হয়। এই দুই গুরুতর ভার একা স্ত্রীলোকের বহন করা অত্যন্ত কঠিন। অথচ পিতা পুত্রের অনিশ্চয়তা হেতু পুরুষের নিকট হইতে প্রতিপালনের কোন সাহায্যলাভেও সমর্থ হয় না। অর্থোপার্জ্জন ও সন্তানপালন এই দুই কঠিন কার্য্যের ভার একা স্ত্রীলোকের উপর পতিত হইলে অচিরেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নিরন্তর কঠিন পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হয় এজন্য শরীর রুগ্ন ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। শরীরের সঙ্গে মনের যোগ সর্ব্বদাই দেখা যায়, শরীর রুগ্ন হইলে হৃদয়ের ভালবাসা ও অনুরাগ ক্রমেই অন্তর্হিত হয়; অতএব বন্ধনহীন, উদ্দেশ্যবিহীন প্রেম অচিরেই তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে। রোগে সেবা ও শোকে সান্ত্বনা করিবার আর কেহ থাকে না। এইরূপে গুপ্তপ্রেম গুপ্তভাবেই পলায়ন করে।

বিবাহ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ দাম্পত্য প্রেম লাভ করে ও সন্তান সন্ততি প্রাপ্ত হইয়া অপত্যস্নেহ জনিত নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করে। অর্থ সঞ্চয়ে মনুষ্যের একটী স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং সেই সঞ্চিত অর্থ সন্তানে প্রদান করিতে পারিলেই অধিক সুখ ও তৃপ্তি হয়, তদভাবে পুরুষেরা অর্থোপার্জ্জনে শিথিল প্রযত্ন হইয়া পড়ে। বিবাহের দৃঢ়বন্ধন না থাকিলে কি পারিবারিক

কি আর্থিক কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ সুখ হয় না। এক স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ এবং এক স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণে অধিক সুখের সম্ভাবনা কোথায়? বিবাহ দ্বারা যাহাকে শরীর মনের অর্দ্ধাংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহার প্রতি বীতস্নেহ ও কর্ত্তব্যবিহীন হওয়া অত্যন্ত জঘন্য কার্য্য; নিতান্ত পৈশাচিকমন ভিন্ন এরূপ ইচ্ছা হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি হৃদয়ে প্রেম থাকে তবে কেনই বা একজনকে ভালবাসা কষ্টকর হইবে। প্রকৃত প্রেমের বিভাগ হয় না, ইহা একসময় একাধিক পাত্রে সমর্পণ করা যায় না। ঘটনাসূত্রে যদি কাহারো প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই প্রেম বিভাগ করিতে যাওয়া যায় তদ্দারা জনসমাজে নিন্দা ও অপযশের সীমা থাকে না; কাহারও কাহারও ভাগ্যে বিশেষ লাঞ্ছনা ঘটে। যদি কাহারও হৃদয়ে নূতন নূতন প্রেমতৃষ্ণা বলবতী হয় তবে ভবিষ্যৎ অনিষ্টচিন্তা দ্বারা সে ভাবকে দলন করা উচিত। নূতন প্রেম অপেক্ষা পুরাতন প্রেম অধিক সুখকর ও শান্তি প্রদান করে। ঘরের শয্যা বাসনপত্র যেমন কিছুকাল ব্যবহার করিলে পুরাতন ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়, মনুষ্য হৃদয়ের প্রেমও কি সে প্রকার? প্রেম পবিত্র ও স্বর্গীয় বস্তু, উহার উন্নতিই সম্ভব। দিন দিনই প্রেম উৎকর্ষতা লাভ করে। নিতান্ত নীচহৃদয় ভিন্ন প্রেমের অবনতি হয় না।

সকল বিষয়েই সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা কিয়ৎপরিমাণে ভোগ করিতে হয়; জগতে সম্পূর্ণ সুখী কেহই নহে। অথবা

সমস্ত দুঃখ কেবল একজনকেই ভোগ করিতে হয় না। সংসারের প্রায় সমস্ত ঘটনাই সুখ দুঃখ মিশ্রিত. ইহা ঈশ্বরের অব্যর্থ নিয়ম ও সৃষ্টির ধর্ম্ম। দুঃখ কষ্ট না থাকিলে কি দিয়া সুখের তারতম্য করা যাইত। মনুষ্য অনেক সময় সুখের আশায় ভ্রমণ করিতে করিতে অধিকতর কষ্টে পতিত হয়। মনুষ্যের আশার শেষ নাই, বাসনার সীমা নাই, যত সুখ সম্পদ প্রাপ্ত হয় আশা ততোধিক বর্দ্ধিত হয়। একারণ মনুষ্যের সুখলালসা বর্দ্ধিত ও সদাই অপূর্ণ থাকে। কখন কখন কাল্পনিক সুখের আশা মনে উপস্থিত হইয়া মনকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে; তখন ভ্রান্ত মানব সেই ভাবকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ করে এবং নিজের ভ্রমাত্মক মত সকল যুক্তি ও তর্ক দ্বারা অভ্রান্ত বলিয়া অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয় না। প্রকৃত দিব্যজ্ঞানের অভাব হইলেই নানা প্রকার ভ্রমঘটিয়া থাকে। এই সকল জঘন্য মতের প্রতিপোষক অতি অল্প লোকেই হয়, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। অসভ্যজাতির মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই, তাহারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে লইয়া বাস করে এবং যখন ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করে। কিন্তু তদ্দারা তাহাদিগকে সুখী বলিয়া জানা যায় না। যেহেতু তাহাদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ. মারামারী কাটাকাটি চলিয়া থাকে ইহা কাহারও অবিদিত নহে। যাহারা একবার সভ্যজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছে তাহারা আবার এই জঘন্য নিয়মের পুনরুদ্ধার দ্বারা সুখী হইতে পারিবে, ইহা কল্পনার অতীত

বিষয়। বিবাহ নিয়ম না থাকিলে সভ্য ও অসভ্যজাতির মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। বিবাহসম্বন্ধ না থাকিলে সমাজে যে সকল অনিষ্ট সংঘটন হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। এই মতের পোষকতা যে নিতান্ত অধঃপতনের কারণ তাহা বলা বাহুল্য। এ সংসারে মনুষ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব, অতএব সকল বিষয়েই যাহাতে মনুষ্যচরিত্রের মহদ্‌ভাব ও উচ্চ গৌরব বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে সকল মানবেরই যত্ন করা উচিত।

সম্প্রতি কৃতবিদ্য উন্নতিশীল ব্যক্তিদিগের মতানুসারে অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে তাহার সংশোধনে অনেকেই তৎপর হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলিতে হইবে। কিন্তু বিবাহের একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। পনর হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের, পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ পর্য্যন্ত পুরুষের বিবাহের উপযুক্ত সময়। এই বয়সে নরনারীর শরীর ও মন উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের হৃদয়ে যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় তাহা পূর্ণ না হইলে শারীরিক ও মানসিক অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে নরনারীর উন্নতির বিঘ্ন ঘটে, অপরিণত বয়সে সন্তান জন্মিয়া পিতামাতার শোকের কারণ হয়। নিস্তেজ বৃক্ষের ফল যেমন অসময়ে ঝরিয়া পড়ে তেমন অনুপযুক্ত বয়সে সন্তান জন্মিলে তাহার অকালমৃত্যু একপ্রকার নির্দ্ধারিত। ইহা দ্বারা মাতার শরীর রুগ্ন ও ক্লিষ্ট হয়। এ সকল কারণে নরনারীর দেহে অকাল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

ইহা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা, অতএব ইহার নিবারণ নিতান্তই আবশ্যক। পক্ষান্তরে বৃদ্ধবয়সের বিবাহ ততোধিক অনিষ্টকারী। বৃদ্ধবয়সের সন্তানও তেমন সবল হয় না। পিতামাতা সন্তান সন্ততিগণের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করাইয়া সকল প্রকার উন্নতি সাধনে তাহাদের জীবনকে অগ্রসর করাইয়া যাইতে পারেন না। পিতামাতার স্নেহদৃষ্টি ও মঙ্গলেচ্ছা যেমন সন্তানের উন্নতির সহায় তেমন আর কিছু নহে। পিতামাতা সন্তানের মঙ্গলার্থে অর্থ সামর্থ্য সাধ্যমত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কখন কখন দেখা যায় নিজেরা অনশনে দিনযাপন করিয়াও সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির জন্য অকাতরে অর্থদান করিয়া থাকেন। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর কোথায় পাওয়া যায়। এই অকৃত্রিম ভালবাসা জীবের মঙ্গলহেতু কেবল পিতামাতার অন্তরেই বাস করে। যৌবনাবস্থায় নরনারীর বিবাহ মিলন যেমন সুখকর হইয়া থাকে, বাল্যাবস্থা কিম্বা বৃদ্ধাবস্থায় সে প্রকার কখন হইতে পারে না। তথাপি বাল্যকালের বিবাহ দ্বারা ভবিষ্যৎ সুখের আশা থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় নিস্তেজ বহ্নির প্রায় অচিরেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অতএব যথাসময়ে বিবাহ হওয়াই অধিকতর মঙ্গলজনক।

সম্প্রতি কৃতবিদ্য যুবক যুবতীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আজীবন অবিবাহিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই মত কি প্রকার ফল প্রসব করিবে তাহা নিতান্ত ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা পুরুষের বিশেষ অনিষ্ট

হউক আর না হউক স্ত্রীজাতির অনিষ্ট নিশ্চয়। সত্যবটে ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে অনেকেই বিবাহ না করিয়া জীবন কাটায়, তাহার একটি কারণ এই সে দেশের পুরুষগণ প্রায়ই বিষয় কার্য্যানুরোধে বিদেশে বাস করে, সুতরাং পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের সকলের বিবাহ হওয়া কোনও মতে সম্ভবপর নহে। সেদেশে বাল্য বিবাহ কিম্বা বহুবিবাহ প্রথা একবারে অপ্রচলিত। সে দেশের কার্য্য ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ। বিবাহ না করিয়াও স্ত্রীজাতি অনেক উপায়ে নিজেদের ভরণ পোষণ করিতে পারে। পুরুষদিগের জন্য যেমন বিষয় কার্য্যের বন্দোবস্ত আছে স্ত্রীলোকের জন্যও সেইরূপ নানা প্রকার সুবিধা রহিয়াছে। অনেক ইংরাজ মহিলা আজীবন পরসেবা ও সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া সুখশান্তি ও মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাপন দেশের কত উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করেন, আবার এদেশে আসিয়া এদেশীয় গরিবদিগের কত উপকার করেন তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু এদেশীয় মহিলাদিগের চির জীবন অবিবাহিত থাকিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন দূরে থাকুক নিজেদের সামান্য ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করা কঠিন। এদেশে সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করার সুবিধা একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যাহারা খৃষ্টান পাদ্রী রমণী-দিগের সহায়তা গ্রহণ করে কেবল তাহারাই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া কোন প্রকারে

জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। তাহা খৃষ্ট সমাজের অন্তর্ভূত স্ত্রীলোকের পক্ষেই সম্ভবপর, অন্য সমাজের পক্ষে নহে। ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে স্ত্রীজাতির সম্মান অত্যন্ত অধিক ; সকল অবস্থায় সকল শ্রেণীর পুরুষগণ স্ত্রীলোকের সম্মান ও সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এদেশে একটী স্ত্রীলোক অসহায় অবস্থায় কার্য্যান্বেষণে পদব্রজে ভ্রমণ করিলে পুরুষদিগের দ্বারা তাহার কোন প্রকার সহায়তা হওয়া দূরে থাকুক বরং বিপদে পতনেরই অধিক সম্ভাবনা। এদেশে বহুকালাবধি স্ত্রীজাতির প্রতি 'পুরুষদিগের কোন প্রকার সম্মান ও উচ্চ ভাব নাই। যে দেশে স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের নিকট গৃহ সামগ্রী ও তৈজস পত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যে দেশে স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের খেলানা ও ক্রীড়ার জিনিস, যে দেশে স্ত্রীজাতি সামান্য পরিচারিকার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, সে দেশের স্ত্রীজাতির এ প্রকার উচ্চ আশা দুরাশামাত্র। বিষয় কার্য্য দ্বারা জীবন যাপনের উপায় ভিন্ন অবিবাহিত থাকা এদেশীয় ভদ্রকন্যাদিগের পক্ষে অসম্ভব। পিতা মাতার অবর্ত্তমানে অনেকেরই অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়, কোন কোন পিতামাতা অপরিমিত ব্যয় দ্বারা দরিদ্রাবস্থাপন্ন হয়। অথবা কেহ কেহ আজীবন দরিদ্রই থাকে, তাহাদের কন্যাগণ অবিবাহিত থাকিলে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। কোন কোন গৃহে কন্যাগণ পিতার ধন মানে এত গৌরবান্বিত হইয়া পড়ে যে ঠিক পিতার ন্যায় উচ্চপদস্থ স্বামী না পাইলে তাহাদের

বিবাহে রুচি হয় না। অনেক সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য বিবাহার্থী যুবককে তাহারা বিমুখ করিয়া থাকে। কিন্তু পিতা মাতার অবর্ত্তমানে তাহাদের বিবাহের আর তেমন সুযোগ ঘটে না। তখন প্রায়ই তাহাদের আর্থিক কষ্ট হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও অর্থাগমের কোন পথই থাকে না, এমন কি অবিবাহিতা কন্যাদিগের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অতিশয় কঠিন হয়। কন্যাগণ পিতা মাতার বর্ত্তমানে অনেকেই সুখ স্বচ্ছন্দে ও আদরে লালিত পালিত হয়, বিবাহ হইলে স্বামীর দ্বারা সে সকল পূর্ণ হয়, কাহারো বা তদপেক্ষা উন্নতাবস্থাও দৃষ্ট হয়। কিন্তু অবিবাহিতাবস্থায় সে সব হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অতএব এদেশীয় কন্যাদিগের সময়োচিত বিবাহ হওয়ার নিতান্তই প্রয়োজন দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে কন্যাদিগের উচ্চাভিলাষ ও বস্ত্রালঙ্কার প্রিয়তার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অনেক কৃতবিদ্য যুবক উপযুক্ত অর্থাভাবে বিবাহে বিমুখ হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "বিবাহের গুরুতর ব্যয় সকল যোগাইবার উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ না করাই উচিত।" অনেকেই ধনী মধ্যে গণ্য হইতে পারে না সুতরাং তাহাদের বিবাহের কোন আশাই থাকে না। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না করিয়া যৌবন কালটা কেবল টাকা টাকা করিয়া কাটাইয়া দিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পরলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া বিবাহ করায় কি লাভ? স্ত্রী পুত্র লইয়া কেহই পরলোক গমন করিতে পারে না। এ সকল ভাব

নব্য যুবক যুবতীদিগের উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য যুবক ধনী হউক আর নাই হউক পরিবার পালনের উপযুক্ত হইলেই বিবাহের যোগ্য। কন্যাগণ বিলাসিতার প্রশ্রয় না দিয়া স্বামীর অবস্থানুরূপ চলিতে শিখিলে প্রচুর সম্পত্তি ভিন্নও সুখী হইতে পারে। আপনাপন অবস্থানুরূপ চলিতে জানিলে অনেক অভাব দূর হয়, এবং অনেক কষ্ট তিরোহিত হয়। সকলের অবস্থা কখন সমান হয় না, প্রত্যেকেরই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অসম্ভাব্য উচ্চাভিলাষ দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। যাহারা আপনার অবস্থায় সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে তাহারাই যথার্থ সুখী। উপরের দিকে দৃষ্টি করিলে যেমন ধনীলোকের বিচিত্র প্রাসাদ, বহুমুল্য বস্ত্রালঙ্কার, ষোড়শোপচারে ভোজন ও বহুসংখ্যক দাস দাসীর আড়ম্বর দেখা যায়: আবার যত নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় দীন দরিদ্রদিগের ভগ্নকুটীর অনশন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধানে দিনপাত প্রভৃতি অতি শোচনীয় দৃশ্য সকলও নয়নগোচর হয়। এ সকল দেখিয়া যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া থাকে তাহার হৃদয় বিগলিত না হইয়া পারে না। যদি কেহ নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কষ্টভোগ করে, তাহাদের এ সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করা উচিত। আর যাহারা অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়া কেবল ভোগ বিলাসে অর্থ ব্যয় করে, পরদুঃখে বিগলিত হয় না, পাছে দান করিলে আত্মসুখের ব্যাঘাত হয়,

তাহারা অতীব নীচাশয়। তাহাদের অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া অসৎকার্য্যেই অধিক খরচ হইয়া থাকে। তাহাদের দ্বারা ঈশ্বরদত্ত অতুল সম্পদের অবমাননা হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে লোকের সকল প্রকার অভাবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিই অভাবের কারণ। এ প্রকার সুখাকাঙ্ক্ষা দ্বারা ঘরে ঘরে অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন লোক ঋণগ্রস্ত হইয়াও ভাল খাওয়া ভাল পড়া ছাড়িতে পারে না. তাহারা ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া অগাধ ঋণজালে জড়িত হয়. অবশেষে অনেক কষ্টভোগ হইয়া থাকে। অতএব আপনাপন অবস্থানুরূপ চলিতে শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। আয় অনুসারে ব্যয় করিতে পারিলেই কোন কষ্টভোগ হয় না। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রীতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও অকপট প্রেমই প্রকৃত সুখের মূল, তদভাবে অতুল ধনসম্পত্তি বিষয়বিভবও যথার্থ সুখশান্তি প্রদানে সমর্থ হয় না। যাহারা কেবল ধন মান লাভের জন্য বিবাহ করে তাহারা সংসারে সুখী হয় না, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রণয় হয় না, অতএব তাহারা দাম্পত্য সুখসম্ভোগে অসমর্থ হয়।

প্রতিদেশে প্রতিদিন কত বিবাহ হইতেছে আদর্শ দম্পতি তন্মধ্যে কয়জন পাওয়া যায়? আদর্শ জীবনের গঠন স্বতন্ত্র। সত্য বটে সদভ্যাস ও সচ্চরিত্রতা কোন কোন মনুষ্য জীবনে স্বাভাবিক কিন্তু তথাপি সেই জীবন যথার্থ আদর্শ হয় না, যথার্থ

আদর্শ জীবন গঠিত হইতে অনেক শিক্ষা ও সতর্কতা প্রয়োজন। নীতিজ্ঞান, কর্ত্তব্যপরায়ণতা নিঃস্বার্থ সরল প্রেমের সাধনই ইহার প্রধান সহায়। যে দম্পতি যথার্থ আদর্শ দম্পতি হইতে চান এই কঠোর সাধন তাঁহাদের জীবনের অবলম্বন হওয়া উচিত। ইহকাল ও পরকালে তাহারাই উচ্চাসনের উপযুক্ত। তাহাদের প্রেম অনন্তকাল ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রকাশ করে, ইহাই যথার্থ প্রেমের আদর্শ। তাহারাই জগতে ধন্য, তাহাদের সহিত অন্যের তুলনা হয় না।

বাল্যবিবাহ।

বহুকালাবধি বাল্যবিবাহ প্রথা এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা দেশের ও সমাজের কি প্রকার অমঙ্গল সংসাধিত হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাল্যবিবাহ প্রথা কেবল হিন্দু সমাজেই নিবদ্ধ। এই প্রথানুসারে ৮।১০ বৎসরের মধ্যেই বালিকাদিগের পরিণয় হইয়া থাকে, কখন কখন তদপেক্ষা অল্প বয়সেও বিবাহ হয়। কোন কারণে কন্যার বয়স ১২।১৩ বৎসরের বেশী হইলে কন্যার পিতাকে সমাজ ও আত্মীয় স্বজনদিগের বিশেষ অনুযোগ ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। এমন কি জাতিভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। অনেকে বালিকার উপর পর্য্যন্ত নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রুপ

করিতে ক্রুটী করে না। সমাজের এ প্রকার অত্যাচার ও কুনিয়ম বশতঃ অনেক পিতা উপযুক্ত পাত্রাভাবে কুপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যে প্রকারেই হউক নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতে হয়। কোন কোন স্থলে অজ্ঞান শিশু সন্তানের বিবাহ পিতামাতার একটী আমোদের জিনিস হয়, এজন্য যদি ভাবীবর ও কন্যার পিতামাতার মধ্যে সখ্যভাব থাকে ও উভয় পক্ষেরই সন্তান সন্ততি সম্ভব হয় তবে তাহারা একের পুত্র সন্তান ও অন্যের কন্যা সন্তান জন্মিলে বিবাহ দিবে এ প্রকার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়। তদনুরূপ সন্তান জন্মিলে বৎসরের মধ্যে বিবাহ প্রদানে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা পরস্পরের বন্ধুতা দৃঢ় হয় এবং শিশু দম্পতি পুতুলের ন্যায় খেলা করিয়া পিতামাতা ও শ্বশুর শাশুড়ীর আনন্দ বর্দ্ধন করে। বিবাহের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এ সকল পিতা-মাতা যে একেবারে অন্ধ ও অনভিজ্ঞ, এই প্রকার বিবাহই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার বিবাহ দ্বারা যে পরস্পরের উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন ঘটে তাহা নিশ্চয়। কি শারীরিক কি মানসিক সকল রকম উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত প্রদান করা হয়। বাল্যবিবাহই বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বলতার অন্যতর কারণ। বাল্যবিবাহ দ্বারা বালক বালি-কার অকাল পরিপক্কতা ঘটে। শিশু হৃদয়ে যৌবনোচিত প্রেম ও অনুরাগ অস্বাভাবিক। তদ্দ্বারা বালকদিগের বিদ্যা-

শিক্ষার উৎসাহ নষ্ট হয়। বাল্যকাল শিক্ষার সময়, এ সময়ে শিশুগণ বিদ্যাভ্যাস করিবে, না প্রেমালাপ ও প্রেম চিন্তা করিবে ? যে সকল ভাব সময়ানুসারে আপনা হইতেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে তাহা বল. পূর্ব্বক বিকসিত করিতে গেলে তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা নষ্ট হইয়া যায় ও উভয় জীবনের উন্নতির বিঘ্ন ঘটে। পিতামাতার এ প্রকার অবিবেচনা কত শত সন্তানের অবনতির কারণ হয়। পূর্ব্বকালে অনেক পিতামাতা সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও উৎসাহ হীন ছিলেন। পূর্ব্বে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া বিষয়কর্ম্ম মোটামুটি রকম বুঝিতে পারিলেই হইত। বিষয় কার্য্যেরও এত বিস্তার ছিল না, অন্ন বস্ত্রেরও তেমন আড়ম্বর ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে সে প্রকার ভাব চলিবে কেন ? এখন সকল সমাজেই ভাল খাওয়া ভাল থাকার ব্যয় বাহুল্য অতএব পূর্ব্ব প্রথা সকল বিদ্যমান থাকিলে দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। বিবাহ বন্ধন দ্বারা বালকদিগের হস্ত পদ বান্ধিয়া দিলে তাহারা কোন প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন, এত অল্প বয়সে ছেলেরা ভালবাসার কি জানে ? ভালবাসা না বুঝিলে বিবাহ নাম মাত্র, এই বিবাহ দ্বারা কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই ইহা তাহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। হিন্দুসমাজে দশম বর্ষীয়া বালিকা ও ১৪।১৫ বৎসরের বালকের যে প্রেম বর্ত্তমান সময়ের ২০ বৎসরের যুবক যুবতীতেও সে

প্রকার সম্ভবে না। সে সময় বালিকারা জানিত স্বামীর ধন মান যশ থাকুক আর নাই থাকুক যে স্বামী সেই দেবতা, সেই পূজ্য। সে রূপবান গুণবান হউক আর নাই হউক, তাহার ধন-মান বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই ইহকালে ও পরকালে সকল প্রকার সুখের অধিকারিণী হওয়া যাইতে পারিবে। এই ভাবে বালিকাগণ আপনাপন স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত। পুরুষগণ স্ত্রীদিগের এই প্রকার নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও নির্ভরের ভাব দেখিয়া ক্রমে অনুরক্ত হইত। বিলাসিতা ছিল না বলিয়া সামান্য অর্থ দ্বারাই অনায়াসে পরিবারের ভরণ পোষণ হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য সমাজ তাহার বিপরীত। স্ত্রীলোকেরা ভাবে বিদ্যাহীন অর্থহীন পতিলাভ বিড়ম্বনার কারণ, পুরুষেরা ভাবে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার যোগাইতে না পারিলে বিবাহ না করাই ভাল। অতএব এ সম্বন্ধে সেকাল ও একালে বিশেষ প্রভেদ। যে সময়ের যে প্রকার আচার ব্যব-হার তাহা করিতেই হইবে। সেকালের নিয়ম সকল অনেক চেষ্টায়ও কেহ বজায় রাখিতে পারিবে না। এজন্য বর্ত্তমান সময়ে কি প্রকার রীতি নীতির অনুকরণ করিলে যথার্থ মঙ্গল হয় তাহাই সাধারণের বিবেচ্য ও আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট সাধিত হই-তেছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। পঞ্চম বৎসর গত হইতে না হইতে পিতামাতা কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত

হইয়া সংসারোপযোগী কার্য্য সকল শিখাইতে অধীর হইয়া তাহাদের সুখের খেলার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। তখন হইতেই সংসারের কঠোর শাসন আরম্ভ হয়। পিতামাতার কাছে বালিকাগণ যে প্রকার আদর যত্ন পায় অল্পদিন মধ্যেই বিবাহ দ্বারা তাহার নিঃশেষ হয়। অনেকের ভাগ্যে বিবাহের পর পুনরাগমন পর্য্যন্ত ঘটে না। বড়লোকদের মধ্যে বিবাহের পর বধূকে পিত্রালয় পাঠান এক প্রকার নিয়ম বিরুদ্ধ, কেবল মধ্যবিত্ত ও নীচ শ্রেণীতেই সেই নিয়ম আছে। এমন শিশু বালিকার পক্ষে পিতামাতার স্নেহ যত্ন ত্যাগ করিয়া নিতান্ত অপরিচিত পরের নিকট বাস করা কিপ্রকার ক্লেশকর তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহাতে আবার অনেকের ভাগ্যেই ভাল শ্বশুর শাশুড়ী ঘটে না, সামান্য ত্রুটিতে তিলে তাল করিয়া অজস্র বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন না। কথায় কথায় আদুরে মেয়ে বলিয়া বালিকা তিরস্কৃত হয়। বালিকা-সুলভ চপলতা বশতঃ একটি সামান্য দোষ করিলেও ক্ষমা করা দূরে থাকুক, পাড়া প্রতিবাসীর নিকট বধূর দোষ সকল প্রচার করিয়া শাশুড়ী ও ননদগণ সাধ্যমত কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। পিতৃগৃহে বালিকাগণ কত যত্ন ও আদরে লালিত পালিত হয়, আদর যত্ন ভিন্ন কষ্ট কাহাকে বলে জানে না; এমন কি, কোন কোন বালিকা পিতামাতার একমাত্র কন্যা নয়নের মণি, অঞ্চ-লের ধন, বিবাহের পর তাহাদের ভাগ্যে এ প্রকার গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা অসহনীয়। এ প্রকার দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা বালিকাদিগের

কোমল মন অচিরেই কঠিন হইয়া পড়ে, তাহাদিগের মনের স্ফূর্ত্তি, আগ্রহ ও উৎসাহ ক্রমেই চলিয়া যায়, নিস্তেজ শক্তিহীন দেহ, যন্ত্রের ন্যায় সংসারে গুরুলোকের আদেশ পালনে দিনরাত ব্যস্ত থাকে। কেবল ভয় পাছে কোন কাজের ত্রুটি হইলে লঘু পাপে গুরুদণ্ড পাইতে হইবে। অল্প বুদ্ধি বালিকা আপন পর জ্ঞানের অভাবে সরলভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলে, জানে না কখন কে কোন কথার কূট অর্থ করিয়া বাক্যবাণে হৃদয় বিদীর্ণ করিবে।

এ প্রকার জীবন বহন সংসারে কেবলই বিড়ম্বনা। স্বামীর পরিজনগণ হইতে মিষ্টবাক্য ও স্নেহ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বধূগণ প্রায়শঃ নির্য্যাতন ও দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়া থাকে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কোন কোন গৃহে সদ্ব্যবহারও পাইয়া থাকে তাহার সংখ্যা অতি অল্প। এত অল্প বয়সে পিতামাতার স্নেহ ক্রোড় ছাড়িয়া নিতান্ত অপরিচিতের মধ্যে গিয়া বাস করা বালিকার পক্ষে যেমন ক্লেশজনক পিতামাতার পক্ষেও তদপেক্ষা কম নয়। সন্তানের কষ্টে পিতামাতার হৃদয়গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যায় কিন্তু তথাপি দেশাচারের কুনিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এমন সাধ্য কাহারো নাই।

শ্বশুরালয়ে আসিয়াই বালিকাকে সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম্মের ভার ক্রমে গ্রহণ করিতে হয়। তখন শাশুড়ীদিগের বিশ্রামের সময় উপস্থিত হয়। নববধূর প্রতি গৃহকর্ম্মের ভার দিয়া তাঁহারা অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যাহীন কুসংস্কারাপন্ন

স্ত্রালোকদিগের গৃহকর্ম্ম ভিন্ন দিন কাটাইবার অন্য ব্যবস্থা কিছুই নাই তখন সম অবস্থাপন্ন দশজন প্রতিবাসিনীর সহিত গল্প করাই তাহাদের দিনপাতের প্রধান উপায় হয়।

"কার্য্যপটুতার সীমা যাহার রন্ধনে, ভ্রমণের সীমা যার গৃহের প্রাঙ্গনে" সেই বঙ্গনারী আর কি বিষয় লইয়া গল্প করিতে পারে। তখন নববধূর চরিত্রে দোষারোপ ও তাহার নিন্দা গল্পের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠে। অসহায়া কুলবধূদের অযথা নিন্দাবাদে তাঁহাদের বিশেষ উৎসাহ ও আমোদ দেখা যায়, ইহা দ্বারা বধূদিগের যে বিশেষ কষ্ট হয় সে বিষয়ে দৃকপাতও করেন না। এ সকল দৃশ্য জাবনে যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই।

অনেক মাতা আপনার কন্যার কষ্টে এত যাতনা ভোগ করেন যে তাঁহার প্রাণে আর শান্তি থাকে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার পুত্রবধূ যখন ঘরে আসে তখন একেবারে সে সব ভুলিয়া গিয়া উগ্রচণ্ডী রূপধারণ করেন। পরের মেয়ের কষ্টে তখন আর বিন্দুমাত্র দুঃখ হয় না। এ সকল কেবল মূর্খতা ও কুসংস্কারের দোষ তাহা বলা বাহুল্য। ইহাই হিন্দু-পরিবারে বিশেষ অশান্তির কারণ। এই কারণে প্রত্যেক গৃহে বিবাদ বিসংবাদ প্রায় লাগিয়াই থাকে। শাশুড়ীগণ বালিকা-বধূর প্রতি যদি নিজের কন্যার ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিতেন তবে সংসার কত সুখের হইত। শিশুদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিলে তাহারা সহজেই ভাল হয়। নিরন্তর মন্দ

ব্যবহার দেখিলে ও মন্দ বাক্য শুনিলে তাহাদের জীবনের অধঃপতন হইয়া থাকে। কথায় বলে "কাঁচা মাটী যাহা কর তাহাই হয়" মন্দ ব্যবহার ও মন্দ দৃষ্টান্ত শৈশব জীবনের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে।

বিবাহ বন্ধনে সংবদ্ধ হইয়া যাঁহার সহিত চিরজীবন একত্র বাস করিতে হইবে, যিনি সংসারে একমাত্র ভরসার স্থল, যাঁহার উপর সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, এমন কি, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত বিন্দুমাত্র পরিচয় হয় না সুতরাং বিবাহের পর তাহার সহিত কি সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত বালিকাগণ তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। সেজন্য অনেক বালিকা স্বামীকে দেখিয়া ভয় পায় ও শত্রু জ্ঞান করে। ইহা দ্বারা সময় সময় বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। সকলের ভাগ্যে সৎস্বামী ঘটে না। স্বামী অসচ্চরিত্র ও উদ্ধত-প্রকৃতি হইলে এই বালিকাভাবের কূটঅর্থ করিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে ক্রুটী করে না। এই সকল স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে বুঝিতে না পারিয়া অসদ্ ব্যবহার ও অসদাচরণ দ্বারা জীবন আরম্ভ করে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ফল অতি বিষময় হয়। এদেশের পুরুষদিগের বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত পরিণীতা হয় বয়সের অধিকতর ন্যূনাধিক্য থাকিলে যথার্থ মিলন হয় না। বালিকার মন সর্ব্বদা খেলায়

ব্যস্ত, সংসারের ভাবনা ভাবিতে জানে না, বৃদ্ধ বিষয় চিন্তা কিম্বা আপনার অন্তিম কালের ভাবনায় মগ্ন থাকে। বালিকা বৃদ্ধের ভাব কিছুই বুঝিতে পারে না, বৃদ্ধও বালিকার ছেলে খেলাতে সন্তুষ্ট হয় না, এমতাবস্থায় পরস্পরের মনের মিলন হওয়া সম্ভবপর নহে। এস্থলে দাম্পত্য প্রেমলাভ ও তদ্দ্বারা সুখের আশা দুরাশা মাত্র। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাইয়া বালিকাদিগকে সংসারের গুরুতরভার বহন করিতে হয়, অনেকেরই আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল হয় না, দাস দাসী রাখিবার ক্ষমতা থাকে না, সাংসারিক কার্য্য প্রায় নিজ হস্তেই সম্পাদন করিতে হয়। কেহ কেহ অল্প সংখ্যক দাস দাসী রাখিয়া সাহায্য লাভও করিয়া থাকে। অনেকেই আবার ১৩।১৪ বৎসর বয়সেই সন্তানবতী হয়। বলিতে গেলে নিজেই শিশু তাহাতে আবার শিশু পালন! শিশু পালন ও সংসার সংরক্ষণ এই দুই গুরুতর ভার মস্তকে পতিত হইয়া তাহাদের কি প্রকার শোচনীয় অবস্থা হয় বলা যায় না। সত্য বটে অনেকেই নিজের সহিষ্ণুতাগুণে সে সকল কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করে, তথাপি শারীরিক নিয়মলঙ্ঘন হেতু যে সকল অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার প্রতিবিধান আর কিছুতেই হয় না। এই কারণে অনেক বালিকা সূতিকা রোগগ্রস্ত হয়, অনিয়ম ও অযত্নে তাহা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে প্রাণ সংহারক হয়। বাল্যবিবাহ বাঙ্গালী জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক ও দুর্ব্বলতার অন্যতর কারণ। শিশু বৃক্ষে ফল জন্মিলে যেমন

তাহা অচিরেই শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। তেমন অপরিণত বয়সে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয় না, অনেকে সূতিকাগৃহেই প্রাণত্যাগ করে, আবার কোন কোন সন্তান চিররুগ্ন হইয়া জননীকে আজীবন কষ্ট প্রদান করে।

অল্পবয়সে সন্তান জন্মিলে মাতা সন্তান পালন বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকে সুতরাং উপযুক্ত যত্নাভাবে অনেক সন্তান অকালে কালের করাল কবলে পতিত হয়। কখন কখন প্রসূতিও সূতিকাগৃহে কিম্বা তাহার কিছুদিন পরে পীড়িত হইয়া বহুকাল রোগ ভোগ করে; কেহ কেহ অচিরেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। এ প্রকার হৃদয় বিদারক ঘটনা নিরন্তর ঘটিতেছে তাহা দেখিয়াও লোকের চৈতন্য হয় না ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়।

বাল্যবিবাহ দ্বারা যে কেবল বালিকাদিগের অনিষ্ট হয় তাহা নহে বালকদিগেরও বিশেষ অমঙ্গল সাধিত হয়। বাল-কেরা নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে না। কাহারো বা অল্প বয়সেই সন্তান জন্মে। তদ্দ্বারা সংসারের নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট ও অর্থচিন্তা আসিয়া মনে উপস্থিত হয়। উপার্জ্জনক্ষম হইতে না হইতে, আয়ের পথ বাড়িতে না বাড়িতে ব্যয়ভার মস্তকে পতিত হয়; এমতাবস্থায় তাহাদের উন্নতি দূরের কথা তাহারা দিন দিন অধঃপতনের দিকেই যাইতে থাকে. এ সকল দুর্দ্দশা দেখিয়াও কোন পিতামাতা তাহার প্রতিবিধানে যত্নপর হয়েন না। অনেক পিতামাতা মনে করেন পুত্রবধূ গৃহে

আসিলেই গৃহকর্ম্মের অনেক সাহায্য হইবে। পুত্র বিবাহের কিছুই বুঝে-না বিবাহ কেবল নিয়মরক্ষা মাত্র। তাহাদের জানা উচিত যে শিশুহৃদয় প্রেমহীন নহে। প্রেমের বীজ শিশুহৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া ইহাই ফুলে ফলে সুশোভিত হইতে পারে ও মনোহর গন্ধ বিস্তার করিতে পারে। অকালে বলপূর্ব্বক তাহা ফুটাইতে গেলে সংসারের কীট ভিতরে প্রবেশ করিয়া অচিরেই তাহার বিনাশ সাধন করে। যে বালক অনন্য মনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলে অনায়াসে মান্যগণ্য ও যশস্বী হইতে পারিত পিতামাতার স্বার্থান্ধতা ও অবিবেচনার জন্য তাহার এ প্রকার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন বাল্যবিবাহ দ্বারা আরও অনেক অমঙ্গল সাধন হয়। কন্যার বিবাহ পিতার একটী বিপদ বিশেষ; একটী কন্যা সম্প্রদান করিতে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয়িত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশকরা কোন ছেলের সহিত বিবাহ দেওয়া আরও অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ।

কন্যাকে ভরি হিসাবে সোণার গহনা ও বরকে নগদ টাকা ও ঘড়ি, চেইন, আংটী প্রভৃতি উচ্চ মূল্যের জিনিস বরপক্ষের ফর্দ্দ অনুসারে দিতে হয়। নতুবা কন্যার পিতার কোন প্রকারে মান থাকে না। এ সকল দানের বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইলে উভয় পক্ষের মনোবাদ ঘটে। সুতরাং বিবাহ দ্বারা কোথায় সুখ সঞ্চয় হইবে না উভয় পক্ষের মনান্তর ও অসুখের কারণ হয়। এ কারণে অনেক বালিকা শ্বশুরালয়ে

যাইয়া আদর যত্নের পরিবর্ত্তে নির্য্যাতন ও গঞ্জনা লাভ করিয়া থাকে। এই জঘন্য আচরণ উভয় পক্ষের শান্তি নষ্ট করে অতএব ইহার প্রতিবিধান অতীব প্রয়োজন। বহুকালাবধি পুত্র কন্যার বিবাহে অপরিমিত অর্থব্যয় আমোদজনক মনে করা হয়। কিন্তু ইহা বাস্তবিক সুরুচির পরিচায়ক নহে। দুদিনের সুখের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া চিরজীবন কষ্ট পাওয়া নিতান্ত মূর্খতার চিহ্ন; এ প্রকার আমোদকে যথার্থ আমোদ বলা যাইতে পারে না। এ সকল কুনিয়ম যত শীঘ্র দেশ হইতে পলায়ন করে ততই মঙ্গল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সকল উন্নতিশীল বিচক্ষণ লোক বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য তাঁহারা তো সকলেই বাল্য-বিবাহ করিয়াছেন। এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে, তাঁহারা ক্ষণজন্মা; অগ্নির তেজ যেমন বসনাবৃত থাকে না তেজস্বী পুরু-ষের তেজও তেমন অন্ধকার ভেদ করিয়া উঠে, কোন প্রতি-বন্ধক মানে না। সে প্রকার পুরুষ শতের মধ্যে একজন মাত্র পাওয়া যায়। সমস্ত ভারত সন্তান যদি তেমন তেজস্বী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইত তবে আর দুঃখ দরিদ্রতার প্রকোপ এত ভীষণ হইত না।

পরিবারে একজন উপার্জ্জনশীল হইলে সমস্ত পরিবার ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় পর্য্যন্ত তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে ইহা দ্বারা কাহারো অর্থসচ্ছলতা হয় না। সত্য বটে বাল্য-বিবাহ ভিন্ন বহুপরিবার একত্র ও একান্নভুক্ত থাকা অসম্ভব।

পূর্ব্বকালে এ নিয়ম দ্বারা পরিবারে কতকটা সুখ ছিল বটে। উপার্জ্জনশীল গৃহস্বামী সমস্ত বৎসর দূরদেশে বাস করিতেন, পত্নীকে পিতামাতার নিকট রাঁখিতেন, সেকালের নিয়মানুসারে যে বয়সে জ্যেষ্ঠ সেই গৃহের কর্ত্তা আর সকলে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিত। সমস্ত পরিবারে বিলাসিতার নাম গন্ধ ছিল না। সামান্য অন্নবস্ত্রে সকলেই সন্তুষ্ট থাকিত। অর্থের তত প্রয়োজন ছিল না তাহার অভাবে কাহারো কষ্ট ছিল না। শিশুকাল হইতে বালিকারা বহুপরিবারে চলনোপযোগী শিক্ষা পাইত। বালিকাদিগের চরিত্র যে ভাবে গঠন করা যায় যুবতীদিগের চরিত্র সে প্রকারে কখন গড়া যায় না। ইহা বহুপরিবার একত্র থাকার পক্ষে উপযোগী বটে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন ঘটে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় শৈশবে পরিণীতা হিন্দু বধূগণ নিরীহ ভাবাপন্ন নহেন। স্থানে স্থানে দেখা যায় তাঁহারাই এক একজন মূর্ত্তিমতী উগ্রচণ্ডা। স্বামীর প্রতি শাসনে তাঁহারাই প্রধান পদলাভের উপযুক্ত। বসনভূষণের বিলাসিতা-বিষয়ে তাহারা আর পশ্চাৎবর্ত্তিনী নহে। স্বামী দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই স্ত্রী তাহার সঙ্গিনী হয়, স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ তাহারা অকাতরে পরিবারের লোককে ভোগ করিতে দেয় না। যদি সমস্ত পরিবারের লোক একত্র বাস করে তবে তাহারা কলহ বিবাদে নিরন্তর অশান্তি উৎপাদন করে। এমতাবস্থায় একত্র বাসের ইচ্ছা কেবলই অশান্তির কারণ।

এখন হিন্দুগৃহে আর তেমন একতা নাই। দুঃখের বিষয় এই পূর্ব্বনিয়ম সকল রক্ষাকরিতে গিয়া উপযুক্ত রকম বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে না যাহা দ্বারা ন্যায় অন্যায় জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় ও কর্ত্তব্য সাধনের সহায়তা করে। ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না থাকিলে মানুষ সংসারে যথার্থ কর্ত্তব্যসাধনে সমর্থ হয় না। একত্র থাকিয়া যদি অশান্তি ভোগ করিতে হয় তদপেক্ষা ভিন্ন থাকা অধিকতর শ্রেয়স্কর। প্রত্যেকে যদি আপনাপন পরিবার পালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিত তবে অবশ্যই তদুপযোগী হইতে চেষ্টা করিত। পরিবার পালনের ক্ষমতা থাকিলে একত্র থাকিতে যদি অনিচ্ছা হয় তাহাতে দুঃখ কি? যাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে তাহারা ভিন্ন থাকিয়াও পিতামাতা আত্মীয়স্বজনকে অর্থসাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা নিতান্ত স্বার্থপর তাহারা কোন অবস্থাতেই মুক্তহস্ত নহে। বাল্যবিবাহ দ্বারা পূর্ব্বে পরিবার মধ্যে যে প্রকার সুখ শান্তির আশা করা যাইত বর্ত্তমান সময়ে তাহা পারা যায় না। অতএব এই প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল। বাল্যবিবাহের অনিষ্ট কারিতা অনেক কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিয়াও বুঝেন না অথবা উপযুক্ত সাহস ও ক্ষমতার অভাবে এই মহাঅমঙ্গলকর মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না। অনেকে বাক্যে এই মতের নিন্দা করিয়া থাকে কিন্তু কার্য্যকালে আবার তাহারাই পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান, দৃঢ়তা ও সাহসের অভাবই ইহার প্রকৃত কারণ। বাল্য-

বিবাহ প্রথা যতদিন এদেশ হইতে দুরীকৃত না হইবে ততদিন বাঙ্গালি জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের আশা দুরাশা মাত্র। দেশহিতৈষিতার স্বপক্ষে যত কেন সুদীর্ঘ বক্তৃতা হউক না অমঙ্গলের প্রকৃত মূল উৎপাটিত না হইলে তাহা বাতাসের সহিত মিসিয়া যাইবে। বাঙ্গালীর অবস্থা যাহা তাহাই থাকিবে কেবল বৃথা পরিশ্রম সার হইবে। অতএব যাহাতে ইহার সদুপায় হয় সে বিষয়ে সদাশয় ব্যক্তি মাত্রেরই যত্নপর হওয়া উচিত।

বহুবিবাহ।

বাল্যবিবাহের ন্যায় বহুবিবাহ নামে আর একটী জঘন্য ও অনিষ্টকারী প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে। ইহা বাল্য-বিবাহ অপেক্ষা কোন অংশে অল্প ক্ষতিজনক নহে। বরং বাল্যবিবাহ দ্বারা সময়ে সুখের আশা করা যায় কিন্তু বহুবিবাহ দ্বারা দাম্পত্য প্রেমের সুখশান্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে। এদেশে পুরুষদিগের বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় ও বিশেষ কোন নিয়ম নাই। তাহারা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে বহু দারপরিগ্রহ করিতে পারে, তাহাতে সমাজের চক্ষে কোন প্রকার বিশেষ নিন্দা ও নিগ্রহভাজন হইতে হয় না। বরং সময় সময় উৎ-সাহই লাভ করিয়া থাকে। বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে যোগসাধন হয়, ঈশ্বরের সেই মঙ্গল বিধি ও গূঢ় অভিপ্রায় তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহারা অনেক সময়

সংসারের নীচকার্য্য ও নীচ ভাব সকলের বশবর্ত্তী হইয়াই এই সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকে। যে যে কারণে বিবাহ হওয়া উচিত তাহা না বুঝিয়া এইরূপ বিবাহ দ্বারা পশুবৎ আচরণের প্রশ্রয় দেওয়া ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

কোন কোন পুরুষ স্ত্রীবিয়োগ কিম্বা অন্যান্য কারণে দুই তিনবারের অধিক বিবাহ করিতে ক্ষান্ত হয় না। পরিবারের লোকেরা এক বধূর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, পুত্র কিম্বা ভ্রাতাকে অন্য বিবাহের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করে। যে বধূ বন্ধ্যা কিম্বা রুগ্না হয় তাহার স্বামীগৃহে বাস একপ্রকার অসম্ভব হয়। এ সকল বিষয়ে পুরুষের মন অতি সহজেই বিচলিত হয়, তাহাদের পুরাতন অপেক্ষা নূতনের প্রতি বেশী অনুরাগ। নারীর প্রেম যেমন অটল, তাহারা সেইরূপ অবিচলিতভাবে নিতান্ত কুষ্মাণ্ড বর্ব্বর পতির প্রতিও অনায়াসে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে পারে পুরুষেরা তাহা পারে না। চিররুগ্ন কিম্বা বন্ধ্যা হওয়া কাহারও ইচ্ছাধীন নহে তাহা সকলেই জানে তথাপি অসহায়া বঙ্গনারী এ সম্বন্ধে কাহারও নিকট হইতে কখনও দয়া বা সুবিচার প্রাপ্ত হয় না। এই সামান্য সামান্য কারণে তাহাদের একমাত্র অবলম্বন, নির্ভরের স্থল, হৃদয়ের ধন পতিকে কাড়িয়া লইয়া অন্যের হৃদয়ে স্থাপন করা হয়। তাহাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অশ্রুজল কাহারো হৃদয়ে কৃপার সঞ্চার করে না। সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে কেহ কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে যায়, স্বামীও অন্নবস্ত্রদানে তুষ্ট করিয়া

থাকেন। এ সকল বালিতে জল ঢালার ন্যায় কেবলই বৃথা, অভাগিনীর হৃদয়ের অনল তদ্দ্বারা অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়। যাহারা ধীর গম্ভীর তাহারা আপন সহিষ্ণুতাগুণে সমস্ত সহিয়া লয়, কিন্তু যাহারা একটুকু উগ্র-প্রকৃতি তাহাদের দ্বারা সমস্ত সংসারে অসহ্য অশান্তির প্রস্রবণ প্রসারিত হয়। পুরুষদিগের এক পত্নী থাকা সত্ত্বে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার সুখ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। তাহাদের জীবন যে কি অশান্তি ও কষ্টে পূর্ণ হয় তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ নিজকৃত অন্যায় কাজের জন্য অনুতপ্তও হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই অনুতাপে এই গুরুতর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কেহ কেহ উদাসীন ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এ সকল ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। শান্তিহীন গৃহবাসের অযোগ্য।

অনেকেই কৌলীন্য প্রথার নাম শুনিয়া থাকিবেন। এই কৌলীন্যপ্রথা দোষে জঘন্য বহুবিবাহ প্রথা কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের গৃহে গৃহে অশান্তি, অসুখ ও পাপের প্রতিমূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। মহারাজ বল্লালসেনের সময় হইতে বঙ্গদেশে এই নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথানুসারে এক পুরুষ বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া শ্বশুরকুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং অবশেষে ক্রমান্বয়ে বিবাহ করাই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। কোন্ কোন্ বংশের পুত্রকন্যার সঙ্গে কোন্ কোন্ বংশের বিবাহ হইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, তদভাবে বিবাহ বন্ধ হয়। সময় সময় পাত্রাভাবে

অনেক কন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকে। পাত্রের সংখ্যা অল্প হইলে এক পাত্রে বহুকন্যা সমর্পিত হইয়া থাকে। সেই নির্দ্দিষ্ট বংশে পুত্রের জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যাগণ অবিবাহিতা থাকে। সেই বংশীয় বালকের সঙ্গেও অশীতিপর বৃদ্ধার বিবাহ হয়। এ সকল আচরণকে পাশব ব্যবহার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। কথিত আছে একদা শীতকালে একজন কুলীন বরের সঙ্গে বিবাহদানের জন্য এক বিবাহ-সভায় অনেক বিবাহার্থী কন্যাদিগকে উপস্থিত করা হয়। এক একটী করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে রাত্রি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তখন শীতে কাতর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একটী বৃদ্ধা বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বাবা! একটী ফুল শুঁকিয়া দে, শীতে যে আর দাঁড়াইতে পারি না।" পিতৃসম্বোধন করাতে সেই বরের সঙ্গে আর কন্যার বিবাহ হইতে পারিল না। এই গল্পটী নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। যে স্থলে বিবাহ কেবল সামাজিকতা ও লৌকিকতা রক্ষার জন্য, সে স্থলে এ প্রকার ঘটনা ঘটা কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে।

কুলীন ছেলেদের বিবাহ অনেক স্থলেই অর্থাগমের পথ-স্বরূপ একটী ব্যবসা মাত্র। বিবাহের পর তাহারা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে না, অর্থের অনাটন ঘটিলে সময় সময় আসিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যায়। স্ত্রীগণ চিরদিন পিতা কিম্বা ভ্রাতার গলগ্রহ হইয়া অতিকষ্টে জীবন যাপন করে। কুলীন কন্যাদের অবস্থা অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন;

অতএব এসকল অতিরিক্ত বর্ণনা বলিয়া কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।" জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পর প্রত্যাশী হইয়া থাকা ও কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক সুখের আশা না থাকা, এ প্রকার জীবন যে কি শোচনীয় তাহা বলা যায় না। কুলীনকন্যাগণ পিতা কিম্বা ভ্রাতার গৃহে কঠিন পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের স্বত্ব নাই, আমার বলিবার কিছু নাই; নিরন্তর গৃহবাসী বলিয়া পিতামাতা ভ্রাতার স্নেহও ক্রমে হ্রাস হয়, তাহারাও গলগ্রহ মনে করে। আর বিবাহ সত্ত্বেও স্বামীর ভালবাসা, স্বামী হইতে আদর যত্ন প্রভৃতি কিছুই লাভ করিতে পারে না; স্ত্রীজীবনের যাহা যাহা প্রধান সুখ তাহা কেবল তাহাদের কল্পনাই রহিয়া যায়। এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা কোন দেশে কোন জাতিতে ঘটে না। ইহাদিগের দুঃখের কথা ভাবিলে পাষাণও দ্রব হয়। অজ্ঞ স্বার্থপর লোকেরা সেই জঘন্য প্রথারই আবার কত গৌরব করিয়া থাকে। সদর্পে আপনাদের কৌলীন্যের পরিচয় প্রদান করে। এই প্রথা নিতান্ত জঘন্য, ইহা একেবারে সমূলে উৎপাটিত হওয়া উচিত। উন্নতিশীল যুবকগণ এ বিষয়ে যথার্থ উৎসাহী না হইলে এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের অন্য কোন উপায় নাই। যতদিন এই অনাথা স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ না করিবে ততদিন উদ্ধারের উপায় আর নাই।

বিধবাবিবাহ।

হিন্দুসমাজে ভদ্র পরিবারে পুরুষেরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানেই হউক আর অবর্ত্তমানেই হউক যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। একটি দুই তিন বৎসর বয়স্কা বালিকা অজ্ঞানাবস্থায় পরিণীতা হইয়া যদি বৎসরের মধ্যেই বিধবা হয়, তাহার পুনর্ব্বিবাহের বিধি নাই। তাহার সেই শৈশবাবস্থা হইতে আজীবন কঠোর ব্রত নিয়ম পালনে অতিবাহিত করিতে হয়। পরিধানে শুভ্রবসন, দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ, এই বিধি তাহাদের চিরজীবনের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ভাল খাওয়া ভাল পরা সেই দিন হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। একটী জ্ঞান হীনা বালিকা যাহার বিবাহ কিম্বা বৈধব্য ইহার কোন বিষয়ে জ্ঞান জন্মে নাই, স্বামীকে চিনে নাই, প্রেম কি পদার্থ জানে না, সামাজিক নিয়মানুসারে পতি পত্নী নাম মাত্র গ্রহণ করিয়াছে; পতির মৃত্যুর পর সেই অজ্ঞান শিশু বালিকাকে সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শুভ্রবসন পরিধান পূর্ব্বক দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন দ্বারা জীবন যাপন করিতে হয়, ইহা কি সামান্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের কর্ম্ম ?

যে সকল বালিকা নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বিধবা হয়, তাহাদের স্বামীর প্রতি অনুরাগ কি প্রকারে জন্মিতে পারে ?

জ

অথবা অনুরাগ ভিন্ন ত্যাগ স্বীকার কে কোথায় দেখিয়াছে ? পরস্পরকে ভালবাসিলে অনায়াসেই তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার করা যায়। সমাজ বলপূর্ব্বক এ প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে শিক্ষা দেয়, প্রকৃত পক্ষে ইহাদ্বারা সমাজের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হয় না। একটী কোমল বালিকার বৈধব্য ও কঠোর ব্রত পালন দ্বারা পিতামাতা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়। সকলেই ভাল খাওয়া ভাল পরা সম্বন্ধে উদাসীন হয়, তাহা দ্বারা বালিকার যদিও বিশেষ কিছু উপকার হয় না, পরিবারের লোকের অনেক কষ্ট হয়। বালিকাদিগের জন্য এ প্রকার কঠোর নিয়ম করা অতিশয় হৃদয় হীন মনুষ্যের কার্য্য। বিধবাদিগের জন্য মাসে দুইবার একাদশী তিথিতে নির্জ্জলা উপবাসের নিয়ম আছে, এই নিয়ম বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলকেই সমভাবে রক্ষা করিতে হয়। আহার ও জলাভাবে পিতামাতা ও আত্মীয়দিগের নিকট করুণ স্বরে ক্রন্দন করিয়া একবিন্দু জল চাহিলে দেশাচারের ভয়ে কেহ দেয় না। সকলেই দেশাচারের জঘন্য প্রথার বশীভূত, নতুবা এমন নির্দ্দয়তা ও কাঠিন্য প্রকাশে সমর্থ হইত না। পিতামাতা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া কষ্ট নিবারণ করিতে পারে না, আত্মীয় স্বজন আসিয়া সহানুভূতি দেখায় না। পাড়া প্রতিবাসী এ অবস্থায় মৃত্যু হইলে স্বর্গবাস হয় বলিয়া উৎসাহ দেয়, তাহাদের কষ্ট নিরারণের জন্য কেহই যত্ন করে না। যে দেশে অজ্ঞান অবলা বালিকাদিগের জন্য এ প্রকার কঠোর

নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে সে দেশের লোকদিগকে হৃদয় শূন্য পাষণ্ড বই আর কি আর কি বলা যাইতে পারে। তাহারা পুণ্যেরভান করিয়া নিঃসন্দেহ পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বিধবাদিগের জন্য সহমরণ নামে আর একটী হৃদয় বিদারক কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী, স্বামীর মৃতদেহের সহিত একত্র অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হইত। সমাজের লোক তাহাকে সতী বলিয়া ধন্য ধন্য করিত। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান তাহার একটী অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। যদি কোন অবলা ভয়ে ভীত হইয়া সহমরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, তাহাকে ধর্ম্মভয় দেখাইয়া অথবা নানা প্রকার উৎসাহ বাক্যে অগ্রসর করিত ; তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে কখনও বা বল প্রয়োগ করিত। পরিণত বয়স্কাদিগের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কারণ হইতে পারে পতির প্রতি তাহারা যথার্থই অনুরক্তছিল, ও তজ্জন্য এ প্রকার আত্মসমর্পণ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু বালিকাদিগের পক্ষে এরূপ ত্যাগস্বীকার সম্ভবপর নহে। এ সকল ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথাশুনিলে কাহার প্রাণ না আকুল হয়। এই পৈশাচিক দেশাচারের প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা না হইয়া পারে না। সৌভাগ্য ক্রমে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং সে সময় গবর্ণরজেনারেল হইয়া আসেন তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা এই জঘন্য নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার এই

কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য উভয়েই বিশেষ ধন্যবাদার্হ। উপযুক্ত সময়ে উক্ত মহাত্মা-দ্বয়ের আবির্ভাব না হইলে এই ভয়ঙ্কর নিয়ম এখন পর্য্যন্তও এদেশ হইতে বিদূরিত হইত কিনা সন্দেহ স্থল। বিধবাদিগের প্রতি আজ পর্য্যন্তও সমাজের অতিরিক্ত শাসন রহিয়াছে। তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই যে মন্দ ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্ত্রী বিয়োগে অচিরেই পুরুষদিগের পুনর্ব্বিবাহের আয়োজন করা হয়; যত কঠোরতা কেবল স্ত্রীলোককেই সহিতে হয়। এ সকল পুরুষ জাতির স্বার্থ পরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল স্ত্রী জাতিকেই আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না দিয়া অন্ততঃ কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিজেরাও করিতে পারিলে যথার্থ সাধুতার কার্য্য হইত। দুর্ব্বলের প্রতি বলপ্রয়োগ অনায়াসেই করা যায়, ইহাদ্বারা কিছু মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সকল বালবিধবাদিগের দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহা মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্ন ও সাহায্যে অনেক বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহিত হইয়া পতি পুত্র লইয়া সংসারী ও সুখী হইয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন যে এই মত প্রবর্ত্তিত করিতে প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, সমাজ কর্ত্তৃক যথেষ্ট গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেশস্থ সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে

এরূপ একটা কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সামান্য সাহস, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে। তিনি ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়া অসহায়া বিধবা ও তাহাদের আত্মীয় বর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া গিয়াছেন। এই নিয়ম কেবল কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রথা এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত সেদেশেও এই প্রথা প্রচলিত হইত।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকে বলিয়া থাকেন বিধবা বালিকাদের পুনর্ব্বিবাহে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে সকল বিধবার সন্তান থাকে তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। পূর্ব্বপক্ষের সন্তান থাকিলে স্ত্রীলোকের বিবাহ যদি অন্যায় হয় তবে পুরুষের দুই তিন পক্ষের সন্তান লইয়া পুনঃ পুনঃ বিবাহ করা কি প্রকারে ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে! ধর্ম্মতঃ একবারের অধিক বিবাহ করিলে যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা হয় না, পাপ সঞ্চয় হয়। পাপের ফল স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে ভোগ করে। যতবার ইচ্ছা বিবাহ দ্বারা পুরুষের কোন দোষ বা পাপ হয় না স্ত্রীলোকেরাই সকল পাপের ফলভোগী; এ প্রকার বিচার যে স্বার্থপরতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তাহা বলাই বাহুল্য। বার বার বিবাহে পুরুষদিগের শরীর ও মনে যদি পাপস্পর্শ না করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে স্ত্রীলোক নরক-

গামী হইবে, ইহা বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। পরমেশ্বর স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমভাবে প্রতি-পালন করিতেছেন; যত পুণ্য সঞ্চয় পুরুষের জন্য কেবল পাপ সঞ্চয় স্ত্রীলোকের জন্য, তাঁহার এ প্রকার বিধান হইতেই পারে না। তিনি স্ত্রী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া স্বার্থসাধন করিলে কাহারও পুণ্য লাভ হয় না। পূর্ব্বপক্ষের সন্তান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষেরই কিয়ৎপরিমাণে অস্নুবিধা ভোগ করিতে হয়, সন্তানদিগের ত কথাই নাই। বিমাতা হইতে সন্তানদিগের যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহা অনে-কেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু তাহা জানিয়া শুনিয়াও অনেক পুরুষ বিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকে না। বরং এক স্ত্রীর মৃত্যু হইতে না হইতেই অন্য বিবাহের আয়োজন হইয়া থাকে। কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগের এরূপ বিশ্বাস যে স্ত্রীর মৃত্যুর দিনেই অন্য বিবাহের প্রস্তাব না হইলে বিবাহের গৌণ হয়; তাই শ্মশান ঘাট হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই পুরুষদিগের পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব হয়। এ সকল হৃদয়হীন পাষণ্ড ব্যব-হারের বিষয় ভাবিলে দেশাচারের কুরীতির উপর কাহার না ঘৃণা হয়? স্ত্রীজাতির প্রতি এদেশীয় লোকের এ প্রকার অশ্র-দ্ধার কারণ কিছু বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ পুরুষদিগের প্রভুত্ব ও নিয়ম প্রণয়ণে একচেটিয়া অধিকারই ইহার মূলীভূত কারণ। আরো দুঃখের বিষয় এই যে পরিবারস্থ মূর্খ স্ত্রীলোকেরাই

আবার ইহার বেশী পোষকতা করিয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ এই দেখা যায়, যেখানে অধীনতা সেখানেই ভয়, সেই ভয় হইতেই তোষামোদী করার ইচ্ছা হয়। স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের বিরুদ্ধে একটী কথা কিম্বা কোন প্রকার মতামত প্রকাশে অসমর্থ, তাই তাহারা পুরুষদিগের ইচ্ছা ও কার্য্যে সর্ব্বদাই সহানুভূতি প্রদানে বাধ্য। ইহাই স্ত্রীজাতির অবনতির অন্যতর কারণ। কোন কোন পুরুষের চার পাঁচ বার স্ত্রীবিয়োগ ও বিবাহ দেখা যায়, তন্মধ্যে কেহ কেহ সন্তান রাখিয়াও পরলোক গমন করে। এইরূপে প্রত্যেক স্ত্রীর দুই তিনটী করিয়া সন্তান থাকিলেও এক পরিবারে বহু সংখ্যক সন্তানের একত্র সমাবেশ হয়। যে সকল পুরুষ হিন্দুমতে বিবাহ করে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ১১।১২ বৎসরের মেয়েকে বিবাহ করিতে হয়। ১১।১২ বৎসরের বালিকাগণ নিজেই নিজের সতর্কতা লইতে জানে না তাহাতে সপত্নী সন্তানের ভার লইয়া তাহাদিগকে যত্নকরা ও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এ সকল সন্তানের বিমাতা হইতে স্নেহ যত্ন পাওয়া দূরে থাকুক বরং নানা প্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগের ত্রুটী হয় না। তাহাদের কষ্ট ও যন্ত্রণার প্রতি অনেক পিতা দৃষ্টিপাতও করে না। কোন কোন পিতা বিমাতার পক্ষ হইয়া সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণও করিয়া থাকে, সে প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সময় সময় ভাল বিমাতাও হয় কিন্তু সে দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যদি পিতামাতার

মনে সন্তানের যথার্থ মঙ্গলেচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহকরা যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহাদ্বারা সন্তানের অমঙ্গল সাধনই হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন পুরুষেরা শিশুদিগকে যত্ন করিয়া বাঁচাইতে পারে না এজন্য বিবাহের প্রয়োজন; কিন্তু নবীনামাতা গৃহে আসিয়া তাহাদের অবস্থার কোন উন্নতি না করিয়া বরং অধিকতর কষ্টে নিক্ষেপ করে, সচরাচর ইহাই দেখা যায়। যে পিতা এক সময় দাস দাসী-দিগের প্রতি সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন এবং যথাসাধ্য নিজে তাহাদের পালন করিতেন, বিবাহ করিয়া স্ত্রীর ভরসায় তাহার পূর্ব্বভাব চলিয়া যায়, তখন দাস-দাসীই শিশুদিগের একমাত্র রক্ষক হয়। পিতা ভাবেন গৃহিণী দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। এদিকে সন্তানগণ অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। কোন কোন বিমাতার চতুরতার জন্য পিতা তাহাদের কষ্ট কিছুই বুঝিতে পারে না। পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহের পর অধিকাংশ পিতাই সন্তানের প্রতি উদাসীন হয়। যুবতী স্ত্রী গৃহে আসিয়া স্বামীর মন আকর্ষণ করে, সেই মন পূর্ব্ব সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট দেখিলে স্ত্রী ক্ষুব্ধা হইয়া সংসারে বিশেষ অশান্তি আনয়ন করে। তখন পুরুষেরা ভাবেন সুখ হইতে স্বস্তি ভাল, তাই অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীর বাধ্যতা স্বীকার করেন। সুতরাং সন্তানগণকে বিমাতার পদতলে পতিত হইয়া, সংসারে অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গালী হইয়া, কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয়। হিন্দু সমাজে পুরুষেরা

সচরাচর আপন পুত্র কন্যাপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সেস্থলে সপত্নী সন্তানের উপর স্নেহভাব হওয়া মাতার পক্ষে যেমন কঠিন, বয়সে কনিষ্ঠ বিমাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা হওয়াও সন্তানের পক্ষে তেমন সহজ নহে। কখন কখন সমবয়স্কা বলিয়া প্রণয় ও সদ্ভাব হইয়া থাকে, সকল স্থানে তাহাও হয় না ; অধিকাংশ স্থলেই হিংসা, দ্বেষ. বিরাজ করে। এ প্রকার কষ্ট অশান্তি জানিয়াও কেহ তাহার প্রতিবিধানেমনোযোগ করেনা বরং 'ঘরকন্না' চলে না ইত্যাদি ভান করিয়া বিবাহ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইলে পুরুষদিগের পক্ষে বিধবা বিবাহই উপযুক্ত. পরস্পরের অবস্থা সমান থাকে, সকল কার্য্যেই উভয়ে উভয়কে সহানুভূতি প্রদান করিতে পারে। উভয় পক্ষের সন্তান থাকিলেও কষ্টের কারণ হয় না। পুরুষ যেমন নিজের সন্তানের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্নেহময়ী জননীর সাহায্য চায়. স্ত্রীলোকেও আপন সন্তান পালনার্থে অর্থ লাভের প্রয়াসী হয় এবং পুরুষকে অভিভাবক করিয়া অনেক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ঐ মিলন দ্বারা উভয়. পক্ষেরই মঙ্গল হয়। বিধবা রমণীগণ পুনর্বিবাহ সময়ে প্রায়ই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, এবং সে সময়ে তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান প্রায়ই হইয়া থাকে : সপত্নী সন্তানদিগকে ভালবাসিতে পারিবে কিনা তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে কিনা সে সকল

জানিয়া শুনিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া এই গুরুতর ভার মস্তকে ধারণ করিতে পারে। শিশু ও মূর্খ বিমাতা হইতে ইহারা যে অধিক উপযুক্ত তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে হিংসা দ্বেষ সকলেরই মনে থাকে, বয়স্থাদিগের মনে যে থাকে না তাহা বলা যায় না। যাহারা সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, যাহাদের মনে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করে, যাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, তাহারা অবশ্যই অধিকতর উপযুক্ত। বিমাতা ঠিক নিজের মাতার ন্যায় হইবে এ প্রকার মনে করা অন্যায়, কারণ বিশ্বসংসারে মাতার প্রতিরূপ আর কেহ নাই। বুদ্ধিমতী বিমাতা দ্বারা কেবল সাংসারিক অভাব সকল পূরণ হইতে পারে। যাঁহারা হিন্দুসমাজ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের এ সকল অশান্তি ও অসুবিধা ভোগ অনিবার্য্য। স্ত্রীবিয়োগে পুরুষদিগের যেমন গৃহকার্য্য ও সন্তানপালন চলে না, স্বামীবিয়োগে স্ত্রীলোকের তদপেক্ষাও অধিক কষ্টভোগ করিতে হয়। স্বামীর অবর্ত্তমানে অনেকেরই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন উপায় থাকে না তাহাদিগকে পিতা কিম্বা ভ্রাতার আশ্রয় ভিন্ন চলে না। পিতার ও ভ্রাতার গৃহে এক পয়সার কাঙ্গালিনী হইয়া সন্তানাদিসহ বাস করা কি প্রকার শোচনীয় অবস্থা একটুকু ভাবিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। স্ত্রী বিয়োগে পুরুষদিগের অর্থের অভাব হয় না। অর্থ থাকিলে দাস দাসী দ্বারা সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসার কার্য্য এক প্রকার চলিতে পারে। পুরুষেরা স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, কোন-

মতে পরের গলগ্রহ হইতে হয় না, সন্তানদিগের ভরণপোষণ জন্য ভাবিতে হয় না। এমতাবস্থায় কেবল পুরুষদেরই বিবাহের আবশ্যক এমন মনে হয় না, অবস্থানুসারে উভয়েরই অভাব সমান তাহার সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদের অধিকার নাই বলিলে কেবল পুরুষদিগের স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। বিধবা স্ত্রীলোকের অবস্থা হইতে বিপত্নীক পুরুষের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ দের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া বৃথা, বাধা দিলেও সমুদ্রে বালির বন্ধন যেমন অস্থায়ী হয় ইহার পরিণাম তাহাই ঘটিয়া থাকে। যে স্থলে পুনর্ব্বার বিবাহ অপরিহার্য্য সে স্থলে পূর্ব্ব পক্ষের সন্তানগণের জন্য বিবাহের পূর্ব্বেই বিশেষ একটা বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে বিবাহ দ্বারা তাহাদের কষ্ট বর্দ্ধিত না হয়। পত্নীবিয়োগে পতির কিম্বা স্বামীবিয়োগে কোন স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহে বাসনা হইলে সমাজের তাহাতে বাধা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কেন না তাহা দ্বারা নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা বর্দ্ধিত হইয়া সমাজে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

বালবিধবাদিগকে পুনঃ পরিণীতা হওয়ায় উপযুক্ত করিতে হইলে গৃহে গৃহে কিম্বা স্বতন্ত্র বিধবা-আশ্রম কি বিধবা-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা করা উচিত। ঐরূপ ভাবে শিক্ষিতা হওয়ার পরে পুনর্ব্বিবাহ

না হইলেও বিধবারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের পন্থা লাভ করিয়া সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারে। এই প্রকার দৃষ্টান্ত আজকাল বিরল নহে।

শিক্ষা ও স্বাধীনতা।

বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা ও কোন প্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না সুতরাং প্রায় সকলেই মূর্খ ও অশিক্ষিতা ছিলেন। লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয় ইত্যাদি অমূলক বাক্য দ্বারা শিশুকাল হইতেই বালিকা দিগকে ভুলাইয়া দিয়া তাহাদের বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ করা হইত। বিদ্যাশিক্ষার অভাবে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে তাঁহারা অসমর্থ ছিলেন। তাহারা সকল বিষয়েই পুরুষদের অধীনা ছিলেন, তাহাদের দ্বারাই অন্ধ ভাবে পরিচালিতা হইতেন। কোন বিষয়ে নিজের কোন মতামত ছিল না। পুরুষদিগের অনুমতি ভিন্ন পদনিক্ষেপের ক্ষমতা ছিল না। স্ত্রী জাতি নিরীহ ভাবে অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃতকরিয়া থাকিবে, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সহিত বাক্যালাপ করিবে না, তাহাদের আজ্ঞা নিরাপত্তিতে পালন করিবে, গৃহকর্ম্ম ও সন্তান পালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য

বিনা বাক্যব্যয়ে সম্পাদন করিবে। পতিই পরম দেবতা ও পতিসেবাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এই সকল তাহাদিগের বাল্যকালের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির সুখ সাধনের জন্যই নির্ম্মিত, তাহাদের, জীবনের কোন সার নাই, এ বিশ্বাস শৈশবকাল হইতেই তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা হইত। কোন বিষয়ে স্ত্রী জাতির স্বাধীনভাব ছিল না বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার অভাবে তাঁহারা নিতান্ত অন্ধ-সংস্কারাপন্না ছিলেন। নিতান্ত সরলা ও পরমুখাপেক্ষী ছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, অথবা মার্জ্জনার অভাবে জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন জটিল বিষয়ে মতামত প্রকাশে অসমর্থ ছিলেন। স্নেহ ও লজ্জাশীলতা স্ত্রীজাতির অঙ্গের ভূষণ, তাহা লইয়া তাঁহারা সংসারে সুখী ছিলেন, স্নেহ দ্বারা সমস্ত পরিবারকে মুগ্ধ রাখিতেন ; তাঁহাদের স্বাধীনভাব ছিল না বটে তজ্জন্য কোন কষ্ট ছিল না, স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। স্বাধীনতা দ্বারা যে কোন প্রকার সুখ হয় সে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। স্বাধীনতার নাম শুনিলে তাঁহারা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন, স্ত্রীলোক স্বাধীন হইলে জাত কুল সব যাবে ইহাই তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এজন্য তাহাদের মনে স্বাধীনতার অঙ্কুর হইতে না হইতেই তাহার মূল ছেদন করা হইত। কাহারো বিন্দুমাত্র স্বাধীন ভাব দেখিলে সমাজে নিন্দা ও গঞ্জনার সীমা থাকিত না, সুতরাং সেই ইচ্ছা বর্দ্ধিত হওয়ার কোন সুযোগ পাইত না। মূর্খতা

ও পরাধীনতাকে আপনাদের স্বাভাবিক অবস্থা ভাবিয়া তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন. ফলতঃ যাহার যে বিষয়ে অভাব বোধ নাই তাহার তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা না থাকাই সম্ভব। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যাহার যে বিষয়ে কষ্ট ও অভাব জ্ঞান নাই, তাহাকে সে অভাব বোধ করাইয়া কি লাভ ? এতদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে স্ত্রীজাতির অজ্ঞতা ও মূর্খতা দ্বারা জন সমাজের ভূরি ভূরি অমঙ্গল সম্পাদিত হইতেছে। প্রথমতঃ বুদ্ধিমতী মাতা না হইলে বুদ্ধিমান সন্তান প্রায় হয় না, ভাল মাতার ভাল পুত্র হয় ইহা সকলেই বলিয়া থাকে। মাতার অজ্ঞতা প্রযুক্ত শৈশবে সন্তানের উপযুক্ত লালন পালন হয় না, এজন্য অনেক সন্তান সূতিকাগৃহে কিম্বা তাহার অল্পদিন পরেই মরিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মাতা নিজে শিক্ষিতা না হওয়াতে শিশুকালে সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে পারে না, স্নেহময়ী মাতার প্রতিদিনের অল্প অল্প শিক্ষা দ্বারা সন্তানের শিক্ষা যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়, শিক্ষক সে প্রকার শিক্ষা কখন তত সহজে দিতে পারে না। তজ্জন্য মাতার শিক্ষা আরও প্রয়োজনীয়। তৃতীয়তঃ, স্বামীর পক্ষেও শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী স্ত্রী যেমন সংসারে সহায়তা করিতে পারে, অশিক্ষিতা স্ত্রী কখন তেমন পরে না। গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন ও সন্তান পালন এবং দাস দাসী পালন প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষিতা রমণীগণ উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারেন ; এ সকল গুরুতর কার্য্যের ভার স্ত্রীর উপর দিয়া পুরুষগণ অনায়াসে অনন্য মনে বিষয়কার্য্য সম্পাদন

করিয়া যশস্বী হইতে পারেন। সত্যবটে রুগ্নাবস্থায় অশিক্ষিতা রমণীগণও স্নেহে বিগলিত হইয়া যত্ন ও শুশ্রূষা করিতে পারেন কিন্তু রোগী কুপথ্য চাহিলে দৃঢ়তার অভাবে অনায়াসে তাহা দিয়া রোগীকে সুখীও করিতে পারেন, কিন্তু তাহার অনিষ্ট-কারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। একজন শিক্ষিতা বুদ্ধি-মতী স্ত্রী এসকল কার্য্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে। ডাক্তারের অভিপ্রায় ও আদেশমত কার্য্য ঘড়ি দেখিয়া অতি সহজে তাহারা সম্পাদন করিতে পারে, কিন্তু মূর্খ স্ত্রী-লোকের প্রথমতঃ সে সকল বুঝাই অসম্ভব, কার্য্যে পরিণত করা দূরের কথা। এ সকল স্থিরচিত্তে একবার ভাবিলে অশি-ক্ষিতা পরাধীনা স্ত্রী ও শিক্ষিতা স্বাধীনা স্ত্রীর মধ্যে যে কি বিভিন্নতা তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। জ্ঞানচর্চ্চা ও স্বাধীনতা দ্বারা মনুষ্যের মনোগত বৃত্তি সকল প্রখরতা প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞতা ও অধীনতা দ্বারা সে সকল বৃত্তি ক্রমেই জড়তা লাভ করে। আত্মাতে জ্ঞানের প্রকাশ হইলেই মনুষ্য পরা-ধীনতার কষ্ট আপনা হইতেই অনুভব করে ও আপনাপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে ব্যাকুল হয়, জ্ঞানলব্ধ স্বাধীন মত সকল প্রচার করিতে ইচ্ছা হয়; এ সকল মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা, বর্ত্তমান সময়ে এই সকল ভাবেরই আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

বহুকালাবধি স্ত্রীজাতি অন্তঃপুরে বদ্ধ, স্বাধীনতা শূন্য ও পুরুষদিগের ক্রীড়ার বস্তু মাত্র ছিল। জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে

স্ত্রীলোকের মনোমালিন্য দূর হইতে পারে নাই, বংশানুক্রমে একই অবস্থা ভোগ করিয়া আসাতে এবং আপনাদের অবস্থার উন্নতি অবনতি সকল বিষয়েই একান্ত অনভিজ্ঞ থাকাতে তাহার উন্নতি সাধনে অনিচ্ছুক ছিল; এ বিষয়ে পুরুষগণকে নিতান্ত পশ্চাৎপদ দেখিয়া কোন স্ত্রীলোক অগ্রগামী হইতে পারে নাই। হইতে পারে পুরুষেরা আপনাদিগের ক্ষমতা প্রবল রাখিবার জন্য এই নিয়মের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীলোকের হীনাবস্থা দ্বারা সমস্ত জাতির হীনাবস্থা ঘটিয়াছে সে সকল তাহাদের বিবেচনার অতীত বিষয় হইয়া রহিয়াছে। পুরুষ যতই কেন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও উপার্জ্জনশীল হউক না, স্ত্রীই সংসারের ভিত্তি স্বরূপ। কথায় বলে স্ত্রীই গৃহের শ্রী, স্ত্রী হীন গৃহ শ্মশান সমান। একমাত্র স্ত্রীর উপর সংসারের সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতি সমুদয় নির্ভর করে, সেই স্ত্রী যদি জ্ঞানহীন ও বিবেচনা শূন্য হয়, তাহা দ্বারা সংসারের কি না দুর্গতি ঘটিতে পারে। অতএব স্ত্রী জাতির বিদ্যোন্নতির অভাব ও অবরোধ প্রথা মনুষ্য সমাজের অবনতির অন্যতর কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেহ কেহ বলেন মুসলমান বাদশাহগণ যখন ভারতবর্ষের সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, তখন তাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিতেন। তাহাদিগের দুরাচারের জন্য স্ত্রীলোকের সতীত্ব রত্ন বিপদসঙ্কুল হইয়া ছিল। যাহার গৃহে সুন্দরী স্ত্রী কিম্বা কন্যা থাকিত তাহারা বলপূর্ব্বক আনিয়া তাহাকে আপনার অন্তঃপুরে রাখিতেন। এ সকল কারণে

স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং অন্তঃপুরে পরাধীন ভাবে দিন কর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা অতীব কঠিন। যে কারণেই হউক বহুকালাবধি অবরোধ প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকার নিয়ম হিন্দুসমাজ অপেক্ষা মুসলমান সমাজে আরও অধিক প্রবল। তাহারা নিতান্ত শিশু বালিকাদিগকেও অন্তঃপুরের বাহির হইতে দেয় না, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইলেও পুরুষদিগের সঙ্গে মেয়েরা বাক্যালাপ করিতে পারে না। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা পীড়িতাবস্থায় ডাক্তারকেও দেখা দেয় না, পরদার ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া কেবল নাড়ী স্পর্শ করিতে দেয়। তাহাদের অন্তঃপুরের বন্ধন আরো দৃঢ়। মুসলমান স্ত্রীলোকের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা আরো কম। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে জ্ঞান চর্চ্চা রোধ করা ভিন্ন পরাধীনতার স্থায়িত্ব রক্ষা অতীব কঠিন। পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকেরা মূর্খ না হইলে এত অধীনতার নির্য্যাতন কখনই সহ্য করিতে পারিত না। পুরুষজাতি আপনাদের ক্ষমতা এক চেটিয়া করিবার জন্যই যে এ সকল নিয়ম সাবধান পূর্ব্বক রক্ষা করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা দ্বারা পুরুষেরা এক পক্ষে যেমনই হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহারাই আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিতে

ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের অবিবেচনা হেতু সমস্ত জাতির ও সমস্ত দেশের হীনাবস্থা শতাধিক বৎসরাবধি সমভাবে রহিয়াছে, ইহা কি আক্ষেপের কারণ নহে? স্ত্রীস্বাধীনতা কেবল স্ত্রীজাতির মঙ্গলের কারণ নহে, ইহা সমস্ত সমাজের মঙ্গলের জন্য বলিতে হইবে।

একজন উন্নতমনা জ্ঞানীপুরুষ নানারকমে জগতে গণ্যমান্য ও যশস্বী হইতেছেন, কিন্তু তাহার শরীর ও মনের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ স্ত্রী কি না মূর্খ, বিবেচনা শূন্য, তিনি কোন কথায় কোন কার্য্যে সহানুভূতি প্রদান করিতে পারেন না, ইহা কি কখন সুখের বিষয় হইতে পারে? স্ত্রী সকল বিষয়ে পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইলে পুরুষ সংসারে একা কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় না। বুদ্ধিমতী সতী স্ত্রী সকল কাজেই স্বামীর সহায়তা করিতে পারে। অতএব স্ত্রীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুরুষ কখন প্রকৃত উন্নতির রাজ্যে উপনীত হইতে পারে না।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ যে সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সময়ে বর্ত্তমান সময়ের মত অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান ছিল, এমন কথা কোন পুস্তকে বর্ণিত হয় নাই। তাঁহাদের পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই কুপ্রথার প্রচলন দৃষ্ট হইতেছে। ইহা দ্বারা দেখা যায় নারীজাতি সৃষ্টির প্রথম হইতেই পরাধীনা হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই এবং নারীজাতি ধর্ম্মে স্বাধীন থাকাতে সংসারে কোন কুদৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই, পূর্ব্ব বর্ণিত রমণীগণই তাহার জ্বলন্ত

জাগ্রত দৃষ্টান্ত। স্ত্রীজাতির সঙ্কীর্ণ হৃদয় বলিয়া সময় সময় অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে পরাধীনতাই যে সঙ্কীর্ণতার মূল কারণ তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহাদের সমস্ত মনোযোগ কেবল আপনার ক্ষুদ্র সংসারেই আবদ্ধ, যাহাদের স্নেহ মমতা কেবল আপনার পুত্রেরই জন্য যাহাদের কার্য্যক্ষেত্র গৃহ প্রাঙ্গনকে অতিক্রম করে না তাহাদের অন্তঃকরণ কি প্রকারে প্রশস্ত হইতে পারে। এ প্রকার অনুযোগের কোন ভিত্তি নাই। অন্তরে জ্ঞানালোক প্রকাশ না হইলে সঙ্কীর্ণতা দূর হয় না, তাদৃশ পরাধীনাবস্থায় বদান্যতা প্রকাশ অসম্ভব। যে স্থানে যাবতীয় উচ্চ কার্য্য সকল পুরুষদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয় ও নীচ কার্য্য সকল স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কার্য্য, সে স্থলে স্ত্রীলোকের উন্নতমনা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ? পুরুষেরা ভাবেন ইহাই উপযুক্ত বিভাগ। ফলতঃ আলো ও অন্ধকারে যে প্রকার বিভিন্নতা, এদেশে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অবিকল সেইরূপ বিভিন্নতা, ইহাই এ দেশীয়লোকের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। পুরুষেরা একটুকু নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথম প্রথম স্বাধীন ভাব মনে উপস্থিত হইলে স্ত্রীজাতি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে ইহা সন্দেহ স্থল, সম্ভবতঃ কিছু দিন ইহার অপব্যবহার হইবেই হইবে। অন্ধকার হইতে একেবারে আলোতে আসিলে যেমন চক্ষে আলো সহ্য হয় না, তাহাদেরও সে প্রকার

হইবে, এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে শিক্ষাও সময় সাপেক্ষ, অতএব এজন্য পুরুষদিগের অধৈর্য্য হওয়া উচিত নহে, ক্রমে শিক্ষা লাভ করিলে স্বাধীনতার ফল মধুময় হইবে।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সৎশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতারূপে পরিণত হয়। পূর্ব্বকালে স্ত্রীজাতি মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশতঃ আপনাদিগের অধিকার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সকল বিষয়ে পুরুষদিগকে উচ্চ অধিকার দিয়া নিজেরা দাসীর ন্যায় অধীনতা স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, কিন্তু সম্প্রতি সময়ের পরিবর্ত্তন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে স্ত্রীজাতির জ্ঞান চক্ষু কিয়ৎ পরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে পুরুষদিগের কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত হওয়াতে ঘরে ঘরে বিদ্যা চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় ও মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর ও মার্জ্জিত হইতেছে, কুসংস্কার ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। এখন স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বের ন্যায় আর পরাধীন থাকিতে চায় না, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে অগ্রসর হইতেছে। জ্ঞানালোক তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়াতে আর তাহারা সকল বিষয়ে নিরীহভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চায় না। স্ত্রীলোকের সাহস বৃদ্ধি হইতেছে এখন স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছে। ইহা অত্যন্ত আনন্দ ও

গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা কৃতবিদ্য উন্নতিশীল যুবক-দিগের সহৃদয়তার পরিচয় ও তাঁহাদের যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফল। তাঁহাদের যত্ন না থাকিলে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া কঠিন হইত, স্বাধানতা লাভ দূরের কথা। এক সময় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত করিবার জন্য শিক্ষিত যুবকদিগকে এত যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে তাঁহারা কোন বিপদকে বিপদ জ্ঞান করেন নাই। একদিকে হিন্দুসমাজ খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান, সুবিধা পাইলেই শিরঃছেদন করিবে, অন্য পক্ষে যুবকবৃন্দ অতুল সাহস ও অধ্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া সংগ্রামে প্রস্তুত। তাঁহারা 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এই মহাবাক্য সার করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ছিলেন। উপস্থিত সংগ্রামে প্রাণ বিনাশের কারণ উপস্থিত হওয়াতেও তাঁহারা বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহাদিগের সেই বীরত্বই বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধানতার সোপান স্বরূপ। নব্য যুবক যুবতীগণ হয় ত সে সকল বিপ্লবের কথা জানেন না। বিনা কষ্টেই এ সকল মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে ইহাই তাঁহাদের মনের ধারণা। এই দুরূহ কার্য্য সাধনার্থে এক এক যুবকের প্রাণহানির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, কাহাকেও বা গুরুতর আঘাতে মৃতকল্প হইতে হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েন নাই। ভয়ানক নির্য্যাতন হইতে কত বিধবা কুলকন্যাদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্নতি সাধন করিয়াছেন। একারণে অনেকেই গৃহত্যাগী ও পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া একটী পয়সার কাঙ্গালী হইয়া

দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছেন, তথাপি আপনাদের দৃঢ় সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় নাই, বহুকষ্টে আপনাদের অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। এ জন্য স্ত্রীজাতি মাত্রেই তাঁহাদের নিকট ঋণী। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতার নাম গন্ধও জানিত না। এখন শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে স্ত্রীজাতি পুরুষের সমকক্ষ হইতেছেন, ইহা কি কম কথা? সে সময় ও এ সময়ের বিষয় ভাবিলে আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যেমন পার্থক্য ঠিক তেমন বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে যুবক যুবতীদিগের জন্য অনেক প্রকার উন্নতি ও সুখের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, এমন সুবিধা তাঁহারা হেলায় নষ্ট না করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি যুবক যুবতীগণ ন্যায় ও অন্যায়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, উন্নতি করিতে গিয়া যেন অবনতি না হয়। স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে গিয়া নরকে যেন না ডুবেন, সতর্ক ও সাবধান হওয়ার এই প্রকৃত সময়। যে কার্য্য সাধন করিতে তাঁহাদের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহদিগেরশরীরের রক্ত জল হইয়াছে তাহা অনায়াসলব্ধ বলিয়া তুচ্ছ করা উচিত নহে, ইহার প্রকৃত উন্নতি যাহাতে সাধিত হইতে পারে সে বিষয়ে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না পারিলে সকল পরিশ্রম বৃথা, ইহা দ্বারা স্বাধীনতা বিরোধী লোকদিগকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতে সুবিধা দেওয়া হয় ও সমস্ত দেশের অকল্যাণ

সাধিত হয়। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই স্বাধীনতা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না হইতে স্থানে স্থানে স্বেচ্ছাচারিতার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাবারিতা এক কথা নহে। পরাধীনতা যেমন কষ্টকর ও অনিষ্টকারী স্বেচ্ছাচারিতা ততোধিক অমঙ্গল-জনক। শিক্ষিত যুবক যুবতীর মধ্যে কেহ এ বিষয়ে ভ্রম প্রমাদে পতিত না হন সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

সকল কার্য্যে পুরুষদিগের সমকক্ষ হইতে ব্যস্ত হওয়া ও পুরুষ প্রকৃতির অনুকরণ করাই যথার্থ স্বাধীনতার লক্ষণ নহে। ইহা স্ত্রীজাতির প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সম্প্রতি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েই পুরুষদিগের সমান হওয়ার অভিলাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। স্ত্রীজীবনে উচ্চ শিক্ষা ও কোন মহৎকার্য্য সম্পাদন বিষয়ে কত গুলি বিশেষ বিঘ্ন রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। প্রথমতঃ স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্ব্বল, কঠিন পরিশ্রমে অসমর্থ, যাহারা উচ্চ শিক্ষার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে চায়, তাদের মধ্যে অনেকেই নিত্য রোগী এবং শিরঃপীড়া তাহাদের চির সহচর হয়। কেহ কেহ গুরুতর রোগাক্রান্ত হইয়া পড়াশুনা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দ্বিতীয়তঃ কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া অতি দীর্ঘকাল জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকা সকলের পক্ষে সহজও নহে উচিতও নহে। সন্তানবতী হইলে নিজের সংসার ধর্ম্ম ও সন্তান পালন এবং সন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য যত্ন

পরিশ্রম করিয়া কোন প্রকার বাহিরের মহৎ ও গুরুতর কার্য্য সাধনের পথ এক প্রকার রুদ্ধ হয়। উচ্চশিক্ষা ও সন্তান পালন উভয়বিধ বিষয় একত্র সাধন করা অতীব কঠিন। উচ্চ শিক্ষা উচ্চশিক্ষা বলিয়া শিশুকাল হইতেই ব্যস্ত থাকিয়া গৃহ কর্ম্ম শিক্ষা প্রায় কাহারো হয় না। যাহারা গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অনভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে সন্তান পালনও সহজ নহে। এদিকে পুরুষজাতি নিতান্ত রসনাপ্রিয়, প্রাচীনা রমণীগণ শিক্ষিতা হউন আর নাই হউন রন্ধন কার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন, তাঁহাদের হস্তকৃত সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন দ্বারা তাঁহাদের স্বামী, পুত্র ও পৌত্রাদির রসনা সতত তৃপ্ত হইত। বর্ত্তমান কালে যুবকগণ স্ত্রীকে সে সকল বিষয়ে নিতান্ত অপটু দেখিয়া মনে মনে রুষ্ট হইয়া স্ত্রীর পিতামাতার উপর অজস্র গালি বর্ষণে ক্ষান্ত হন না। এজন্য সময় সময় স্ত্রীর গৃহকর্ম্মের অপারগতা ও অপব্যয় সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশে বিরত থাকেন না।

যাঁহারা শিশুকাল হইতে কেবল শিক্ষা শিক্ষা করিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে নিতান্ত অমনোযোগ দেখাইয়াছেন বিবাহের পর স্বামীর গৃহে কর্ত্রী হইয়া তাঁহাদিগকে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হইয়াছে। দাস দাসীগণ গৃহ কর্ত্রীকে অনভিজ্ঞ বুঝিয়া সময় ও সুবিধা মতে আপনাদের স্বার্থ সাধনের ক্রটি করে না। নবীনা গৃহিণী মনে করেন দাস দাসীগণ অতিশয় বিশ্বাসী, তাহারা কখনও চুরি করে না। নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রীর দর দাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকাতে ভৃত্যগণ

যাহা করে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। কতগুলি অর্থ ব্যয় হইয়া যদি নিজে নিশ্চিন্তভাবে নভেল নাটক পড়িতে পারেন তাহাই পরম লাভ মনে করেন। তাঁহাদের নূতন জীবন আরম্ভ হয় সুতরাং বর্ত্তমান ভিন্ন ভবিষ্যৎ ভাবিতে জানেন না; কোনপ্রকার নিজের সুখের ক্রুটি না হইলেই হইল. তাঁহারা স্বামী ও পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবনা ভাবিতে জানেন না। অর্থোপার্জ্জনে পুরুষের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, স্ত্রীর অনবধানতা বশতঃ সেই অর্থের অপব্যয় দেখিলে অনেক পুরুষেরই অসহ্য হইয়া উঠে। একারণ গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইয়া দম্পতির শান্তি নষ্ট করে। বিবাহের পর স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা ও অশিক্ষার বড় বেশী তারতম্য থাকে না. কারণ সংসারে প্রবেশ করিয়া পুত্র কন্যার মা হইলে সাধারণ মাতাদের সঙ্গে বি, এ এম, এ পাশ মাতার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শরীর নষ্ট না করিয়া কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন ও গৃহ কর্ম্ম শিশুপালন প্রভৃতির জন্য শিক্ষা করিতে পারিলে অধিকতর মঙ্গলের কারণ হয়। সংসারে স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ পরস্পরের দেহ, মন ও কার্য্য ক্ষমতা সবই বিভিন্ন। কি কারণে এ সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে সে বিষয় স্থির চিত্তে একবার না ভাবিয়া বামনের আকাশে চাঁদ ধরার ন্যায় কেবল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ মঙ্গল জনক নহে। উচ্চ শিক্ষা শিক্ষা করিয়া অনেকেরই এই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সুতরাং তাহারা যেমন উচ্চ কাজের অনুপযুক্ত

হয় তেমন আবার সুগৃহিণী ও সুমাতা নামেরও উপযুক্ত হইতে পারে না। স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনেচ্ছা হইতে এই অনিষ্ট সংগঠন হইতেছে, কেবল শিক্ষার জন্য শিক্ষালাভ করিয়া কেহই সন্তুষ্ট নহে। আজকাল পুরুষেরা কি এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে আপনাদের উপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না। স্ত্রীলোক অর্থোপার্জ্জন ও সন্তানপালন উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিবে, ইহা অতিরিক্ত আশা। ইহা-দ্বারা স্ত্রীজাতি অল্পায়ু ও রুগ্ন সন্তান প্রসবিনী হইয়া পরিবারের কষ্ট বর্দ্ধন করিবে এবং এইরূপে সমস্ত জাতির ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব এ প্রকার শিক্ষা বিশেষ মঙ্গল জনক বলিয়া বোধ হয় না। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অনিষ্টের কারণ বলা যাইতেছে না। বিদ্যাশিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক, বিদ্যা ভিন্ন জ্ঞানের বিকাশ হয় না কুসংস্কার ও মনোমালিন্য দূর হয় না, কর্ত্তব্যজ্ঞান উজ্জ্বল হয় না। এ কথা পূর্ব্বেই বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। উচ্চশিক্ষা হউক আর না হউক সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবার শিক্ষা নিতান্তই আবশ্যক। শিক্ষা ভিন্ন বুদ্ধির মার্জ্জনা হয় না, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অগোচর ও অসাধ্য কিছু নাই। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজ্ঞান ও হিতাহিত বিবেচনা শক্তির পরিমার্জ্জনা নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্য ধর্ম্মবল ভিন্ন সংসারের ভয়ানক প্রলোভন রাশির মধ্যে অটল ভাবে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মের বন্ধন যেমন দৃঢ় তেমন আর কিছুই নহে।

যাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেস্থলে স্বাধীনতা মধুময় ফল প্রদান করে। একমাত্র ধর্ম্মভাবের অভাবে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা রূপে পরিণত হয়।

পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকাতে অন্য পুরুষদিগের সহিত কোন সংস্রব থাকিত না। এখন স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদাই একত্র থাকিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা গল্প ও আমোদ করে, ইহা কেবল বিলাত ফেরতদিগের সম্বন্ধে বলা যাইতেছে না দেশীয়দিগের মধ্যে ইহা আরও অধিক প্রবল। বিলাত ফেরতদিগের শিক্ষা ও অর্থ সচ্ছলতা বশতঃ তবুও কতকটা নিয়ম রক্ষা হয়, কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে দেশীয় দিগের সকলের পক্ষে তাহা হওয়া কঠিন। ইংরাজী নিয়মানুসারে ভাল পোষাক না করিয়া কেহ স্ত্রীলোকের সম্মুখে যায় না, যে সে শয়ন গৃহে যায় না কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য সমাজে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। এক গৃহে শয্যা পাতিয়া পরিবারস্থ সমস্ত লোক শোয়া বসা ও তাস পাসা খেলা করে, বাহিরের লোক যে যখন আসে সকলেরই সেইটা বসিবার স্থান। এ সব ব্যবহার অতীব দূষণীয়, ইহাদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক লজ্জা কমিয়া যায়, প্রগল্‌ভতা বৃদ্ধি পায়, ঠাট্টা তামাসা করিবার অভ্যাস বাড়ে। ইহা ভিন্ন সময় সময় নানা প্রকার দোষ ও অনিষ্ট সংগঠন হয়। সকল দেশ ও সকল সমাজেই কতগুলি পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন রহিয়াছে।

বর্ত্তমান নব্যসমাজ এখনও গঠিত হয় নাই, ইহার ভিত্তি এখনও দৃঢ় হয় নাই। অনেকেই পূর্ব্ব সমস্ত নিয়ম পরিত্যাগ করা ও নূতন নিয়ম অবলম্বন করাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা মনে করেন। প্রকৃত স্বাধীনতা কি ও তাহা কিসে রক্ষা হয় সে বিষয়ে অনেকেই নিতান্ত অনভিজ্ঞ। যদৃচ্ছাক্রমে যার তার সঙ্গে যথা তথা গমনাগমন করিতে পারিলেই স্বাধীনতা হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ নিয়ত একত্র থাকিয়া গল্প আমোদে দিন কাটাইতে পারিলেই প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। পিতা মাতা ও অন্যান্য বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের কথার অবাধ্য হইয়া তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাকেও স্বাধীনতা বলে না, এ সকল কেবল উদ্ধত প্রকৃতির লক্ষণ। অন্যায় ও পাপ কার্য্য সকল দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ করিতে পারিলেই স্বাধীনতা রক্ষা হয়। প্রত্যেক সমাজেই এ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নিবদ্ধ হওয়া উচিত। স্বাধীনতারও একটা সীমা চাই, স্বাধীন হইলেই কোন প্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা না মানিয়া যাহা প্রাণ চায় তাহাই করা যদি স্বাধীনতার অর্থ হয় তবে শীঘ্রই সে সমাজের অধঃপতন হইবে। এ সকল উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে সমাজের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি ও শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করিবে। অতএব ইহার মূলে কৃতবিদ্য, কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান না হইলে প্রকৃত মঙ্গলের আশা নাই। এখন এ বিষয়ে ঔদাসান্য প্রকাশ করিলে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

আলস্য বাঙ্গালী জাতির মুখ্য দোষ তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। অধিকাংশ লোকই আলস্য পরবশ হইয়া শারীরিক পরিশ্রমে অপটু, বিনা পরিশ্রমে শুইয়া বসিয়া দিন কাটানই যথার্থ সুখ মনে করে। যদি কাহারও অর্থ সচ্ছলতা থাকে, অঙ্গ মর্দ্দন ও বেশ বিন্যাসের জন্য দশটী দাস দাসী নিযুক্ত থাকে, তাহারা যে ভাবে দিন কাটায় তাহা চিন্তা করিলে কষ্ট অনুভব হয়। এমতাবস্থায় স্বাধীনভাব কি প্রকারে হৃদয়ে স্থান পাইবে। ধনী সন্তানগণ পিতৃদত্ত অসীম ধনের অধিকারী হইয়া যদি অপব্যয়ে সে সকল নিঃশেষিত করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে অধিকাংশ পিতামাতাই, সৎকার্য্যে নিষ্ঠা ও দান ধ্যান হইতে বিরত থাকিয়া, কায় ক্লেশে জীবন যাপন পূর্ব্বক সন্তানের জন্য অর্থ রাশি সঞ্চয় করিয়া যায়, তন্মধ্যে অনেক সন্তান দুর্বৃত্ত, অহঙ্কারী, অপরিমিতব্যয়ী ও মদ্যপায়ী হইয়া পিতার সমস্ত জীবনের কষ্ট সাধ্য অর্থরাশি অল্পদিন মধ্যেই অসৎ ও অন্যায় কার্য্যে ব্যয় করিয়া রিক্ত হস্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। এ প্রকার অর্থ সন্তানের মঙ্গলসাধন না করিয়া বরং অমঙ্গলের কারণ হয়। এত অর্থ না থাকিলে সম্ভবতঃ পুত্র বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া অর্থ লাভের চেষ্টা করিত, বিদ্যাদ্বারা মূর্খতা দূর হইলে সৎপথের পথিক হইতে পারিত। এদেশে ধনীলোকেরা নিজের সন্তান না থাকিলে পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে সম্পত্তির অধিকারী

করিয়া যায় তথাপি সৎকার্য্যে সম্পত্তি দান করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। পরিবারের উন্নতির জন্যই লোক ব্যস্ত, সমাজের মঙ্গলের দিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। ইংরেজ জাতির দোষ সকল আমরা সহজেই গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু তাহাদের গুণ সকল গ্রহণ করিতে আমাদের তেমন যত্ন কোথায়? তাহারা শৈশবকালে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা শিক্ষা করে। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, কাহারো নিকট প্রাণান্তেও যাচ্ঞা করিব না, পর প্রত্যাশী হইব না, তাহা দ্বারা মানের হানি হয় এই জ্ঞান তাহাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়। এজন্য তাহারা স্বাধীন না হইয়া, পরিবার রক্ষণোপযোগী অর্থ সঞ্চয় না করিয়া বিবাহ করে না। এ বিষয়ে পিতামাতা ও আত্মীয়ের নিকট কোন সাহায্যের প্রত্যাশা করে না। বিবাহান্তে স্ত্রীর সমুদয় ব্যয় ভার নিজে বহন করে, শ্বশুরের নিকট কিছু আশা করে না। এ দেশীয় যুবকগণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা শ্বশুরের নিকট হইতে স্কুল খরচ জন্য সামান্য অর্থ সাহায্যের আশায় বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু শ্বশুর প্রদত্ত অর্থদ্বারা কাহারো বিশেষ কোন উপকার হইতে দেখা যায় না; স্কুল খরচের জন্য যাহা কিছু অর্থ পাওয়া যায় তাহা দ্বারা অনেক সময় নিজের খরচই চলে না, তাহাতে আবার স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। কেহ কেহ বা অচিরেই সন্তানের পিতা হইয়া পড়ে, এইরূপে ক্রমেই পরিবার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং

নানাপ্রকার সাংসারিক বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কারণেই হউক বিদ্যাশিক্ষার অনেক বাধা জন্মে। অনেকেই পড়া শুনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাশ না করিয়াই কার্য্যান্বেষণে বাহির হয়। যেমন বিদ্যা তেমন ফল ; অধিকাংশ যুবকদেরই অহর্নিশি খাটিয়া যৎসামান্য বেতনলাভ হয়. তদ্দ্বারা পরিবার পালন একেবারে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকে তাহা নিঃশেষিত হইয়া পরিবারের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার জ্ঞান হয়, উপায় বিহীন হইয়া পরের নিকট যাচ্ঞা করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ এজন্য চুরি কপটতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করে। দুঃখের বিষয় এই, ঘরে ঘরে এ সব দৃষ্টান্ত দেখিয়া কাহারও চৈতন্য হইতেছে না ও ইহার প্রতিবিধানে কোন যত্ন লক্ষিত হইতেছে না। যদি যুবকগণের মনে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতার ও মনুষ্যত্বের ভাব থাকিত তবে এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা কখন ঘটিত না, তাহারা সকল প্রকার বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাশিক্ষা করিত এবং উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিত, তাহা হইলে এপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ কখন হইত না। সন্তানের বিবাহ সম্বন্ধে এ দেশীয় পিতামাতাগণ নির্দ্দোষী নহেন। সন্তান উপার্জ্জন ক্ষম হউক আর না হউক, কি প্রকারে পরিবার পালন করিবে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই থাকুক, এমতাবস্থায়ই বিশেষ আগ্রহ সহকারে পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর

যখন মুখ দিয়াছেন তখন আহার যোগাইবেনই। দুঃখের বিষয় তাহাদের এই অন্ধ বিশ্বাস সন্তানের মঙ্গলের কারণ না হইয়া অনেক সময় কষ্ট আনয়ন করে। যদি কোন বুদ্ধিমান ছেলে বিবাহে অসম্মতি প্রদর্শন করে তখন পিতামাতার কষ্টের সীমা থাকে না। এ বিষয়ে তাহারা যে নিতান্ত ভ্রমান্ধ বলা বাহুল্য। এ কারণে অনেক যুবা পিতামাতার আগ্রহে এবং নিজের দৃঢ়তা ও স্বাধীনভাবের অভাবে বিষম ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়া ভাবী জীবনের উন্নতি পথে কণ্টক রোপণ করে।

এদেশে জাত্যভিমান প্রথা প্রচলিত থাকাতে এ সম্বন্ধে আরও অমঙ্গল ঘটিতেছে। যথা সময়ে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে পিতাকে জাতি ভ্রষ্ট হইতে হয়। এজন্য তাহারা বালকদিগের উপযুক্ত বয়স হইতে না হইতে, শিক্ষা সমাপ্ত হইতে না হইতে নানা প্রকার যত্ন ও প্রলোভন দ্বারা বালকের পিতামাতাকে বশীভূত করে। এদেশের অধিকাংশ লোকেই দরিদ্রাবস্থাপন্ন সুতরাং সামান্য অর্থ লোভ সংবরণে অসমর্থ হইয়া হিত ভাবিয়া পুত্রের অহিত সাধন করিয়া থাকেন। জাতি রক্ষার জন্য অথবা স্বার্থান্ধ হইয়া পিতামাতা এ প্রকার কার্য্য করেন, ইহা যুবকদিগের অবনতির অন্যতর কারণ। আমাদের দেশীয় লোকের যেমন স্বাধীন ভাবের অভাব তেমন সাহস ও অধ্যবসায়ের ত্রুটি দেখা যায়। নিবিষ্ট চিত্তে দৃঢ়ভাবে কোন কার্য্য সাধন করা এক প্রকার স্বভাব বিরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন প্রকার কারবার কিম্বা

বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি যে কোন কার্য্যই হউক না কেন প্রথম প্রথম জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর বেশ চলে, তারপর ক্রমে উৎসাহ কমিয়া যায়।

উপযুক্ত শাসন ও রক্ষণাভাবে অচিরেই ব্যবসায় বন্ধ হয় সুতরাং লাভের বাণিজ্য লোকসানে পরিণত হয়। এজন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া অনেকেই কষ্ট পায়। কেহ কেহ মিথ্যাছল চাতুরী করিয়া দেউলিয়া নাম গ্রহণ পূর্ব্বক অংশীদার ও অন্যান্য উত্তমর্ণদিগের সর্ব্বনাশ করে। এ প্রকার ব্যবহার যে নিতান্ত নীচাশয়ের কার্য্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির অনুকরণ করিতে পারিলে এদেশীয়দিগের বরং কতকটা উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। মদ্য পানকে অনেকে ইংরেজদিগের অনুকরণ ও স্বাধীনতার লক্ষণ মনে করে। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, ইংরেজ সে দেশের লোক, সে দেশে কিয়ৎ পরিমাণে মদ্যপান তত অনিষ্টজনক হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে দেশেও অনেক লোক মদ্য-পান একবারেই অনাবশ্যক মনে করেন। তাহারা যে পরিমাণ সুরা পান করিয়া স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে, এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকেরা তাহার অর্দ্ধেক কিম্বা চতুর্থাংশ পান করিয়াও আপনার স্থিরতা রক্ষা করিতে পারে না ; এমন কি পশুবৎ ব্যবহার দ্বারা জনসমাজে ঘৃণার্হ ও হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। এ দেশীয় লোক সাধারণতঃ দরিদ্র, অনেকেরই পরিবার পালনোপযোগী অর্থ পর্য্যন্ত নাই, তাহাতে একবার মদ্যপান

অভ্যাস হইলে পরিবারের লোক অনাহারে মরিলেও মদ্য পানের ব্যয় সংকোচ করা যায় না। এমতাবস্থায় মানুষ পশু-তুল্য হয়। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতিরিক্ত সুরাপান করিলে প্লীহা যকৃৎ নিশ্চয়ই হয়। কেহ কেহ এসকল রোগের হাত হইতে কখনও নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া অচিরেই কালের করাল কবলে পতিত হয়। মদ্যপান দ্বারা অপকার ভিন্ন উপকার হয় আজ পর্য্যন্ত একথা শুনা যায় নাই। অবশ্য পীড়িতাবস্থায় ডাক্তারের বিধিমতে যৎকিঞ্চিৎ পান করিলে অনিষ্ট হয় না, অতিরিক্ত মদ্যপানই সর্ব্বদাই অনিষ্টকারী। মদ্যপানের সুখ মাতাল ভিন্ন অন্যলোকে অনুভব করিতে পারে না। ইহাতে সুখ যতদূর হউক আর না হউক একবার অভ্যাস হইলে পরিত্যাগ করা অতীব কঠিন। মাতালের দুরবস্থা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন অতএব তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ জাতির স্ত্রী পুরুষ সকলের মধ্যেই মদ্যপান প্রথা সমভাবে প্রচলিত। কিন্তু তাহাদের সহিত সকল বিষয়ে এদেশীয় দিগের ঐক্য হয় না। যে পরিমাণে মদ্যপান দ্বারা তাহারা ধীর থাকিয়া নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, এদেশীয়েরা তদপেক্ষা অল্পপরিমাণ পান করিলেই ধৈর্য্য হারায়, তদবস্থায় তাহাদের সম্মুখীন হইতে লোকে ভয় পায়। ফলতঃ তখন পশুর সহিত তাহাদের কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। মদ্যপান আরম্ভ করিলে এদেশীয়দিগের তাহার মাত্রা ঠিক থাকে না, সর্ব্বদাই ইহার বিপরীত ফল ফলে।

আমাদের দেশীয় পুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক, যে সমস্ত মহিলা বিলাত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই দুর্নীতির অনুকরণ করিতে ক্রুটী করে নাই, ইহা অপেক্ষা ঘৃণা, লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? অবশ্য স্বামীদিগের অন্যায় উৎসাহদানই তাহার মূলীভূত কারণ; কেন না ডিনার টেবিলে ইংরেজদিগের সঙ্গে আহার করিতে বসিয়া মদ্যপানে অস্বীকার করাকে তাহারা অভদ্রতা মনে করেন। ইহাও যে একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান ও দৃঢ়তার অভাব তাহা বলা বাহুল্য। সত্য বটে তাঁহারাই ইংরেজী সভ্যতার সোপানে প্রথম আরোহণ করিয়াছিলেন, প্রথম প্রথম সকল বিষয়েই ভুল হয়। ভরসা করি নব্যযুবক যুবতীগণ আর সে প্রকার ভ্রম প্রমাদে পতিত হইবেন না। মদ্যপান যে নিতান্ত বিগর্হিত কর্ম্ম তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে; যাহাতে এ দেশীয় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এ কুব্যবহার প্রশ্রয় না পায় সে বিষয়ে শিক্ষিত যুবক যুবতী মাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত। স্বাধীন হইলেই যাহা ইচ্ছা করা, সকল জাতির ভাল মন্দ আচরণের বিষয় চিন্তা না করিয়া গ্রহণ করা, সবলের ভয়ে ভীত, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার এ সকল অবিবেকতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ, ইহাকে স্বাধীনতা বলা অন্যায়। অসভ্য জাতি সকল দেশেই স্বাধীন, তাহাদের আচার ব্যবহার সকল প্রকার বন্ধন হীন। এ দেশের অহিন্দু নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সকলেই স্বাধীন, স্ত্রী পুরুষ সমভাবে হাটে বাজারে যায়, সম-

ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করে এজন্য তাহারাই সুখী ইহা মনে করা অন্যায়। ন্যায় অন্যায় বিচার শক্তি সমুজ্জ্বল না হইলে স্বাধীনতার বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করা যায় না। স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে একেবারে সংস্রব না থাকাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলা উচিত। ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রাণী মণ্ডলীর মধ্যে যেমন স্বাধীন শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া সৃজন করিয়াছেন তেমন স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন; সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ। স্বাধীনতা লাভেচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিক তাহা ভিন্ন কেহই সুখী হয় না। স্বাধীনতাহীন স্বর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী পর্য্যন্ত সুখী হয় না, অতএব এ ইচ্ছা পশু পক্ষী প্রাণী মণ্ডলীকেও অতিক্রম করে নাই। এ সংসারে কেবল স্বাধীন হইয়াই লোক কখন সুখী হইতে পারে না। সময় সময় অধীনতাও প্রকৃত সুখকর বটে। প্রেমই ইহার মূল। এই প্রেম দ্বারা পরমেশ্বর জগৎ শাসন করেন, মনুষ্য তাহার ছায়া মাত্র। পতি পত্নী পরস্পর প্রেমাধীন, সন্তান সন্ততি পিতামাতার স্নেহাধীন পিতামাতাও যে সন্তানের অধীন নহে তাহা বলা যায় না, পিতামাতাও সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধায় বশীভূত হয়, তাহাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত হয় না, ইহা কি সামান্য অধীনতা? এ জগতে সকলেই কোন না কোনও প্রকারে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করে, তাহা অনিচ্ছা পূর্ব্বক নহে, ভক্তি প্রীতি, স্নেহ দয়া প্রভৃতিই পরস্পরের উপর কার্য্য করে। এ প্রকার অধীনতা কষ্টের

কারণ নহে বরং সুখের কারণ। ইহাতে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। পিতামাতার অবাধ্য হইয়া তাহাদের আজ্ঞা পালন না করাতে পুত্র কন্যার স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না, স্বামী স্ত্রী পরস্পররে অবাধ্য হইয়া প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রকাশে স্বাধীনতার মহত্ত্ব রক্ষা হয় না। এ সকল স্বাধীনতা নহে উদ্ধত প্রকৃতির কার্য্য।

মনুষ্য মাত্রেরই স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা এক প্রকার স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ইচ্ছা সর্ব্বত্র সমভাবে কার্য্য করে না, অনেকের দুর্ব্বলতা কিংবা আর্থিক অসচ্ছলতা বশতঃ অধীনতা স্বীকার অনিবার্য্য হয়। কিন্তু যখন যে অবস্থাই হউক না কেন মনু-ষ্যের সৎসাহসদৃঢ়তা ও কার্য্যক্ষমতা থাকিলে স্বাধীনতা রক্ষা হয়। আলস্য পরবশ হইয়া শুইয়া বসিয়া কেহ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। যে স্বাধীনতা দ্বারা লোক বিপথগামী হয়, যে স্বাধীনতা নিরীহ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি করে, যে স্বাধীনতা ধর্ম্মপথের কণ্টক হয় ও পাপের স্রোত বৃদ্ধি করে সে স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নহে। কেবল আপন ইচ্ছামত কার্য্য করাকে স্বাধীনতা বলে না। যাবতীয় অন্যায় কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলেই যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা হয়। কেবল নীচ প্রকৃতির লোকেরাই অন্যায় কার্য্য সকল আপন ইচ্ছামত সম্পাদন করিয়া শ্লাঘা মনে করে ও স্বাধীন বলিয়া লোকের নিকট অহঙ্কার করিতে ভাল বাসে; কিন্তু ইহা দ্বারা তাহারা লোকের নিকট নিশ্চয় হাস্যাস্পদ হয়। অতএব

যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা কেবল কথার কথা নহে। আমার মতে উপরিউক্ত নিয়ম সকল রক্ষা করিতে পারিলেই যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বকালে এ দেশে স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না, সুতরাং বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য কোন যত্ন ছিল না এবং কেহ তাহার আবশ্যকতাও অনুভব করিত না। বালিকাগণ যদৃচ্ছাক্রমে খেলায় ধূলায় দিন কাটাইত। বর্ত্তমান সময়ে সে সকল ভাব চলিয়া গিয়াছে, এখন ছেলেদের ন্যায় পঞ্চমবর্ষ গত হইতে না হইতেই মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়।

হিন্দুঘরে ১০।১২ বৎসরের মধ্যেই বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া যায়, ইতি মধ্যে বালিকাদিগকে যথাসাধ্য বিদ্যাভ্যাস করান হয়। ইহাদ্বারা দেখা যায় প্রাচীন লোকেরাও বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতাও উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। পুরাতন সমাজই হউক আর নব্যসমাজই হউক, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই অনায়াসে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। অতএব এ সময়টা বৃথা গল্প আমোদে না কাটাইয়া আবশ্যক মত সকল প্রকার শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। পুরুষদিগের ন্যায় চিরদিন শিক্ষার সময় ও

সুবিধা স্ত্রীলোকের ঘটে না। হিন্দু সমাজাপেক্ষা ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সমাজে বেশী বয়সে বিবাহ হয় এজন্য তাহারা বিবাহের পূর্ব্বেই যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারে। যে শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্য জ্ঞান পরিস্ফুট হয় সেই শিক্ষাই আদর্শ হওয়া উচিত। পিতামাতা, ভ্রাতা' ভগিনী, স্বামী সন্তান ও সমুদয় পরিজনের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সে সকল পালন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ নিতান্ত আবশ্যক। যদি নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে তবে মানুষ আজীবন শিক্ষালাভ করিতে পারে।

শৈশবকাল হইতেই সকল প্রকার শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হওয়া উচিত নতুবা বেশী বয়সে চর্চ্চার অভাবে উৎকৃষ্ট শক্তি সকল জড়তা প্রাপ্ত হয়। কনিষ্ঠ যেমন জ্যেষ্ঠের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারে, জ্যেষ্ঠ ও কোন কোন বিষয়ে কনিষ্ঠের নিকট শিক্ষা পাইতে পারে, ইহাতে অপমান জ্ঞান করা উচিত নহে। শিক্ষা দুই প্রকার সৎ ও অসৎ। শিক্ষা বলিলেই কেবল সৎ শিক্ষা বুঝাইবে না। মনুষ্য প্রকৃতির শিক্ষা লাভেচ্ছা স্বাভাবিক, যদি ভাল শিক্ষা না পায় মন্দশিক্ষা পাইবেই পাইবে, এজন্য প্রথম হইতেই এ বিষয়ে সাবধান থাকা আবশ্যক। সকল শিক্ষার পূর্ব্বেই পিতামাতাকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করা মানুষের প্রকৃত শিক্ষার সোপান। এ সংসারে জনক জননী বিশ্বমাতার প্রতিকৃতি ও প্রতিনিধি রূপে বিরাজ মান আছেন। বিধাতা জীবের মঙ্গলের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে

স্নেহ দিয়াছেন; এই স্নেহ ভিন্ন শিশু সন্তানের বাঁচিবার অন্য উপায় ছিল না। পিতামাতা হইতে পরমাত্মীয় আর কেহ নাই। পিতামাতাকে ভালবাসা সন্তানের মনের স্বাভাবিক অবস্থা, তাহা কেহ শিখাইয়া দেয় না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বাগ্রে মাকে চিনে, মাকে দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করে। তখন তাহাদের বাক্‌শক্তি কিম্বা ভাষাজ্ঞান কিছুই থাকে না এমতাবস্থায় অন্য কর্ত্তৃক কোন প্রকার শিক্ষাদান অসম্ভব। বিশ্বজননী জীবের শরীর গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মনও গঠন করিয়া দেন; ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশই তাহার ধর্ম্ম। মানবের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বিকাশ হয়। এই প্রেম চারি ভাগে বিভক্ত, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ ও দয়া। এই প্রেম পিতামাতার প্রতি ভক্তিরূপে, পতি পত্নীর মধ্যে প্রেমরূপে এবং সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহরূপে ও দুস্থ জনের প্রতি দয়ারূপে বিরাজ করে। এই প্রেমই পরস্পরের সহিত বন্ধনের কারণ। অতএব শৈশবাবস্থায় পিতামাতার প্রতি ভক্তি শিক্ষাই শিশুদিগের প্রধান শিক্ষা; যাহাতে এই শিক্ষার ক্রটি না হয় সর্ব্বপ্রথম সে বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পিতামাতাকে ভালবাসার নামই ভক্তি, তাঁহাদিগের ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আজ্ঞাপালন করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের কথার অবাধ্য হওয়া উচিত নহে, কথায় কথায় উত্তর দেওয়া ও কটুকাটব্য বলা অন্যায়। তাঁহাদের সহিত কথায় কথায় বাদানুবাদ করা বিশেষ অন্যায়। তাঁহারা ভুলক্রমে

কোন দোষ করিলে তাহার সংশোধন করিতে যাওয়া ধৃষ্ট-তার চিহ্ন।

তাঁহাদিগের রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা করা আবশ্যক; অর্থের অভাব হইলে অকাতরে তাহার পূরণ করা উচিত। সে সময় সন্তান সন্ততির স্বার্থপরতা প্রকাশ অতিশয় জঘন্য কার্য্য। যে পিতামাতা আপনাদের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কায়-মনোবাক্যে সন্তানের মঙ্গল সাধন করেন, অর্থ সামর্থ্য যাহা কিছু সন্তানের জন্য ব্যয় করেন, সেই পিতামাতা অভাবে পড়িলে অথবা রুগ্ন হইলে যথারীতি সাহায্য সন্তান সন্ততি হইতে না পাইলে অত্যন্ত কষ্টের কারণ হয়। বৃদ্ধ পিতা-মাতার যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করা সন্তানের প্রধান ধর্ম্ম। ভাই ভগিনীকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করাও একটী কর্ত্তব্য কার্য্য। ভাই ভগিনীর প্রতি ভালবাসাও একটি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বিষয়, ইহাও একপ্রকার স্বাভাবিক, কিন্তু সময় সময় ইহার ব্যতি-ক্রম দেখা যায়। কোন কোন ভ্রাতা ও ভগিনীতে অত্যন্ত ভাল বাসা দেখা যায় কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা সমান নহে। যেখানে স্বার্থপরতা ও উদ্ধত প্রকৃতির অধিক প্রাবল্য সেখানে ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে স্নেহের ত্রুটি দেখা যায়। জন্মাবধি যে ভাই ভগিনীর সহিত একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, একত্র বিচরণ করা হয় সেই ভাই ভগিনীর প্রতি স্নেহশূন্য কর্কশ ভাব অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়; ইহা দ্বারা ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল নিশ্চয় লঙ্ঘন করা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার এই একটি

মহৎ দোষ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে যে ছোট বড় বিভিন্নতা নাই। বয়সে বড় হইলেও মান্য করা নাই, ছোট বড় সবই সমান। ভাই বোন সকলেই সকলকে নাম ধরিয়া ডাকার দরুণ ভক্তিভাব আদৌ কাহারো মনে স্থান পায় না, ছোট বড়কে ভক্তি করে না, বড় ছোটকে স্নেহ করে না, এই সকল নিয়ম কখন অনুকরণীয় নহে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের পুরাতন নিয়ম গুলি কোন বিষয়ে মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। ভালই হউক আর মন্দই হউক ইংরেজদিগের সমুদয় রীতিনীতিরই অনুকরণ করিতে হইবে সেটা ভ্রম। এই রীতির অনুকরণ করিতে গিয়া প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যে ভক্তি ও স্নেহভাব উঠিয়া গিয়া কথায় কথায় তর্ক বিতর্ক বাদানুবাদ চলিতে থাকে, যে স্থলে ছোট বড়তে কোন প্রভেদ নাই সে স্থলে কে কার কথা মান্য করিবে? ইহা দ্বারা অনেক গৃহের শান্তি নষ্ট হয়, বয়সানুসারে সম্মান করা অত্যন্ত উচিত।

ছোট যেমন বড়কে মান্য করিবে বড় তেমন ছোটকে আদর যত্ন করিবে। আমাদের দেশের এ সকল সৎশিক্ষা তুচ্ছ করিয়া বিদেশীয় আচরণের অনুকরণ করাতে কোন বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শৈশবকাল হইতেই ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা করা উচিত। বাল্যকাল শিক্ষার সময় এ সময় সকল প্রকার শিক্ষা নিরাপদে লাভ করা যায়। অতএব এ সময় হেলায় নষ্ট করা উচিত নয়।

বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই মানুষ যৌবনে পদার্পণ করে। যৌবন কালই বিবাহের প্রকৃত সময়। হিন্দুসমাজের নিয়মানুসারে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের আবশ্যকতা স্থিরীকৃত হয়। অতি শৈশবে পরিণীতা হইয়া বালিকাদিগকে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হয় এজন্য স্বামীর পরিবারই তাহাদের অধিক আপন হওয়া আবশ্যক ; এ জন্য শিশুকাল হইতেই তদনুরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে বিবাহের পর অনেকেই বড় একটা শ্বশুর শাশুড়ীর ধার ধারে না, বিবাহের পর সর্ব্বদা স্বামীর সহিত বাস করে ও গৃহের একমাত্র কর্ত্রী হয়। এজন্য স্বামীর পরিবারের প্রতি তাহাদের একটা বিশেষ বন্ধন বা টান হয় না। ইহা দ্বারা পিতামাতার সহিত পুত্রের দৃঢ়বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হয় ও সময় সময় কষ্টের কারণ হয়। বর্ত্তমান সময়ে যুবতীদিগকে নিরন্তর স্বামীর পরিজনগণের সহিত বাস করিতে হয় না বটে তথাপি ইহার মধ্যে যতদূর আত্মীয়তা তাহাদের সহিত রক্ষা হইতে পারে সে বিষয়ে যত্ন করা উচিত। তাহাদের সঙ্গে নিতান্ত পর ভাবাপন্ন হইলে পতির মনেও কষ্ট হয় ; এজন্য নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহা একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে গণ্য করা উচিত। স্বামীর পিতা মাতাকে নিজের পিতামাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত, স্বামীর ভাই ভগিনীদিগকেও আপনার ভাই ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, ইহা দ্বারা পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি অনেক

বৰ্দ্ধিত হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন পৃথক থাকিলে সে ভাব হইতে পারে না, তাহা কতকটা সত্য বটে, কিন্তু মনুষ্যের কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিলে চেষ্টা করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে। হিন্দু সমাজ কিংবা ব্রাহ্মসমাজ অথবা অন্য যে সমাজই হউক না কেন, স্বামীর পরিবারের সঙ্গে স্ত্রীর যতই ঘনিষ্ঠতা থাকিবে ততই পরিবারের সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব এ ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিশেষ যোগ সাধন হয় এই যোগ চিরদিনের জন্য। ইহার মূলে যথার্থ প্রেম থাকিলে এ যোগ ছিন্ন হইবার নহে। এই প্রেমই দম্পতির একমাত্র সুখের মূল, এজন্য ইহাকেই দাম্পত্য প্রেম বলে। সরল নিঃস্বার্থ ভাব এ প্রেমের সাধন। পবিত্র বিবাহ বন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া স্ত্রীপুরুষ আজীবন একত্র বাস করে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে ভালমন্দ অনেক ঘটনাই জীবনে ঘটিয়া থাকে। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সকল সময়ে সমভাবে সহানুভূতি আর তেমন কাহারো পাওয়া যায় না। স্বামী ভাল হউক আর মন্দই হউক স্ত্রীর একমাত্র আশা ভরসার স্থল। স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রীলোকের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

স্বামীকে প্রীতি করা স্ত্রীর মনের একপ্রকার স্বাভাবিক অবস্থা। যাহাকে সকল প্রকার আশা ভরসা ও সুখ শান্তির স্থল বলিয়া মনে করা যায় তাহার প্রতি ভালবাসা আপনা

হইতেই উদয় হয়। যাহাকে প্রীতি করা যায় তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে অবশ্যই ইচ্ছা হয়। যে স্ত্রী স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন তাহাকে এ বিষয় যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না। শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্য জ্ঞান মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে পালন করা তেমন কঠিন হয় না। স্বামীকে প্রেম করা যেমন উচিত তাহার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগ করা আবশ্যক। সুখাদ্য পুষ্টিকর দ্রব্য যেমন শরীরের পুষ্টিকারক, মিষ্টবাক্য ও প্রিয় ব্যবহার ও তেমন মনের সুখ শান্তি বর্দ্ধক। মনুষ্যের শরীর ও মনের অতি নিকট সম্বন্ধ, একের উন্নতিতে অন্যের উন্নতি, একের অবনতিতে অন্যের অবনতি, পতির শরীর ও মনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্ত্রীর প্রতি, ইহাই স্ত্রীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা স্ত্রী যেমন করিতে পারে, অন্যে তেমন পারে না। স্বামীর আহারের সামগ্রী ও ব্যবহার্য্য জিনিষের প্রতি স্ত্রীর যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিদিন যাহাতে পতির আহারের সুবন্দোবস্ত হয় সে বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। রন্ধনকার্য্য পাচক বা পাচিকা দ্বারা সম্পাদিত হইলেও নিজে পতির মুখ-প্রিয় কোন কোন ব্যঞ্জন কিম্বা মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যত্ন পূর্ব্বক আহার করান উচিত। আহারের সময় মিষ্ট দ্রব্য অপেক্ষা মিষ্টালাপ অধিকতর প্রীতিকর, সেজন্য প্রিয় বাক্য দ্বারা আহারের সময় পতির মনোরঞ্জন করা উচিত। ইহাদ্বারা উভয়েরই মনের সুখ ও শান্তি লাভ হয়।

স্বামী হৃষ্টচিত্তে বিষয় কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, স্ত্রীও মনের সুখে সংসার করিতে পারে। কার্য্যস্থল হইতে পতি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে প্রসন্ন বদনে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করিয়া শ্রান্তি দূর করা উচিত। সে সময় সংসারের নানা প্রকার অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা এবং বিবাদ বিসম্বাদের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা অন্যায়। ক্লান্তশরীরে মন সহজেই বিরক্ত হয়। কখন কখন দেখা যায় স্বামী বিষয় কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে ক্লান্ত ও ম্লান হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবামাত্র তাহাকে ভাল খাদ্য ও প্রিয় কার্য্যে পরিতোষ করা দূরে থাকুক কেহ কেহ অধৈর্য্য হইয়া গৃহ বিবাদের কথা উত্থাপন করিয়া সে সকল মীমাংসার জন্য অনুরোধ করেন, না করিলে পিত্রালয় চলিয়া যাইব বলিয়া বারবার অশ্রুমোচন পূর্ব্বক পতিকে ভয়প্রদর্শন করেন। সকল কার্য্যই সময় সাপেক্ষ, সময়ানুসারে না হইলে সব বৃথা হয়। স্বামী যখন সুখ দুঃখের একমাত্র সাথী তখন তাঁহাকে মনের কষ্ট জানান অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রীদিগের সে জন্য সময় খুঁজিয়া লওয়া কর্ত্তব্য নতুবা স্বামী বিরক্ত হইয়া একটী অপ্রিয় ও কটু বাক্য প্রয়োগ করিলে সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে কলহ হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব বুঝিয়া কার্য্য করিলে সব দিক বজায় থাকে। স্বামীর বিশ্রাম গৃহে তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজাইয়া রাখা ও কোন বিষয়ের অভাব ও কষ্ট না হয়, নিজেই হউক চাকর দ্বারাই হউক, সে

সমস্ত সুশৃঙ্খলরূপে বন্দোবস্ত করিয়া রাখা উচিত। এ জগতে পতির ন্যায় হিতৈষী বন্ধু স্ত্রালোকের আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহাকে সকল সময় সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে যদি কেহ বলেন 'সংসার ও সন্তান সন্ততি লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে আবার স্বামীর প্রতি এত যত্ন কি প্রকারে করা যায়,' ইহা নিতান্ত ভ্রম। ইচ্ছা থাকিলে সময় ও সুবিধার অভাব নাই। ইচ্ছা যেখানে সুবিধা সেখানে। কেবল সংসার ও সন্তান লইয়া অহর্নিশি ব্যস্ত থাকিলে স্বামীর অনেক বিষয়ে কষ্ট হয়। অতএব এ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাধ্বী স্ত্রীর স্বামীর আবশ্যকীয় কার্য্য সকল সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। স্বামীও প্রিয়তমা স্ত্রী হইতে একটুকু যত্ন প্রত্যাশা করেন, সেই টুকু সংসার ও সন্তানে ব্যয়িত হইলে তাঁহার মন নিশ্চয় অসুখী হয়। পীড়িতাবস্থায় প্রাণপণে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করা উচিত, আপনার কার্য্যে ও অর্থে যাহা সাধন করা যায় তাহার ত্রুটি হওয়া উচিত নহে। রোগীর ঔষধ ও পথ্য যেমন আবশ্যক, রীতিমত সেবা শুশ্রূষারও তেমন প্রয়োজন। কোন কোন রোগ কেবল শুশ্রূষাতেই আরোগ্য হয় ঔষধের প্রয়োজন হয় না। রোগ নিবারণার্থে ঔষধ পথ্য যেমন দরকার মিষ্টবাক্য ও সরল ব্যবহার তদপেক্ষা কম নহে। প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ মধুর ব্যবহারে রুগ্ন স্বামীর শরীরের অনেক গ্লানি দূর হয়। স্ত্রীলোকের সেবা করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, তাহা আবার যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানে পরিণত হয় তবে আর ভাবনাই থাকে না।

রুগ্নাবস্থায় স্বামী যদি কর্কশভাষী হন সে জন্য দুঃখিত না হইয়া নিজে ধৈর্য্য গুণে ক্ষমা করিয়া যত্ন পূর্ব্বক স্বামীর সেবা করা উচিত। নিজ হস্তে ঔষধ পথ্য দেওয়া উচিত। এ সকল কার্য্য দাস দাসীর হাতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। কারণ মূর্খতাবশতঃ তাহারা ভুল ঔষধ পথ্য দ্বারা রোগীর এমন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে যে, পরে তাহার প্রতিবিধান হয় না। এজন্য সহস্র কষ্ট হইলেও এ সকল নিজ হস্তে সম্পাদন করা উচিত। ধর্ম্মকার্য্যে স্বামীর সহায় হইবে এজন্য স্ত্রীর এক নাম সহধর্ম্মিনী। শাস্ত্রে বলে "ধর্ম্মেতে অর্থেতে ভোগেতে কখন তাঁহাকে অতিক্রম করিবেনা, ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইবে, সৎকার্য্যে সর্ব্বদা সহানুভূতি প্রদান করিবে, অসৎ পথের কণ্টক হইবে। স্বামী বিপথগামী হইলে সাধ্যমত যত্ন দ্বারা তাঁহাকে সে পথ হইতে ফিরাইবে। অন্যের সম্মুখে কখনও পতির নিন্দা করিবে না। কাহারো সাক্ষাতে পতির নির্ধনতার পরিচয় দিবে না। স্বামী সৎ হউক অসৎ হউক আপনার বুদ্ধি ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবে।" স্বামীর কোন দোষ দেখিলে মিষ্ট বাক্যে তাহার সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে। পৃথিবীতে দোষশূন্য লোক নাই তবে কাহারো দোষের ভাগ অল্প কাহারো বা অধিক। কখন কখন সামান্য দোষও লোকের মুখে মুখে বাড়িয়া অনেক বড় হয়, তাহাতে এক জনের ভাবী জীবনের বিশেষ অমঙ্গল সাধন করে। মনুষ্য মাত্রেরই আপনাপন চরিত্রের একপ্রকার

গৌরব থাকে সামান্য কারণে তাহা বিচলিত হইলেও লোকের নিকট যত অপ্রকাশিত থাকে ততই ভাল, এ বিষয়ে সাবধানতা আবশ্যক। পতি ও পত্নীর মধ্যে সাধারণতঃ পতিই শ্রেষ্ঠ, অতএব স্বামীকে প্রীতি করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর প্রতি পত্নীর শ্রদ্ধা থাকাও আবশ্যক, তাহা হইলে স্বামীর আদেশ পালনে অনিচ্ছা হয় না। এক সংসারে দুইজনের সমানত্ব রক্ষা হওয়া কঠিন এজন্য বয়সের প্রধানতা অনুসারে মান্য করা উচিত। বহুকালাবধি পুরুষেরাই এই পদ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। অতএব তাহা লইয়া বিবাদ করা অন্যায়। স্ত্রী জাতি স্বভাবতই দুর্ব্বলা অতএব বল দ্বারা কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করা স্ত্রীজাতির পক্ষে অসম্ভব। এজন্য স্নেহ ভালবাসা দ্বারা বশীভূত করাই উৎকৃষ্ট উপায়। ভালবাসা দ্বারা একটি গুরুতর কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়, বল দ্বারা তাহা কখন হয় না। নিঃস্বার্থ ভালবাসা দ্বারা সকলেই পরাজিত হয়। নিতান্ত দুর্বৃত্ত পশুতুল্য স্বামীও স্ত্রীর গুণে বশীভূত হয় ও সাধু মধ্যে গণ্য হয়। যে স্ত্রী দুরন্ত অত্যাচারী স্বামীর উৎপীড়ন নিজের সহিষ্ণুতা গুণে সহ্য করিয়া, প্রেম ও সেবা দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত করিতে পারেন তিনিই পতিপরায়ণা যথার্থ সতী সাধ্বী স্ত্রী। স্বামীর ভাল বাসা পাওয়া অপেক্ষা স্ত্রীর স্বার্থের বস্তু এমন আর কি আছে। টাকা কড়ি গহনা পত্রের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। যে সকল স্ত্রী পতির প্রেমে বঞ্চিত, ধন জন পরিপূর্ণ সংসার তাহাদিগকে সুখ দিতে

পারে না। তাহারা সর্ব্বদা আপনার দুর্ভাগ্য চিন্তায় ম্লান থাকে। পুরুষেরা স্ত্রীর প্রতি যত অনুরক্ত হইক আর না হউক, স্ত্রীলোকের কোমল মন স্নেহ ও প্রেমে পূর্ণ, সেই স্নেহ ও প্রেম একজনের প্রতি অর্পণ করিতে না পারিলে জীবনের আশা ও সুখ পূর্ণ হয় না। এজন্য পতিকে ভাল বাসিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া স্ত্রী সংসারে নিশ্চিন্ত ও সুখী হয়। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ভদ্রতা ও শিষ্টতা শিক্ষার আবশ্যক। পরিবারস্থলোকের প্রতি যেমন কর্ত্তব্য পালন করিতে হয় অপরিচিত আগন্তুকের প্রতিও সেইরূপ আদর যত্ন ও লৌকিকতা প্রদর্শন প্রয়োজন। আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নূতন-লোক দেখিলেই একপ্রকার জড়সড় ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে; অপরিচিতের সহিত কি আলাপ করিবে খুঁজিয়া পায় না এজন্য একটু বহুদর্শিতা আবশ্যক। কেবল খাওয়া পরা বস্ত্রালঙ্কার লইয়া কেহ আলাপ করিতে পারে না, ভাল ভাল বই পড়িয়া ও সংবাদ পত্র পড়িয়া বাহিরের খবরও জানা চাই তাহা হইলে অপরিচিতের অভ্যর্থনা করা তত কঠিন হয় না। অনর্থক পরনিন্দা ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া সময় কাটাইলে নীচ প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হয়। সকলের প্রতিই সরল ও মিষ্টবাক্যে সৌজন্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; ধনগর্ব্ব কিম্বা আত্মাভিমান যাহাতে কোন কথায় প্রকাশ না হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকা আবশ্যক। লজ্জা ও নম্রতা স্ত্রীলোকের অঙ্গের ভূষণ তাহা কোন মতে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। বাক্যে কিম্বা ব্যবহারে সলজ্জ

াবে থাকা অতি আবশ্যক। ইহাদ্বারা স্ত্রী প্রকৃতির যথার্থ
সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। নম্র প্রকৃতির লোক সকলেরই
প্রিয়। অতএব যাহাতে ইহার অভাব না ঘটে তাহার জন্য
যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

গৃহকর্ম্মে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পারদর্শিতা লাভ করা আব-
শ্যক। যে গৃহের গৃহিণী আলস্য-পরবশ, বৃথা আমোদ খেলা
গল্পে মত্ত, সংসারের দিকে ফিরিয়া চায় না, দাসদাসী জনের
প্রতি সমুদয় ভার দিয়া শুইয়া বসিয়া দিন কাটায় সে গৃহের
সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খল। স্বামী আফিসে যাওয়ার সময় নিয়মমত
খাইতে পায় না, ছেলে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া যায়, গৃহে
ফিরিয়া আসিয়া সেই অবস্থাই দেখিতে পায়, তেমন অবস্থায়
পুরুষের ধৈর্য্য থাকে না, তখন কলহ বিবাদে কি প্রকার
অশান্তি উপস্থিত হয় তাঁহা বর্ণনাতীত। সংসারে স্ত্রী ও পুরু-
ষের কার্য্যভার বিভাগ হওয়া উচিত। সমস্ত দিন খাটিয়া
আসিয়া গৃহে যদি আবার পুরুষের গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে
হয় তবে তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। স্বামী গৃহ কর্ম্ম
করিবে সন্তানকে নাওয়াবে খাওয়াবে আবার টাকা রোজগার
করিবে, আর স্ত্রী গৃহে থাকিয়া শুইয়া বসিয়া গল্প করিবে ইহা
অতিশয় হাস্য জনক ব্যাপার। স্বামীর স্বোপার্জ্জিত অর্থের
সদ্ব্যবহার করিতে পারাই স্বামীর এক প্রকার সহায়তা করা।
ইহা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কার্য্য। স্ত্রী সংসার কার্য্যে রত হইলে
স্বামী ভাল বাসিয়া যদি কিছু সাহায্য করে সেটা আনন্দের

বিষয়। স্ত্রীলোকের মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক। স্বামীর কষ্টোপার্জ্জিত দ্রব্য স্ত্রী যদি অপব্যয়ে অথবা অসাবধানতা দ্বারা নষ্ট করে সেটা অতি কষ্টের কারণ হয়। সংসারের অতি সামান্য জিনিষও যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত, কেন না কোন সময় অবশ্য তাহা কাজে আসে। গৃহিণীর সাক্ষাতে গৃহসামগ্রীর অপব্যয় হওয়া সুগৃহিণীর লক্ষণ নহে। গৃহকার্য্যের পারিপাট্য দ্বারা গৃহিণীর সুরুচির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহের কোন স্থানে কোন দ্রব্য স্থাপন করিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় সে সব বিষয়েও গৃহিণীর মনোযোগ আবশ্যক। গৃহিণীরগুণে সামান্য জিনিষেও গৃহের শোভা হয় তদ্ভিন্ন মূল্যবান দ্রব্যও অযত্নে নষ্ট হইয়া যায়। কেবল ড্রইংরুম সাজাইলেই গৃহিণীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে; বাড়ীর প্রত্যেক জিনিষ, প্রত্যেক স্থান গৃহিণীর সুরুচি ও কুরুচির পরিচয় দান করে। সুগৃহিণীর কাজে অন্য লোকের খুঁত ধরা অসম্ভব। বসিবার ঘর (ড্রইংরুম), শয়নাগার, ভাণ্ডারগৃহ ও রন্ধনশালা প্রভৃতি সকল স্থানই যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, গৃহসামগ্রী পরিপাটীরূপে থাকে তবে সকলেরই নয়নের প্রীতিকর হয়। কেবল ড্রইংরুমটী সাজাইয়া রাখিয়া সমস্ত বাড়ী জঞ্জাল পূর্ণ রাখিলে গৃহিণীর অলসতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ করে। ভাণ্ডারগৃহে গৃহিণীকে অনেক সময় যাপন করিতে হয় অতএব তাহার পরিচ্ছন্নতাও পারিপাট্য সম্বন্ধে অমনোযোগ করা উচিত নহে: ইহাদ্বারা ও গৃহিণীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। রন্ধনশালা

উত্তমরূপ পরিষ্কার হইল কিনা তাহা মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত ; বিশেষতঃ হাঁড়ী বাসনগুলি যদি ভালরূপ পরিষ্কার না হয় তবে খাদ্য দ্রব্য দূষিত হইয়া পীড়া হওয়া সম্ভব। এ সকল বিষয় কেবল চাকর চাকরানীর উপর ভার দিলে অপরিষ্কার দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য রক্ষার মূল। দুর্গন্ধ ময়লাযুক্ত স্থানে বাস, দূষিত বায়ু সেবন ও অপরিষ্কার খাদ্য ভক্ষণের দ্বারা সকলেরই স্বাস্থ্য নষ্ট হয় অতএব এ বিষয়ে উদাসীন হওয়া অন্যায়।

কোন কোন গৃহিণী কেবল গৃহ পরিষ্কার করিয়া সন্তুষ্ট হন, বাড়ীর প্রাঙ্গণ ও বাহির সম্বন্ধে তাহাদের কিছু মাত্র যত্ন নাই, যেখানে যাওয়া যায় রাশীকৃত ময়লা একত্র হইয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে, দরজার সম্মুখে পানের পিক প্রভৃতি ঘৃণা জনক নিষ্ঠীবন পড়িয়া রহিয়াছে, আগন্তুককে গৃহ প্রবেশ করিবার সময় সে সকল দেখিয়া বিরক্ত ভাবে গৃহ প্রবেশ করিতে হয়। গৃহিণীর সে বিষয় কিছু মাত্র চৈতন্য ও লজ্জা জ্ঞান নাই। প্রাচীনা গৃহিণীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে স্তূপাকার ময়লা একত্র রাখিয়া তদুপরি গোময়ের ছিটা দিয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতেন। মাছের আঁইস কিম্বা দুই একটা উচ্ছিষ্ট ভাতে পা পড়িলে তখনই স্নান করিতেন এবং গঙ্গাজল ও গোময় ছিটাইয়া স্থান টাকে পবিত্র করিতেন ; এভিন্ন যথার্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাহাকে বলে ও কিরূপে তাহা রক্ষা হইতে পারে সে সব জ্ঞান খুবই কম ছিল। এ প্রকার পরিচ্ছন্নতা

স্বাস্থ্য রক্ষার যে বেশী কিছু সহায়তা করে তেমন বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে সহরের অবস্থা মিউনিসিপালিটির তাড়নায় কতকটা পরিষ্কার থাকে গ্রামের অবস্থা প্রায় তেমনই আছে। প্রাচীনা গৃহিণীগণ নব্য গৃহিণীদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কোন শিক্ষা দিবার উপযুক্ত নহেন, তাঁহাদের পরিষ্কারের ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ দেশীয় স্ত্রীলোকের বাগানের প্রতি আদর নাই, যদি কেহ বাগান চায় সে কেবল শাক সবজির জন্য। ফুলের বাগানে পূজার উপযুক্ত জবা কি অন্য দুই এক প্রকার ফুল ও বেলপাতাই তাঁহাদের প্রয়োজনীয়। তাঁহারা অন্য ফুলের আদর প্রায় করেন না। ফুলের ন্যায় সুন্দর জিনিষ নাই, সেই ফুল যাহাদের চিত্ত হরণ করে না তাহাদের মনের বিকাশ কোথায়। পুষ্পোদ্যানের সুন্দর দৃশ্যে অনেকেরই মন আকৃষ্ট হয় না, এজন্য একটা মালী রাখা ব্যয় বাহুল্য মাত্র মনে করেন। লাউ কুমড়া ডাঁটার প্রতি অনেকেরই যত্ন দেখা যায় কারণ. সে সকল খাদ্যের অংশ। খাওয়া পরা ভিন্ন অন্য কোন ব্যয়ই এ দেশে তেমন আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হয়না, তাই এ সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয়। গৃহিণীদিগের বাগান করার ইচ্ছা হইতে অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাব বৃদ্ধি হয়। অতএব এ বিষয়ে উন্নতি হওয়া প্রার্থনীয়। গৃহের যাবতীয় জিনিষের প্রতি গৃহিণীর চক্ষু থাকা উচিত, একদিক দেখিতে গিয়া অন্যদিক নষ্ট করা যথার্থ গৃহিণীর কার্য্য নহে।

রন্ধনকার্য্যে গৃহিণীর পারদর্শিতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন, অর্থ সচ্ছলতা থাকিলেও ইহার শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। গৃহিণী যদি রন্ধন কার্য্যে অপারক হন তাহলে পাচক পাচিকা কিম্বা বাবুর্চ্চি দ্বারা সকল কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। রন্ধনের ওজন প্রণালী গৃহিণীর জানা না থাকিলে ব্রাহ্মণ কিম্বা বাবুর্চ্চিগণ অতিরিক্ত খাদ্য দ্রব্য লইয়া থাকে তদ্দ্বারা অনেক বেশী ব্যয় হয়। এই ব্যয় বাহুল্য ছোট বড় সকলেরই অল্প ও অধিক পরিমাণে বহন করিতে হয়। গৃহিণীর অযত্নে অনেক সময় ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী গৃহে আসিলেও সকল লোক খাইতে পায় না অথবা যাহার ইচ্ছা বাছিয়া বাছিয়া খায় অবশিষ্ট বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। গৃহিণীর রন্ধন কার্য্যে অপটুতা হেতু একদিন পাচক পাচিকা না আসিলে বাজারের খাদ্যে উদর পূর্ণ করিতে হয়। তদ্দ্বারা পীড়া হওয়ার খুব সম্ভাবনা। রন্ধন শিক্ষা গৃহকর্ম্মের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। শিশুকাল হইতেই অল্প অল্প করিয়া এ শিক্ষা লাভ করা উচিত। গৃহিণী নিজে রন্ধন কার্য্যে নিপুণা হইলে পাচক পাচিকাদিগকে ভাল রন্ধন শিখাইয়া লইতে পারেন, কারণ অনেক সময় নিতান্ত অযোগ্য লোক চাকরি করিতে আসে, তাহাদের রন্ধন এত অখাদ্য হয় যে যথেষ্ট ভাল ভাল জিনিষ দিয়াও মুখ রুচিকর খাদ্য প্রস্তুত হয় না। তখন পরিবারস্থ সকলের অপ্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করিয়া গৃহিণীর সুখ হয় না। অতএব এ বিষয়ে শিক্ষা থাকিলে আর তেমন ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। এ সকল কার্য্যে যে পরিশ্রম

টুকু হয় স্বামী ও পুত্রের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া তাহার দ্বিগুণ আনন্দ হয়। পরিবারস্থ সকল লোক অন্নাভাবে কষ্ট পায়, ইহা দেখিয়াও নিজের শরীর বাঁচাইয়া রাখিতে বোধ হয় কোন গৃহিণীর সাধ হয় না, কিন্তু এ বিষয়ে অপারগতা থাকিলে তাহা বাধ্য হইয়া সহ্য করিতে হয়। গৃহিণীদিগের নিজ হস্তে মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা উচিত, বাজারের খাবার সাধ্য সত্বে গৃহে আনা উচিত নহে। আজকাল চা, জ্যাম, জেলী, রুটী অনেকেই ব্যবহার করে, দুর্গন্ধ যুক্ত ঘৃত পক্ক বস্তু অপেক্ষা তাহা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। গৃহিণীগণ জেলী চাটনি প্রভৃতি অনায়াসে গৃহে প্রস্তুত করিতে পারেন তাহাতে ব্যয়ও অল্প হয়, অনেক দিন গৃহে থাকে ও খাদ্যের অনেক সাহায্য হয়। ভাল চাটনি ঘরে থাকিলে, যদি কোন সময় খাদ্য দ্রব্যে অরুচি বা তাহার অনাটন হয় তখন তাহাদ্বারা ব্যঞ্জনের কাজ চলে। এ সকল জিনিষ গৃহে থাকিলে গৃহিণীর অনেক সহায়তা হয়। কথায় কথায় জিনিষের জন্য যখন তখন বাজারে লোক পাঠান অতি অসুবিধা জনক, এজন্য মাসের চাল ডাল ঘৃত মসলা প্রভৃতি একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। জিনিষগুলি আনিয়াই বাছিয়া ধুইয়া রাখিলে পরিষ্কার জিনিষ খাওয়া যায় ও রোজ রোজ কষ্ট করিতে হয় না। যাঁহাদের এ সকল করিতে কষ্ট হয়, তাঁহাদের অনেক দাসদাসী থাকিলে, তাঁহারা একখানা গল্পের বই লইয়া ভাণ্ডার গৃহের দ্বারে বসিয়া দাস দাসী দ্বারা অনায়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন ; কিন্তু

নিজে না দেখিয়া কেবল তাহাদের উপর ফেলিয়া দিলে অর্দ্ধেক জিনিষ চুরি যায় ও উপযুক্ত রকম পরিষ্কার হয় না। এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। ভাণ্ডার ঘরে খাদ্য দ্রব্য সকল যথা স্থানে সুন্দর মত সাজাইয়া রাখিয়া তালা চাবি দিয়া বন্ধ রাখা উচিত এবং আবশ্যক মত প্রতিদিন অল্প অল্প চাকরদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। সকল দ্রব্য শৃঙ্খলা পূর্ব্বক সাজাইয়া উপরে নাম লিখিয়া রাখিতে পারিলে আরো সুবিধা হয়; একটা জিনিষ বাহির করিতে গিয়া দশটা ঘাটিতে হয় না। তাহাতে গৃহিণীর পরিশ্রমের আরো লাঘব হয়, গৃহসামগ্রী সমস্ত মাসের যদি একত্র ভাণ্ডারে রাখা যায় তাহা দ্বারা খরচও কম হয়। এজন্য একটুকু কষ্ট স্বীকার করিতে হইলেও গৃহিণীদিগের এ সকল বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। কোন কোন স্থানে দেখা যায় রোজের জিনিষ বাজার হইতে রোজ আসে, চাঙ্গারিতে থাকিয়াই সে সকল দ্রব্য যদৃচ্ছা ক্রমে ব্যবহৃত হয়, কখন কি ফুরাইল গৃহিণী তাহার হিসাবও রাখেন না, তখন এ বাড়ী সে বাড়ী সামান্য জিনিষের জন্য লোক পাঠাইয়া যাচিয়া বেড়াইতে হয়। ইহা দ্বারা গৃহিণীর যেমন অনবধানতা প্রকাশ পায় তেমন পরিবারস্থ সকলের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এবং চারিদিকের অনুযোগ গৃহিণীর মনের শান্তি নষ্ট করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রন্ধন ও শিল্পকার্য্য এ সকল বিষয়ে গৃহিণীর সুশিক্ষিতা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

আমাদের দেশের মহিলাগণ শিল্পকার্য্যে বিশেষ পটু নহেন। এ বিষয়ে ইংরাজ মহিলাগণ বিশেষ পারদর্শিনী। আমাদের দেশে পূর্ব্বে অঙ্গাবরণের আবশ্যকতা ছিল না, খালি গায় শীত গ্রীষ্ম কাটিয়া যাইত কখন কখন শীতের সময় শিশুদিগের গলায় একখানা কাপড় বাঁধিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর সে ভাব নাই, সকল ঘরেই ছোট ছেলে মেয়েরা জামা ফ্রক প্রভৃতি পরিধান করে, বড়দের ত কথাই নাই। জ্যাকেট পেটিকোট, হ্যাটকোট প্রভৃতি প্রায় সকল ঘরেই প্রচলিত হইয়াছে। অতএব দরজির খরচ সকলকেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে বহন করিতে হয়। সকলেরই অল্প ও অধিক পরিমাণে কাপড়ের ব্যয়টা বৃদ্ধি হইয়াছে। গৃহিণীগণ শিল্পকার্য্য জানিলে অবকাশ মত এ সকল প্রস্তুত করিয়া অনেক সাহায্য করিতে পারেন। একটি সেলাইয়ের কল থাকিলে তাহার সহায়তাতেও অনেক গাত্রীয় বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। যাহাদের অল্প আয় তাহারা যদি কায় ক্লেশে একটী কল কিনিতে পারে, মোটের উপর তাহাদের লাভই হয়। আমাদের দেশে শিল্প শিক্ষার উন্নতি হওয়া অতি আবশ্যক। এ সকল শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিলে সহজেই শিক্ষা লাভ হইতে পারে, কারণ স্ত্রীলোকেরা এ সব বিষয়ে সহজেই মনোনিবেশ করিতে পারেন।

প্রত্যেক স্ত্রীলোকের মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক, স্বামীর আয় অল্পই হউক আর অধিকই হউক কোন অবস্থাতেই অনর্থক

কাজে অর্থব্যয় করা উচিত নহে। রাজরাণী হইলেও তাহার অনেক সদ্ব্যয় করার উপায় আছে। এই অর্থের জন্য সমুদয় পৃথিবী লালায়িত। সামান্য অর্থে এক ব্যক্তির প্রাণ বাঁচে, কত দুঃখী দরিদ্রের দুঃখ মোচন হয়, অতএব তাহার সদ্ব্যয় নিতান্তই প্রার্থনীয়। প্রত্যেক মনুষ্যের আয় অনুসারে ব্যয় করা উচিত। অসাবধান ভাবে ব্যয় করিলে অচিরেই ঋণগ্রস্ত হইতে হয়; অপব্যয়ে রাজারও রাজ্য নষ্ট হয়। বড় ঘরের গৃহিণী হউক আর ক্ষুদ্র ঘরের গৃহিণী হউক প্রত্যেকেরই আপ-নাপন আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত। তাহা হইলে দৈন্যের ভয় থাকে না। কোন কোন লোক অল্প টাকায় অধিক বাবুগিরি দেখাইতে ভাল বাসে। তাহাদের দুর্দ্দশার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। অনেকে ঋণ করিয়া দান করিতে ভাল বাসে সে প্রকার দানে কোন পুণ্য নাই বরং ঋণ শোধ করিতে না পারিলে পাপ সঞ্চয় হয়। দাতা নাম অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ নাম অধিক মহত্ত্ব প্রকাশ করে। কোন কোন গৃহস্বামী অনেক কষ্টে সামান্য উপার্জ্জন করিয়া থাকে, সে গৃহের গৃহিণী শরীর বাঁচাইয়া বাবু সাজিয়া থাকিতে চাহিলে সংসারে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। গৃহিণী মিতব্যয়ী হইলে অল্প আয়েও সুশৃঙ্খলরূপে পরিবারের ভরণপোষণ সমাধা হইতে পারে। স্বামীর যাহা আয় তাহাতেই স্ত্রীর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পাড়াপ্রতিবাসীর ধন দেখিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া কেবল কষ্টের কারণ। এ কারণে কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে গঞ্জনা দিতে ত্রুটি

করে না, ইহা কেবল তাহাদের অজ্ঞতার ফল। অনেক ধন থাকিলেই লোক সুখী হয় না, সামান্য ধনেও লোক সুখী হইতে পারে। কথায় বলে "ধনেতে সুখ নয় মনেতেই সুখ," যাহার মনে সুখ নাই তাহার ধন বৃথা। সংসারে অনেক দুঃখ কষ্ট আছে সে সকল যত তুচ্ছ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায় ততই ভাল। পরশ্রীতে কাতর হইলে সর্ব্বদাই মনে কষ্ট হয়, অতএব এসকল বিষয়ে চিত্তসংযম করা অতি আবশ্যক। মানুষ আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিতে পারিলেই এ সকল কষ্ট-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আপনাপন পদ মর্য্যাদানুসারে বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন সর্ব্বদাই দেখা যায়, কিন্তু তাহার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ লজ্জাজনক। কাহারও কাহারও বস্ত্রালঙ্কারের প্রতি এত অনুরাগ দৃষ্ট হয় যে যখন যাহার একটী নূতন বস্ত্র কিম্বা নূতন গহনা দেখে, নিজের তেমন একটা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের সীমা থাকে না। বস্ত্রালঙ্কারের প্রতি এত অনুরাগ অতীব শোচনীয়। কোন কোন স্ত্রীলোক গহনাবস্ত্রকে সমুদয় সুখের মূল ভাবে। যাহার অনেক গহনা তাহার ন্যায় সুখী নাই। এজন্য স্বামীর নির্ধনতা ও নিজের দুর্ভাগ্য চিন্তা তাহাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করে। গহনা দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য কতকপরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু তাহা দ্বারা যদি নীচভাব ও মনোমালিন্য বৃদ্ধি করে, তবে সে প্রকার বস্ত্রালঙ্কার থাকা অপেক্ষা না থাকাই অধিক শ্রেয়ঃ। স্ত্রীর গহনার জন্য স্বামীকে মাথার

ঘাম পায়ে ফেলিয়া অহোরাত্র খাটিতে হইতেছে এবং অসৎ পথাবলম্বনে সেসব সাধন করিতে হইতেছে, ইহা জানিয়াও যে স্ত্রী গহনাবস্ত্রে অনুরাগিণী হয় তাহাকে নিতান্ত জঘন্য নীচমনা বই আর কি বলা যাইতে পারে। সৎস্ত্রী সে সকলকে লোষ্ট্রের ন্যায় পরিত্যাগ করেন। ইহা দ্বারা স্ত্রীজাতিকে গহনা বস্ত্র পরিতে নিষেধ করা যাইতেছেনা। স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করিয়া যদি সঞ্চয় করা যায় তাহা দ্বারা অনায়াসে বস্ত্রা-লঙ্কার হইতে পারে, তজ্জন্য স্বামীকে কোন প্রকার গঞ্জনা দেওয়া উচিত নহে। গৃহিণীর উপর পরিবারস্থ সকলের সুবিধা অসুবিধা ও সুখসচ্ছন্দতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গৃহিণী স্বার্থশূন্য ও সেবাপ্রিয় হইলে সকলেই সুখী হয় নতুবা পরি-বারের অন্যান্য লোকেরও কষ্টের সীমা থাকে না। কখন কখন মিতব্যয়িতা কৃপণতা নামে কথিত হয়। কৃপণতা ও মিতব্যয়িতা এক কথা নহে। গৃহিণী মিতব্যয়ী হইলে যেমন সংসারের সুখশান্তি বৃদ্ধি পায়, কৃপণ হইলে তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটে। যাহারা কৃপণ তাহারা স্বভাবতঃ স্বার্থপর, তাহা-দের পরের জন্য ব্যয় করা দূরে থাকুক নিজের জন্য পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয় না। রোগ হইলে অর্থব্যয়ের ভয়ে ডাক্তার ডাকে না। অন্য লোকের উত্তেজনায় যদিবা ডাকে তখন সময় ফুরাইয়া আসে। কোলের ছেলে মারা যায় এমত অবস্থায়ও উপযুক্ত ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা হয় না, এ প্রকার কৃপণতা অতি জঘন্য। আহারাদি সম্বন্ধে কৃপণতা শরীর

নাশের কারণ। সর্ব্বদা অপুষ্টিকর বস্তু ভক্ষণ করিলে অচিরেই শরীর রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। সত্য বটে অল্প আয় হইলে মুখপ্রিয় দ্রব্য সকল সর্ব্বদা যোগান অসম্ভব হয়, সেজন্য সস্তা অথচ পুষ্টিকর জিনিষ দ্বারা শরীর রক্ষানুযায়ী আহার্য্য প্রস্তুত করা উচিত।' বিবেচনা পূর্ব্বক সংসার পালন করিতে পারিলে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায়ও কিয়ৎপরিমাণে সুখ সচ্ছন্দে দিন কাটান যায়। বিপদ আপদের জন্য যথাসাধ্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। পুরু-ষেরা ঠাট্টাচ্ছলে অনেক সময় বলিয়া থাকেন স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র মন ও ক্ষুদ্র নজর। তাহার কারণ আছে, পুরুষেরা বাঁচিয়া থাকিলে কোন না কোন উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী অর্থ লাভ করেন, কিন্তু পুরুষদিগের অভাবে স্ত্রীলোকের সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ হয়। সংসার ও সন্তান লইয়া স্ত্রীজাতিকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয় এই কারণে স্বামী অবর্ত্তমানে কি অবস্থা ঘটিবে ইহা ভাবিয়া অনেক স্ত্রীলোক মুক্তহস্ত হইতে পারে না। এজন্য পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের ভবিষ্যৎ চিন্তা অধিক। বহুদিন হইতে এ প্রকার হওয়াতে এখন ইহা স্ত্রী-লোকের স্বভাব মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে স্ত্রীলোকের একটু ক্ষুদ্র নজর থাকা ভাল, নতুবা সংসারের অনেক ক্ষুদ্র বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। জিনিষের উপর মায়া না হইলে তাহার রক্ষার জন্য যত্ন হয় না। স্ত্রীলোকের বড় নজর হইলে পুরুষদেরই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, অতএব হাসি ঠাট্টার প্রতি মনোযোগ না করিয়া আপনাদের

কর্ত্তব্য সাধন করাই গৃহিণীর কর্ত্তব্য। সামান্য জিনিষ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলে সময়ে কাজে লাগে। বস্ত্রালঙ্কার পুরাতন হইলেও পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর দ্বারা কিছুদিন অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। মিতাচারের অভাবে নিত্য নূতন জিনিষের দরকার হয়। অর্থাভাবে অনেকেই তাহা করিতে পারে না। গৃহের বৃহৎ কিম্বা ক্ষুদ্র যাবতীয় বস্তু গৃহিণীর যত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত।

দাস দাসী কিম্বা আশ্রিত লোকের প্রতি সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার গৃহিণীর কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। সত্য বটে অর্থ দ্বারা চাকর চাকরাণী রাখা হয়, তাই বলিয়া তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ ও নির্দ্দয় ব্যবহার অতীব দূষনীয়। তাহাদের রোগে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা আবশ্যক। গুরুতর পীড়া হইলে আপন ব্যয়ে ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ দিতে হইলেও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। যে সকল চাকর অধিক দিন কাজ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে তাহাদের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য আবশ্যক; সে অবস্থায় তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলে নির্দ্দয়তা প্রকাশ পায়। মিষ্ট বাক্য ও সদয় ব্যবহার দ্বারা দাস দাসীগণও অনুরক্ত হয় ও আপন সামর্থ্য প্রভুর কার্য্যে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এপ্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পরসেবা স্ত্রীজাতির মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই ইচ্ছা দ্বারা পাড়াপ্রতিবাসীর অনেক উপকার সাধন করা যায়। সেবা পাইতে যে সুখ সেবা করা তদপেক্ষা অধিক সুখ। এই কথার গুরুভাব যিনি

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে পরোপকার ব্রত পালন করা কঠিন কার্য্য নহে। স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিলে ও আপনার জীবনকে পরের মঙ্গল কাজে নিয়োগ করিতে পারিলেই যথার্থ পরোপকার ব্রত সাধন হয়। ইহাকেও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলা যায়। অতএব ইহাও গৃহিণীর পালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেবল সংসার সংসার করিয়া নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলে মানুষের উৎকৃষ্ট গুণ সকল নিস্তেজ হইয়া যায়। শারীরিক উন্নতি করিতে গিয়া মানসিক গুণ সকলের বিষয় উদাসীন হওয়া মূর্খতার কার্য্য।

গৃহিণীর আপনার শরীরের প্রতিও যত্ন করা আবশ্যক। কোন কোন গৃহিণীকে সে বিষয়ে একেবারে অবহেলা করিতে দেখা যায়। সংসারের কাজ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব, ইহাই তাহাদের মনের ধারণা; এজন্য সতর্কতা লওয়া না লওয়া সমান কথা মনে করেন। ইহাও স্ত্রীলোকের অকাল মৃত্যুর কারণ। তাহারা নিজের শরীরের যত্ন করা লজ্জাজনক ও অনাবশ্যক মনে করে। যে গৃহে স্বামীর স্ত্রীর প্রতি দৃকপাত নাই সেই গৃহেই বরং অধিকতর অমঙ্গল ঘটে। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকের কিছুমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলে এ প্রকার অনর্থ ঘটিতে পারে না। আপনার শরীর মনের প্রতি অযত্ন করিয়া কেহই সুগৃহিণী নামে বাচ্য হইতে পারে না।

অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য পালন আবশ্যক বটে কিন্তু সেজন্য নিজের প্রতি অমনোযোগ করা উচিত নহে। নিজের শরীর

অসুস্থ হইলে সকল প্রকার কর্ত্তব্য সাধন কঠিন হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে গৃহিণীর নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে যত্ন করা কর্ত্তব্য। গৃহিণীর সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে সন্তানপালন একটী গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মনুষ্য জন্মিবার পূর্ব্বেই পরম দয়াময় পরমেশ্বর মাতার হৃদয়ে স্নেহ ও মাতার স্তনে দুগ্ধ দিয়া শিশুর জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। শিশুর জীবনের আদর্শরূপে পিতামাতা, বিশেষতঃ মাতা সংসারে অবস্থিতি করেন। ঈশ্বর আপনার প্রতিনিধিরূপে জীবের জীবনরক্ষা হেতু পিতামাতাকে সংসারে প্রেরণ করেন; পিতামাতার ন্যায় সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সংসারে দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সর্ব্বপ্রথমে মাতার যত্ন প্রয়োজন হয়। সন্তানের মুখাবলোকনমাত্র মাতার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় স্নেহের সঞ্চার হয়, তদভাবে শিশুর জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন হইত। শিশু জন্মিয়াই মাতৃস্নেহ অনুভব করে, বাক্‌শক্তি হইবা মাত্র প্রথমে "মা" শব্দ বলিতে শিখে। মাতৃজীবনের দায়িত্ব অতি গুরুতর, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হয়। এক একটী সন্তান বড় করিতে জননীর যে সকল কষ্ট স্বীকার করিতে হয় অকৃত্রিম স্নেহগুণে মাতা সে সকল কষ্টকে কষ্ট মধ্যে গণ্য করেন না; শিশুর মঙ্গল সাধনই জননী জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়। সন্তানের জন্য মাতা যেমন কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার করিতে পারেন এমন আর কেহ পারেন

না। সন্তানের পীড়া হইলে মাতার অন্নজল রহিত হয়, চক্ষের নিদ্রা চলিয়া যায়, মাতা অহর্নিশি সন্তানের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হইয়া নিজে না খাইয়া সন্তানকে খাওয়ান, না পরিয়া সন্তানকে পরান। সন্তানের কোন কষ্ট দেখিলে মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শিশু পা পিছলাইয়া ব্যথা পায় সেই ব্যথা মাতার হৃদয়ে দ্বিগুণতর হইয়া বাজে। পাড়াপ্রতিবাসী কর্ত্তৃক সন্তানের কোন কষ্ট হইলে মাতার ক্রোধের সীমা থাকে না। কুসন্তান-কেও মাতা যত সহজে মার্জ্জনা করিতে পারেন এমন আর কেহ পারে না। কুরূপ কুৎসিত সন্তান মাতার চক্ষে যেমন সুন্দর তেমন আর কাহারও নিকট নহে। অন্যের সুন্দর ছেলেটী মাতার কুৎসিত সন্তানের তুল্য নহে। সন্তানের রূপ গুণ সম্বন্ধে মাতা এক প্রকার অন্ধ, এজন্য মাতার প্রতি দোষা-রোপ করা যায় না কারণ ইহাই স্নেহের গতি। তথাপি বুদ্ধি-মতী মাতা বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারিলে অনিষ্ট-সম্ভাবনা থাকে না। সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উভয় বিধ মঙ্গল সাধনের ভার মাতার উপর। শিশু পালন সম্বন্ধে যত্ন ও শিক্ষার প্রয়োজন। প্রতিদিন যথা সময়ে শিশুর স্নান আহার যেমন আবশ্যক, পরিষ্কার গৃহে বাস, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান ও নির্ম্মল বায়ু সেবন তেমন প্রয়োজন। ইহাভিন্ন কেবল নাওয়াইয়া খাওয়াইয়া শিশু কে বাঁচান যায় না। এ সকল বিষয়ে মাতার অনভিজ্ঞতা হেতু অনেক শিশু অকালে সূতিকাগৃহে প্রাণত্যাগ করে। শিশুর গায়ে কোন প্রকার

ণ্ডা লাগান উচিত নহে, এজন্য গ্রীষ্ম কালেও পাতলা ফ্লানেল
রা অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ছয় মাসকাল এ
কার সাবধান পূর্ব্বক রাখিতে পারিলে ক্রমে অভ্যাস দ্বারা
ানেল পরিত্যাগ করা যায়, তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না।
শুর স্নান সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা চাই, প্রতিদিন স্নানের
ভ্যাস মন্দ নহে। যতদিন অতি ছোট থাকে ততদিন গরম ও
ণ্ডা জল মিশাইয়া স্নান করান উচিত, এ অভ্যাস যদি কাহারো
াল না লাগে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে পরিত্যাগ করা
ায়, এজন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বকালে
ননীগণ সরিষার তৈল মাখাইয়া শিশুকে রৌদ্রে ফেলিয়া
াখিতেন, এখনও স্থানে স্থানে সে নিয়ম একেবারে উঠিয়া যায়
াই। তদ্দ্বারা ঠাণ্ডা লাগার ভয় অনেকটা কম ছিল যেহেতু
াত কিম্বা গ্রীষ্মকালে শিশুদিগের কোন প্রকার অঙ্গাবরণ
হল না। তাঁহারা বলিতেন "মুল বাড়ে ফোড়ে, ছেলে বাড়ে
াড়ে" অর্থাৎ ফুড়িয়া দিলে, যেমন মুল বৃদ্ধি হয়, তেমন
াত লাগিলে ছেলে বড় হয়। ফলতঃ রৌদ্র বৃষ্টিতে পড়িয়া
য সকল ছেলে বাঁচিত তাহারা খুব শক্ত হইত। অধিকাংশ
ান্তানই কঠোরতা সহনে অসমর্থ হইয়া অকালে প্রাণ পরিত্যাগ
করিত। এই অকাল মৃত্যুর কারণ কেহ খুঁজিয়া পাইত না
াহাও অজ্ঞতার দোষ। শিশুর প্রকৃত যত্ন সম্বন্ধে সে সকল
াতা যে একান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।
তাঁহারা সংসারের কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন অবসর মতে

যখন ইচ্ছা শিশুকে নাওয়াইতেন ও খাওয়াইতেন। সত্য বটে অনেকেরই অর্থের অসচ্ছলতা হেতু সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ কিম্বা রন্ধনাদির জন্য দাস দাসী রাখার ক্ষমতা হইত না, যাঁহাদের ক্ষমতা হইত তাঁহারাও ইহা অপব্যয় ও মাতার বাবুগিরি বলিয়া নিন্দার ভয়ে দাস দাসী রাখিতেন না সুতরাং শিশুদের অযত্ন হইত। বর্ত্তমান সময়ে সে সকল বিষয়ে অনেক সাবধানতা দৃষ্ট হইতেছে। তথাপি নবীনা মাতা দিগের শিশুপালন সম্বন্ধে অনেক বিষয় শিক্ষণীয় আছে। শিশু দিগের নিয়ম মত স্নানাহারই তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান উপায়, অতএব এ বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। স্নানের পূর্ব্বে সন্তানের সর্দ্দি আছে কি না দেখা উচিত, যদি সর্দ্দি থাকে স্নান করাইলে বিশেষ অনিষ্ট হয় অতএব সে সম্বন্ধে সাবধানতার প্রয়োজন।

শিশুর আহারের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও সময় থাকা আবশ্যক যে শিশু মাতার দুগ্ধে বর্দ্ধিত হয় তাহাকেও প্রথমে দুই ঘণ্টা অন্তর ক্রমে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর স্তন্যদুগ্ধ দেওয়া উচিত। গাভীর দুগ্ধও ঐ পরিমাণে দেওয়া দরকার। যত বয়স হইবে খাদ্যের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে সময়েরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক। অনেক মাতার মনের ধারণা যে শিশুকে যত খাওয়ান যায় ততই বলিষ্ঠ হয়, ইহা নিতান্ত ভ্রম, অতিরিক্ত আহারে শিশুর পাকস্থলী দূষিত হইয়া পরিপাক শক্তি হ্রাস পায়, অতএব তাহাতে সন্তান বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন হওয়ারই অধিক ভয়। শিশুর দেহ রক্ষা ও শরীরের পুষ্টি সাধন সম্বন্ধে মাতার অভিজ্ঞতা থাকা

চাই। এজন্য ভাল ভাল পুস্তকের সাহায্য ও বিজ্ঞলোকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। শিশু যতদিন মাতৃস্তন পান করে ততদিন মাতার সহিত শিশুর আরও নৈকট্য সম্বন্ধ থাকে। এজন্য শিশুর পীড়া হইলে মাতাকে সাবধান পূর্ব্বক স্নানাহার করিতে হয়। মাতার সহিত রুগ্ন হইলে অনেক সময় শিশুর জীবন রক্ষা কঠিন হয়। এ জন্য জননীর নিজের শরীরের প্রতি উদাসীন হইলে প্রকারান্তরে শিশুর অনিষ্ট সাধন ঘটিয়া থাকে। শিশুর জন্য আপনার শরীরের যত্ন করিতে হইবে প্রত্যেক মাতার এইরূপ ধারণা থাকা আবশ্যক। মাতার সহিত শিশুর রক্তের যোগ এজন্য শিশু পীড়িত হইলে যে সকল খাদ্য দ্বারা রোগ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভব তাহা মাতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অধিক রাত্রে শিশুকে খাইতে দেওয়া অনাবশ্যক। রাত্রি ৮৷৯ টার মধ্যে শেষ খাদ্য দিয়া সমুদয় রাত্রি যাহাতে নিরাপদে ঘুমাইতে পারে সেরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য। রাত্রিতে পাকস্থলীকে বিশ্রাম না দিলে উত্তমরূপ পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এতক্ষণ না খাইয়া শিশু মরিয়া যাইবে এই বলিয়া নবীনা মাতাদিগের ভয় পাওয়া অনর্থক। কোন কোন শিশু অত্যন্ত খাদ্য প্রিয়, অথবা অকারণ ক্রন্দন করে, ক্রমে ক্রমে তাহাদের অভ্যাস ফিরাইতে হয়।

মাতা নিতান্ত অসমর্থ না হইলে ধাত্রী রাখিয়া সন্তানকে দুগ্ধ পান করান উচিত নহে, কারন মাতার দুগ্ধের সঙ্গে মাতার স্বভাবের অনেক যোগ থাকে। ধাত্রীর শরীরে কিম্বা বংশে

অনেক মন্দ রোগ থাকিতে পারে যাহা পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় না, সেই রোগ ও স্বভাব শিশুর লাভ করা কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শিশুর স্নানাহারের ও সমুদয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল দাস দাসীর প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মাতার 'কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের অসাবধানতা বশতঃ শিশু সমুদয় রাত্রি আর্দ্রশয্যায় থাকিয়া পীড়িত হইতে পারে, স্নানাহারের অনিয়মে কত অনিষ্ট হইতে পারে কে বলিতে পারে? অতএব এ সকল বিষয়ে জননীর আলস্য বা অমনোযোগ করা অন্যায়। মাতার শরীর বাঁচাইবার জন্য কিম্বা মাতার বিলাসিতার জন্য শিশুকে ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করা অকর্ত্তব্য। মাতার যত্ন ও ধাত্রী এবং চাকরের যত্ন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেবল মাতার সাহায্যের জন্যই এ সকলের দরকার তাহাদের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মাতার কর্ত্তব্য নহে। দাস দাসীগণ কেবল কোলে পিঠে করিয়া বেড়াইতে জানে শিশুদিগের লালন পালন বিষয়ে ইহারা একান্ত অনভিজ্ঞ। দাস দাসীর অসতর্কতাতে কাহারো ছেলে জলে ডুবে, কাহারো ছেলে আগুনে পোড়ে, কাহারো ছেলে উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া গিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কাহারো ছেলে ট্রাম গাড়ীর তলে পড়িয়া মরিয়া যায়। এ সকল ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। শিশুগণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে মন্দ কথা ও মন্দ ব্যবহার শিক্ষা করে, বড় হইলে অনেক ছেলের সে সব দোষ সংশোধন করা কঠিন হয়। ছেলেদের

কিঞ্চিৎ বুঝিবার শক্তি হইলে আয়া বেয়ারার সংসর্গে যত কম রাখা যায় ততই ভাল। চৌরঙ্গীর ময়দান ও ওয়েলিংটন স্কোয়ার কিম্বা গোল দিঘীর পারে যখন আয়া বেয়ারাগণ ছেলে মেয়েদিগকে বেড়াইতে লইয়া যায় তখন তাহাদিগের মজলিস্ দেখিলে অবাক হইতে হয়। শিশুগণ যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইতেছে আয়া ও বেয়ারাগণ ঠাট্টা তামাসা ও গল্পে মগ্ন, বড় বড় ছেলে মেয়েরা তাহাই কান পাতিয়া শুনিতেছে একাগ্রতার সহিত দেখিতেছে। তাহারা আয়া বেয়ারার অনুকরণ সাধ্য মতে করিতে চেষ্টা করে। রোজ রোজ এ প্রকার রীতি নীতি দেখিলে নিশ্চয় ছেলেদিগের মন্দ অভ্যাস হয়, অতএব এ বিষয়ে পিতামাতার সাবধান হওয়া আবশ্যক। ছোট ছোট ছেলেগুলি বাক্যালাপের সময় বাধা দিলে আয়াগণ তাহাদিগকে কর্কশ বাক্যে শাসন করে, কখন কখন মারিতেও ছাড়ে না। অনেক সময় ছেলে দিগকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলে, রোজ রোজ এ প্রকার মিথ্যা কথা শুনিয়া শুনিয়া ছেলেরা সত্য কথার প্রতিও বিশ্বাস করিতে চায় না এবং মিথ্যা বলা যে কিছু অন্যায় কাজ তাহা একেবারেই বুঝিতে পারে না। অতএব এ সম্বন্ধে দাস দাসীকে শাসন করা অত্যন্ত আবশ্যক। পিতামাতারও এ বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। একবার ছেলেদিগকে দিব বলিয়া কোন জিনিষ না দেওয়া কিম্বা কোন প্রকার ছল চাতুরী তাহাদের সমক্ষে করা অতীব অন্যায়, তাহা দ্বারা ছেলেদের মন্দ শিক্ষা ও মন্দ অভ্যাস ক্রমেই বাড়ে,

এজন্য আমাদের দেশের ছেলেরা প্রায়ই মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী হয়। প্রথম হইতে পিতামাতা যদি এ বিষয়ে সতর্ক না হন, ছেলেদের ভাবী অমঙ্গল নিশ্চয়। সুমাতার সহবাসে সুসন্তান হয়। শিশুগণ যত অধিক সময় মাতার সঙ্গে থাকিতে পারে ততই মঙ্গল। আয়া বেয়ারার ও চাকর চাকরাণীর সঙ্গে যাইয়া মন্দ কথা, মন্দ আচরণ শিক্ষা করা অপেক্ষা বায়ু সেবন না করাও ভাল। নিজের বাড়ীতে বেশী জায়গা থাকিলে নিজের ছেলে মেয়ে দিগকে আয়ার সঙ্গে অন্যত্র পাঠান উচিত নয়। অভাব পক্ষে উপর তালার ছাদও বায়ু সেবনের পক্ষে উপযোগী। বর্ত্তমান সময়ে চাকর চাকরাণীগণ সেকালের চাকর চাকরাণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেকালের দাসী চাকর বহুকাল এক বাড়ীতে থাকিত ও নিতান্ত আপন জনের মত ব্যবহার করিত, সুতরাং তাহাদের উপর একটা ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইত। কিন্তু এখনকার চাকর আজ থাকিলে কাল নাই, তাহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ বদ্ধমুল হয় না। বেতন পায় কাজ না করিলে নয়, কোন প্রকারে মনিবকে বুঝাইয়া নিজের শরীর বাঁচাইয়া চলে, ইহাদের উপর সংসারের ভার দিলে দুই হাতে চুরী করে। অতএব জীবন সর্ব্বস্ব সন্তানের জীবনের ভার ইহাদের প্রতি সমর্পণ করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। শিশুদিগের কোন পীড়া উপেক্ষণীয় নহে, পীড়ার আরম্ভ মাত্র ঔষধ ও সাবধানতা চাই। সামান্য সর্দ্দি কাশী হইলেও কিছু নয় বলিয়া তুচ্ছ করা অন্যায়। অল্প প্রাণ

শিশু সামান্য উপেক্ষাতে শীঘ্রই কঠিন রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে। এজন্য প্রত্যেক মাতার কিয়ৎ পরিমাণে শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। শিশুদিগের পক্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অত্যন্ত উপকারী। ইহা খাইতেও [illegible] নহে, তাই ছেলেরা আহ্লাদের সহিত খায়। জননীগণ যদি সে সম্বন্ধে কয়েক খানা বই পড়িয়া ও কিছু দিন সুবিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করেন তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। কথায় কথায় ডাক্তার ডাকা যেমন ব্যয় সাপেক্ষ তেমন অসুবিধা জনক। সময় মত চিকিৎসা না হইলে পীড়া শীঘ্রই কঠিন হয়। কোন কোন স্থানে ডাক্তার পাওয়া যায় না, স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে এজন্য অনেক বিপদ ঘটে, নিজের অভিজ্ঞতা ও সঙ্গে ঔষধ থাকিলে বিশেষ সাহায্য হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অত্যন্ত উপকারী, ঔষধের মাত্রা ভুলক্রমে একটুকু বেশী পড়িলেও ভয়ের কারণ নাই। ইহা স্ত্রীলোকের বিশেষ শিক্ষণীয়। এজন্য এ দেশে কোন স্কুল হওয়ার আবশ্যক। এই শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীজাতি আপনার পরিবার, দাস দাসী ও গরীব দুঃখীর অনেক উপকার করিতে পারে। দুঃখের বিষয় এই আজ পর্য্যন্ত কৃতবিদ্য যুবকদিগের ইহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তাই ইহার কোন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। ইহা যে নিতান্ত আবশ্যকীয় শিক্ষা তাহা বলা বাহুল্য। প্রাচীনা গৃহিণীগণ হইতে টোট্‌কা ওষুধ কতক কতক শিক্ষা করা যায় সে গুলিও

বেশ উপকারী। কেহ কেহ বলিতে পারেন 'পীড়া হইলে ডাক্তার দেখাইলেই হয় সেজন্য আবার এত হেঙ্গাম কেন?' কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হয় যে ডাক্তার পাওয়া যায় না, পাইলেও ডাক্তার আসিতে আসিতে মৃত্যু উপস্থিত হয়। এ ভিন্ন কখন কখন এমন স্থানে যাতায়াত করিতে হয় যে সে সকল স্থানে ডাক্তারের নাম ও থাকে না। সে সময় নিজের অভিজ্ঞতা থাকিলে অল্প মাত্রা ঔষধে অনেক বিপদ কাটিয়া যায়। মাতার অজ্ঞতা দোষে পূর্ব্বে অনেক শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতা মাতার যত্নে শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যার অনেক হ্রাস হইতেছে। শিক্ষিতা রমণীগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা সন্তান পালন সম্বন্ধে অধিক পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। মাতার অজ্ঞতা শিশুদিগের পীড়া ও অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। সন্তানকে স্নেহ করা যেমন সহজ তাহার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা তেমন সহজ নহে। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ ও মঙ্গলেচ্ছা স্বাভাবিক, তদ্দ্বারা সকল মাতাই কোন না কোন প্রকারে সন্তান পালন করিতে পারে। সন্তানকে কেবল খাওয়াইয়া পরাইয়া বড় করিতে পারিলেই মাতার সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন হইল এরূপ মনে করা ভ্রম। সন্তানের বয়োবৃদ্ধি সহকারে মাতার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পায়। সমুদয় কর্ত্তব্য পালন করিতে গেলে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। শিশুর জীবন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতার কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃত হয়। যত প্রকার সৎ

শিক্ষা আছে, যত প্রকার সদ্‌গুণ একজনের চরিত্র হইতে অন্যের চরিত্রে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীই ভালবাসা। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা মাতৃজীবনে অদ্বিতীয়। এই অকৃত্রিম বাৎসল্য গুণে মাতা সন্তানের ভাবী জীবন গঠনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন; মাতার আদেশ, মাতার বাক্য, স্বর্ণাক্ষরে সন্তানের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকা যেরূপ নানাপ্রকার বাসনে পরিণত হয়, স্বর্ণকারের হস্তে কাঁচা সোণা যে প্রকার সুদৃশ্য অলঙ্কার প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়, মাতৃ হস্তে শিশু জীবনও সেই প্রকার গঠিত হইতে পারে। কথায় বলে "কাঁচা মাটী যাহা কর তাহাই হয়" কিন্তু সে বিষয়ে মাতার কার্য্যক্ষমতা ও গড়িবার শক্তি উপযুক্ত রূপ না থাকিলে সকলই বৃথা। মাতা যেমন শিশুকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, শিশুও মাকে আপনা হইতেই ভালবাসে, সে শিক্ষা স্বাভাবিক। মাতা অকৃত্রিম ভালবাসা দ্বারা সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়। যেমন মাতৃগর্ভে সন্তান রক্ষিত হয়, মাতৃ দুগ্ধে শিশু পালিত হয়, তেমন মাতৃ দৃষ্টান্তে সন্তানের চরিত্র গঠিত হয়। শিশু-জীবনের আদর্শ ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে পিতামাতা সংসারে বিরাজ করেন। পিতামাতার সদ্দৃষ্টান্তে যেমন সন্তান সৎ হয় তেমন মন্দ দৃষ্টান্তে সন্তান নষ্ট হয়। শিশুসন্তান স্বভাবতঃই অনুকরণ প্রিয়, তাহাদের সম্মুখে দোষগুণ ভালমন্দ সবই সমান। হিতাহিত বিবেচনাভাবে তাহারা সমস্তই অনুকরণ করে। পিতা-

মাতার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস তাই সর্ব্বাগ্রে পিতামাতার দোষ গুণ গ্রহণ করে। সেজন্য যাহাতে কোন মন্দ কথা তাহাদের কর্ণগোচর না হয়, মন্দ ব্যবহার চক্ষে না দেখে, মন্দ সংসর্গে পতিত না হয় সেজন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। নিজের আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। গল্পচ্ছলে সর্ব্বদা সাধু চরিত্রের দৃষ্টান্ত ও সদাচরণের পুরস্কার বিষয়ে সন্তানদিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত। শিশুর সরলভাব অতি মধুর। শিশুকে বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলিতে শুনিলে কাহার না বিরক্তির উদয় হয়। বেশী বড় বড় কথা শিখিয়া জ্যাঠামী করিলে শিশুকে কেহ ভালবাসে না। শিশুর সমস্ত সরল নিঃস্বার্থভাব দেখিলে সকলের মনেই আনন্দ হয়। অকাল পরিপক্কতা শিশু জীবনের কলঙ্ক স্বরূপ, যাহাতে শিশুদিগের এ দোষ না ঘটে সেজন্যও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

অল্পবয়সে অনেক উপদেশ ও বক্তৃতা করিয়া শিশুদিগকে জ্ঞানী করিতে চেষ্টা করা অন্যায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত এসকল জ্ঞান ও ধারণাশক্তি আপনা হইতেই হয়। শিশুকে বৃদ্ধের ধারণাশক্তি শিখাইতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। যেমন অনেক টানিলে রশি ছিঁড়িয়া যায় তেমন অনেক জোর করিয়া শিশুর ধারণাশক্তি বাড়াইতে গেলে বিপরীত ফল ফলে। এজন্য বয়স ও ক্ষমতা বুঝিয়া তদনুরূপ শিক্ষাই যথার্থ উপযোগী। শিশুর পক্ষে মাতৃ সহবাস যেমন আবশ্যক, মাতার পক্ষে শিশু সহবাসও তেমন প্রীতিকর। মাতার চরিত্রের সদ্‌গুণ ও

কোমলতা শিশুর ভাবী জীবন গঠনের অঙ্গ স্বরূপ। শিশুর জীবনের সদ্‌গুণ দ্বারাও সময় সময় মাতার.শিক্ষা হইয়া থাকে। মাতা যেমন সন্তানের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন তেমন অন্যে পারে না. এজন্য মাতা সকল বিষয়েই সন্তানের প্রধান গুরু। সুমাতা দ্বারা সন্তান সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। কুমাতার দৃষ্টান্ত সন্তানের পক্ষে সাংঘাতিক। শিশুর নিকট মাতৃস্নেহ অপেক্ষা সুমিষ্ঠ ও প্রীতিকর আর কিছুই নহে। শিশু মাতৃস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া মাতার গুণ সকল স্বইচ্ছায় গ্রহণ করে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে মাতার সহবাস দ্বারা মাতৃ চরিত্রের অনুকরণ করিয়া থাকে ; তজ্জন্য সরল ও মিষ্ট বাক্যে শিশুর সহিত বাক্যালাপ করা উচিত, তাহারা উৎসুক হইয়া কোন কথা জানিতে চাহিলে বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিয়া সরল ভাবে তাহার অর্থ শিশুকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, ইহা দ্বারা শিশুদিগের জানিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়. এবং ক্রমে ক্রমে শিক্ষা লাভ করে। যে সকল শিশু মাতার সঙ্গে থাকিতে পায় না তাহাদের মাতার প্রতি তেমন ভালবাসা হয় না, বড় হইয়া তাহারা সেরূপ মাতৃস্নেহ অনুভব করিতে পারে না। শিশু-কাল হইতেই মাতার সঙ্গে এক প্রকার ছাড়া ছাড়া ভাব হয়। কোন কোন মাতা সন্তানগণকে নিজের কাছ থেকে দূরে দূরে রাখিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়, শিশু নিকটে আসিলেই বিরক্তি ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক "যা বেয়ারার কাছে, যা আয়ার কাছে, যা তোর শ্যামা দাদার কাছে" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া

সন্তানকে দূর করিয়া দেয়। ইহা মাতৃভাব ও মাতার আচরণের বিরুদ্ধ। ইহা দ্বারা সন্তানের মনঃ ক্ষুণ্ণ হয়, অনেক জননী ভ্রমেও একবার এ সকল ভাবেন না। তাহাদের আপনার শরীর বাঁচাইয়া চলিতে পারিলেই সকল সুখ পূর্ণ হইল, স্বামীর অর্থের সদ্ব্যয় হইল। এসকল মাতার দৃষ্টান্ত অতি জঘন্য। কোন কোন মাতা সন্তানের যথার্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি করেন না, কেবল সিল্ক শাটীন পরাইতে পারিলেই সন্তুষ্ট হন, সত্য বটে ভদ্রতা রক্ষার জন্য সময় সময় ভাল কাপড়ের প্রয়োজন হয়, সেই প্রয়োজন সমাধা হইলে তাহা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত কিন্তু জননীর আলস্য ও অমনোযোগ বশতঃ ছেলেরা ভাল কাপড় গুলি নষ্ট করিয়া ফেলে, আবার যখন ভদ্রতা রক্ষার জন্য ভাল কাপড়ের আবশ্যক হয় তখন তাহাদের ময়লা কাপড় পরিয়াই যাইতে হয়। এ প্রকার জননীর দৃষ্টান্তে সন্তানগণ কেবলই বিশৃঙ্খলতা শিক্ষা করে।

পূর্ব্বকালের জননীগণ যেমন অনাবৃত দেহে সন্তানগণকে রাখিতেন বর্ত্তমান সময়ে তাহার বিপরীত দেখা যায়। কেহ কেহ গ্রীষ্মকালেও এক বোঝা কাপড় শিশুর গায়ে চাপাইয়া রাখিতে ভালবাসে। শীতই হউক আর গ্রীষ্মই হউক সকল সময় সমান ভাবে বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। শীতকালে অনাবৃত দেহে থাকিলে সহজেই সর্দ্দি কাশী ও জ্বর হয়। গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত কাপড় ও জুতা মোজা নিয়ত পরিধান দ্বারা ঘর্ম্ম হইয়া শরীরের রক্ত জল হইয়া যায় তদ্দ্বারা শিশু দুর্ব্বল হয়।

আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীত গ্রীষ্ম সকল সময় সমভাবে অনেক বস্ত্র ব্যবহার করা কঠিন, এ সম্বন্ধে শীত প্রধান দেশীয় ইংরাজ দিগের সম্পূর্ণ অনুকরণ মঙ্গল জনক নহে। ঋতুর পরিবর্ত্তন হেতু সময় সময় মন্দ বাতাস বহে তাহাদ্বারা শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে, এজন্য একটা লংক্লথের পাতলা কামিজ ও জাঙ্গীয়া সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। শীতকালে অবশ্য গরম কাপড় পরিধান করা বিধেয়। শিশুদের বস্ত্র পরিবর্ত্তনের ভার দাস •দাসীর উপর ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে কারণ তাহারা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাই সর্ব্বদাই বিপরীত কাজ করে; অতএব একার্য্য মাতার নিজেরই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই শিশুসন্তানের বিদ্যারম্ভ হওয়া উচিত। প্রথমতঃ মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্ব-প্রথমে মাতৃভাষা না শিখিলে পরে আর তেমন শিক্ষার সুযোগ ঘটে না। কারণ স্কুলে ভর্ত্তি. হইলেই কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হয়, তখন বাঙ্গলা শিক্ষা বিষয়ে তেমন একটা যত্ন থাকে না। মতৃভাষা না জানা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব সন্তান যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। বাঙ্গলায় একটুকু প্রবেশ করিতে পারিলে পরে ইংরাজী সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে। প্রথমেই ইংরাজী আরম্ভ করিলে বাঙ্গলা শিক্ষা আর হয় না। ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলে বাঙ্গলা

শিক্ষার একেবারেই সুবিধা হয় না, এই কারণে বাঙ্গলা ভাষা লোপ হওয়ার মধ্যে আসিয়াছে। এই ভাষার বিনাশ সাধন অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ সন্দেহ নাই, অতএব প্রত্যেক মাতার ইহার পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। কেবল শিশুকালে সন্তানের শিক্ষার ভার মাতার উপর থাকে কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে পুত্রের শিক্ষার ভার পিতার স্বয়ং গ্রহণ করা উচিত। কন্যাসন্তানকে মাতা সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষা দিতে হইলেই পুত্রকন্যা উভয়কেই শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। কেবল শিক্ষকের উপর ভার দিয়া পিতা মাতা একবারে নিশ্চিন্ত থাকিলে সন্তানের উপযুক্ত রকম শিক্ষা হয় না। অনেক পিতাই ইহাকে নিজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করেন না। "বিষয় কার্য্য করিয়া অবসর নাই" ইত্যাদি বাক্যে নিজের দোষ কাটাইয়া দেন। ইচ্ছা থাকিলে সময়ের অভাব হয় না; যেরূপেই হউক নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে এরূপ দৃঢ়তা থাকিলে জীবনে অনেক কার্য্য করা যায়। পুত্রের চরিত্র শোধন ও ভাবী জীবন গঠন পিতারই কার্য্য। পুত্রের বয়স হইলে পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া মাতার পক্ষে কঠিন হয়, কোন কোন উদ্ধত-প্রকৃতি পুত্র মাতাকে ভয় করে না কিন্তু পিতাকে ভয় করে। কুসংসর্গ হইতে সর্ব্বদা সন্তান সন্ততিকে দূরে রাখা উচিত, পাড়ার মন্দ ছেলেদের সহিত মিশিতে দেওয়া অন্যায়, এজন্য চক্ষু লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হয়।

পিতার সহিত পুত্রের স্বভাবের যেমন নিকট সম্বন্ধ মাতার সহিত কন্যারও তেমন। অতএব পুত্রকন্যার শিক্ষার ভার পিতা মাতার বিভাগ করিয়া লইতে হয়। পিতা যদি পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে মনোযোগ না করেন আশানুরূপে শিক্ষালাভ পুত্রের পক্ষে অসম্ভব হয়। অতএব এবিষয়ে উদাসীন হওয়া পিতার অন্যায়। মাতা কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা ও অন্যান্য সৎশিক্ষা যথারীতি প্রদান করিবেন বটে তৎসঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্ম শিখাইতে বিস্মৃত হইবেন না। ইহা নারীজীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। কন্যাকেও একসময় স্ত্রী হইতে হইবে, মাতা হইতে হইবে, গৃহিণী হইতে হইবে, সে সময় যেন ঠেকিতে না হয়। সন্তানের বয়োবৃদ্ধি সহকারে মানসিক বৃত্তি সকল সতেজ ও বিকসিত হইলে তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করা কর্ত্তব্য। শিশুকাল হইতেই মনে ধর্ম্মভাব নিহিত ও রক্ষিত হইলে কুঅভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি সকল দূরে পলায়ন করে। সেই ধর্ম্মবীজ হৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থিতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পরিশেষে ফল ফুলে সুশোভিত করে, সে দৃশ্য অতি মনোহর। একেই শিশুজীবন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক তাহাতে ধর্ম্মভাব পূর্ণ হইলে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মভাব যেমন সহজে মুদ্রিত হয় বড় হইলে তেমন হয় না। এজন্য যেমন ভাল ভাব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় মন্দ ভাবও সে প্রকার হয়। শিশুদিগকে আদর যত্নের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শাসন করাও উচিত, নতুবা

কথার অবাধ্য হয়। এজন্য সময় সময় তাড়না করাও অন্যায় নহে। কিন্তু অনেক মাতা সময় সময় গুরু পাপে লঘুদণ্ড ও লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি পরিবারের অন্যের উপর বিরক্ত হন, তাহাদিগকে কিছু বলিতে না পারেন, তবে শরীর মনের ঝাল শিশুর উপর ঢালেন, ইহা অত্যন্ত অন্যায়। শিশুকে শাসন করা কেবল তাহারই মঙ্গলের জন্য আপনার রোষ প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধনের জন্য নহে ইহা প্রত্যেক জননীর মনে থাকা আবশ্যক। শিশুর কোমল শরীর, তাহাতে গুরুতর আঘাত কখনও সহ্য হয় না। শিশুর অন্যায় অভ্যাসের দমনার্থেই সময় সময় শাস্তি প্রদান করিতে হয়, মাতার রাগ প্রকাশের জন্য নয়। মাতা না বুঝিয়া শুনিয়া সন্তানকে সর্ব্বদা প্রহার করিলে তাহারা অধিকতর নির্লজ্জ হয়। অতএব কাহারও সাক্ষাতে বিশেষতঃ শিশুর সঙ্গী কোন বালক বালিকার সাক্ষাতে তাহাদিগকে প্রহার করা উচিত নয়, ইহাদ্বারা তাহাদের লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায় ও পুনঃ পুনঃ অন্যায়াচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বৃদ্ধের ন্যায় শিশুদিগেরও একটা আত্মগৌরব আছে তাহা রক্ষিত হওয়া উচিত।

শৈশবকাল হইতে যৌবনে পদার্পণ পর্য্যন্ত, যতদিন তাহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ না হয়, ততদিন সন্তানের স্বাস্থ্যবিধান, শিক্ষাদান, চরিত্র গঠন এ সমস্ত গুরুতর দায়িত্ব পিতামাতার স্কন্ধে থাকে।

সন্তান বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানে ধর্ম্মে যথার্থরূপে উন্নত হইলেই তাহাদের বিবাহ দেওয়া উচিত। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে তাহাদের উন্নতির ব্যাঘাত হয় ইহা প্রত্যেক পিতামাতার জানা উচিত। সন্তানের বিবাহ কেবল পিতামাতার আমোদের জন্য নহে, ইহার উপর সন্তানের ভাবী জীবনের সুখ দুঃখ সমুদয় নির্ভর করে। অতএব বিবাহ তাহাদের নিজের ইচ্ছানুরূপই হওয়া উচিত, কেবল ইহার নির্ব্বাচনে যাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে সেজন্য পিতা মাতার সহায়তার প্রয়োজন। সন্তানের অনিচ্ছায় বিবাহ স্থির করা পিতা মাতার যেমন অন্যায়, পিতা মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া বিবাহ করা সন্তানেরও অত্যন্ত অন্যায়, এইজন্য প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই অশান্তি ঘটিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বকালে পুত্রের বিবাহ দ্বারা মাতার গৃহ কর্ম্মের সহায়তা হইত, ঘরে বধূ আসিলে গৃহিণীর কার্য্যভার লঘু হইত। বর্ত্তমান সময়ে আর সে আশা নাই। হিন্দু ঘরের ছেলেরা পর্য্যন্ত সামান্য উপার্জ্জনক্ষম হইলেই স্ত্রী লইয়া বিদেশবাসী হয়। অতএব পুত্রের বিবাহ দ্বারা পিতামাতার বিশেষ কোন সুবিধা দেখা যায় না, সুতরাং এজন্য তেমন ব্যাকুলতার কোন কারণ নাই, তাহাদের আপনার সময় ও সুবিধানুসারে একার্য্য সমাধা হওয়াই কর্ত্তব্য। কন্যার বিবাহের জন্য পিতামাতাকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়, সৎপাত্রে শিক্ষিতা সচ্চরিত্রা কন্যা সমর্পণ করিতে পারিলেই যথার্থ শান্তি লাভ হয়। পুত্র উপার্জ্জনক্ষম

না হওয়া ও কন্যার বিবাহ না দেওয়া পর্য্যন্ত পিতা মাতার মস্তকের গুরুতর ভারের লাঘব হয় না।

সংসারে সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আপনার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বিস্মৃত হওয়া গৃহিণীর উচিত নহে। আজীবন পিতামাতাই সন্তানের মঙ্গল সাধন করিবেন সন্তানের সেরূপ মনে করা অন্যায়। বৃদ্ধকালে সন্তানই বল ভরসা। পিতামাতার যতদিন শরীরে বল থাকে ততদিন কোন ভাবনাই থাকে না বার্দ্ধক্যে ও পীড়াতে শরীর ক্ষীণ ও জরাজীর্ণ হইলে পিতামাতা সন্তানের সেবা যত্ন প্রত্যাশা করেন। সে সময় সন্তানগণ স্বইচ্ছায় যদি পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা না করে তবে তাহাদিগকে কৃতঘ্ন বই আর কি বলা যাইতে পারে। সন্তান পিতামাতার স্নেহ ক্রোড়ে আজীবন রক্ষিত হইয়া সুখ ভিন্ন দুঃখের বার্ত্তা জানে না. সন্তানের লালন পালন হেতু মাতার শরীরের রক্ত জল হইয়াছে, অনাহারে অনিদ্রায় কত রজনী কাটিয়াছে, নিজের মুখের গ্রাস, অঙ্গের বস্ত্র দিয়া সন্তানের অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। সন্তানের মঙ্গল সাধনই পিতামাতার স্বাভাবিক ইচ্ছা; দুঃখ বিপদ হইতে নিজের প্রাণ দিয়াও সন্তানকে রক্ষা করেন, বৃক্ষরূপে শীতল ছায়া দান করেন, শান্তিরূপে গৃহে বিরাজ করেন, মায়ের শরীরের বাতাসে সন্তানের শরীর শীতল হয়, মাতার কোমল সুমিষ্ট স্নেহদ্বারা সন্তানের সমুদয় অভাব পূর্ণ হয়। সংসারে মাতার প্রয়োজন যদি এত অধিক না হইত তবে মাতৃহীন শিশুর দুঃখে লোক

এত দুঃখিত হইত না। মাতার ন্যায় স্নেহ যত্ন অন্য কেহ করিতে পারে না, তাই মাতৃ বিয়োগে শিশুর কষ্ট অতি ভয়ঙ্কর। সে জন্যই মাতৃহীন শিশুর প্রতি সাধারণ লোকের এত দয়া ও সহানুভূতি। অতএব বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের প্রতি সেবা ও ভক্তি শ্রদ্ধা করা সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য। পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। পিতা মাতা মূর্খ হইলেও তুচ্ছ করা অন্যায়। তাহারা বোকা কিছু বোঝে না, ইত্যাদি বাক্য তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করা অন্যায়। পিতামাতা মূর্খই হউক বা নির্ব্বোধই হউক তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে যাওয়া সন্তানের নিজ মূর্খতার পরিচয় মাত্র। পিতামাতার কাছে নম্রভাবে কথা বলা উচিত উচ্চ ও অসম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে, তাঁহাদিগের ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, রোগে সেবা ও শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিবে; পিতামাতা সন্তানের নিকট অধিক কিছু প্রার্থী নহেন. নিতান্ত অভাব হইলে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন, শক্তিহীন হইলে আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন এইমাত্র প্রার্থী। কেহ কেহ বলিতে পারেন ইহা চাকর চাকরাণীর দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে। শিশু পালন সময়ে যেমন পিতামাতার দাস দাসীর প্রতি নির্ভর করিলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতিও সন্তানের দৃষ্টি না থাকিলে তাঁহাদের উপযুক্তরূপ যত্ন হয় না। দাস দাসীগণ চুণ চাহিতে নুন আনিয়া দিলে বৃদ্ধের ধৈর্য্য থাকে না। অনেক

সময় দেখা যায় অধিক বয়স হইলে বৃদ্ধ ছেলের ন্যায় আবদারে হইয়া উঠে, সে সময় তাঁহাদের মন বুঝিয়া চলা ভৃত্যের কার্য্য নহে। এরূপ পিতামাতা যদি কিছুকাল সংসারে বাঁচিয়াও থাকেন তবে তাহাদিগকে গলগ্রহ মনে করা অন্যায়। আপন কর্ত্তব্য ভার অন্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে পিতামাতার নিশ্চয় কষ্ট হইবে, পিতামাতার জন্য যদি নিজের সুখের ত্রুটি ও কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহাও অম্লান বদনে করা উচিত। কোন কোন ছেলে মেয়েরা দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বিনীত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সর্ব্বদাই আপনার মতকে অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখিতে নিতান্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভালই হউক আর মন্দই হউক নিজের জেদ রক্ষা করিতেই হইবে, তাহাদের প্রতিজ্ঞা অটল, তাহারা সর্ব্বদাই পিতামাতার অবাধ্য হয়। পিতামাতা হিত বলিলে অহিত জ্ঞান করে, সামান্য কারণে পিতামাতাকে শত্রু জ্ঞান করে, নিজেকে সকল বিষয়ে উচ্চ ও জ্ঞানী মনে করে। পরনিন্দা ও আত্ম প্রশংসা তাহাদের জীবনের ব্রত হয়, নিজের স্বার্থের সামান্য ত্রুটী হইলে সহ্য করিতে পারে না। এপ্রকার সন্তান সন্ততি জগতে অতি দুর্ভাগা, তাহাদের নিজের মনেও সুখ থাকে না পিতামাতাকেও সুখী হইতে দেয় না। সকল পিতামাতাই সুসন্তান কামনা করে কিন্তু সকলের ভাগ্যে সমান ঘটে না তাই সুখ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সকল অবস্থায়ই যিনি আপনার কার্য্য সকল অম্লান বদনে যত্ন পূর্ব্বক পালন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ আদর্শ কন্যা, আদর্শ মাতা ও আদর্শ স্ত্রী

এবং আদর্শ গৃহিণী। জগতে কাহারো সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ নিয়ত তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হয়, তিনিই জগতে ধন্য।

পুরুষের কর্ত্তব্য।

এ সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের কর্ত্তব্য কার্য্য সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। উভয়ের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতানুসারে ঐ সকল কার্য্য বিভক্ত করা হইয়াছে। নতুবা পরস্পরের কার্য্যে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। স্ত্রীলোকাপেক্ষা পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র আরও বেশী গুরুতর ও বিস্তৃত কিন্তু অনেকেরই তাহার পালন সম্বন্ধে উপযুক্ত যত্ন দেখা যায় না। গৃহকর্ম্ম ও সন্তান পালন স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য। গার্হস্থ্য জীবনে অর্থোপার্জ্জন ও পরিবার প্রতিপালন পুরুষের কর্ত্তব্য। শিশুকাল হইতেই পুরুষ জাতির বিদ্যাশিক্ষার মূলে এই উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। বিদ্যাশিক্ষা ভিন্ন মনুষ্যের জ্ঞানের বিকাশ হয় না, কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না, কুসংস্কার ও মনোমালিন্য দূর হয় না। কি পারিবারিক কি সামাজিক সকল প্রকার উন্নতি সাধনের মূলই বিদ্যা তথাপি অর্থোপার্জ্জনকে ইহার প্রধান অঙ্গ বলিতে হইবে। কারণ সাংসারিক সুখলাভের জন্য অর্থ সকলেরই প্রধান অবলম্বন। এই অর্থের জন্য সমস্ত

সংসার লালায়িত। অর্থ লাভেচ্ছা না থাকিলে কাহারও কোন কাজে যত্ন ও মনোযোগ হয় না। অর্থলাভের অনাবশ্য-কতা বোধ হেতু ধনী সন্তানদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তেমন যত্ন ও উৎসাহ হয়, না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় রাজা কিম্বা জমিদারদিগের মধ্যে অনেকেই উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মূর্খতা বশতঃ সম্পত্তির শাসন ও সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া পড়েন, সুতরাং সুশৃঙ্খলার অভাবে অতুল বিভব অল্পকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়। লেখাপড়ার প্রতি প্রত্যেকের যত্ন থাকিলে কখন এই প্রকার ঘটিত না। কেবল অর্থ থাকিলে কি হয়! সুশিক্ষাজনিত বুদ্ধির অভাবে অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয় হয় না। জমিদার তনয়দিগের যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা হয় কেবল জমিদারি শাসনেরই জন্য, তাহাও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কেবল আত্মোন্নতি কিম্বা দেশোন্নতির জন্য প্রায় বিদ্যাশিক্ষা হয় না তাহা হইলে ধনী সন্তানদিগের মূর্খতা জনিত এ প্রকার দুরবস্থা ঘটিত না। যে স্থলে অর্থাভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ চলে না সে স্থলে যেমন শিক্ষায় যত্ন হয় তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। অনেক বড় বড় লোকের জীবনের পূর্ব্ব ঘটনা সকল জানিতে গেলে দেখা যায় যে অনেকেই গরিবের সন্তান ছিলেন। কেহ পরের বাড়ী পাচকের কার্য্য করিয়া সামান্য অন্ন বস্ত্র লাভ দ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, কেহবা অল্প বেতনে শিক্ষকের কাজ করিয়া কঠিন পরিশ্রম দ্বারা নিজের শিক্ষা সম্পন্ন করিয়াছেন। একখানি বইএর

দাম জুটাইতে পারেন নাই কিম্বা রাত্রি জাগিয়া পড়িবার জন্য সামান্য প্রদীপটী জ্বালিবার সম্বল ছিল না। তাঁহারাই এখন উচ্চ পদারূঢ়। তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়, তাঁহাদের সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা অতুলনীয়। বর্ত্তমান সময়ে আবার তাঁহাদেরই পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে পিতৃ পিতামহের ন্যায় উচ্চাভিলাষ (Ambition), দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার বিশেষ অভাব দৃষ্ট হইতেছে। ইহার কারণ কি? একবার স্থিরচিত্তে ভাবিলে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে শিশুকাল হইতে পিতার অতুল সম্পদের মধ্যে নানা রকম সুখ সচ্ছন্দতায় বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের অর্থের অভাব ও আবশ্যকতা জ্ঞান হয় না। এজন্য শিক্ষার প্রতি তাহাদের তেমন যত্ন থাকে না, এমন কি অনেক যুবক উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমন করিয়াও বিশেষ ফল-লাভে সমর্থ হন না, কেবল পিতার বহুকষ্টোপার্জ্জিত অর্থরাশি বৃথা নষ্ট করিয়া পিতামাতার ক্ষোভের কারণ হয়। ইহাদ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ জীবনেরও বিশেষ অমঙ্গল সাধন হইয়া থাকে। অন্তরে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিতে না পারিলে উপদেশ দান ও অর্থব্যয় বৃথা। অনেক পিতা মাতা নিজেদের কষ্টস্বীকার করিতে হইলেও পুত্র দিগের শিক্ষার ব্যয় অকাতরে প্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু সকলের আশা পূর্ণ হয় না। অতিরিক্ত সুখসচ্ছন্দতা ভোগই যে এ প্রকার শিক্ষা সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ তার কোন সন্দেহ নাই। যে সকল ধনীগৃহে অতিরিক্ত কার্পণ্য প্রযুক্ত

পুত্রকন্যাগণ ভোগ বিলাসিতা মোটেই ভোগ করিতে পায় না তাহারা বরং এতদপেক্ষা অধিকতর শিক্ষায় মনোযোগী হইয়া থাকে। অতএব যতদূর উপলব্ধি করা যায় তাহাতে বোধ হয় যে অতিরিক্ত ভোগবিলাস বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ প্রতিবন্ধক তাহার কোন সন্দেহ নাই। অর্থের আবশ্যকতার জ্ঞানই অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা বৰ্দ্ধিত করে। বিদ্যোপার্জ্জন সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র সোপান স্বরূপ, অভাব জ্ঞান হইলে বিদ্যা-লাভ অনেক সহজ হয়।

বাল্যকালই বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত সময় এসময় চলিয়া গেলে ইহার প্রকৃত উন্নতি সাধন কঠিন হয়। বাল্যকালে অতিরিক্ত গানবাজনা ও খেলায় মন নিবিষ্ট হইলে শিক্ষাসম্বন্ধে ঔদাসীন্য জন্মে, ইহাই ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে। অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যে যেমন অবস্থাপন্ন হউক না কেন পুরুষ জাতিকে আপনাপন শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতানুসারে কার্য্যোপযোগী করাই কর্ত্তব্য, যাহাতে কোন প্রকারে অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের ভাবী জীবনের অনিষ্ট সাধন করা না হয়, তজ্জন্যও সাবধান হইতে হইবে। কোন কোন ছেলে স্বার্থপর ও গর্ব্বিত হয়। অর্থাৎ কথায় কথায় আপনার পিতার ধন মানের গৌরব করিয়া থাকে, সে সকল দোষান্বেষণ করিয়া সংশোধন করাও একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পিতার পদ গৌরব কিম্বা পিতার ধনমানে গৌরবান্বিত হইয়া যাহাতে অন্য ছেলেদিগের উপর তুচ্ছ তাচ্ছল্য ভাব

প্রকাশ না করে তদ্বিষয়ে সাবধানতা চাই। এভিন্ন চুরি করা, মিথ্যাকথা বলা, প্রভৃতি আরো কতগুলি দোষ শৈশবে ঘটিয়া থাকে, সে সকল দোষের তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা ও ভবিষ্যতে যাহাতে সে প্রকার না ঘটে সে বিষয়ে পিতা মাতার সতর্কতা আবশ্যক। শিশু কালে অনেক ছেলের চরিত্রেই নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ঘটে, কোন কোন পিতা মাতা সে সকল তুচ্ছ করেন ও বলেন "বড় হইলেই সব সারিয়া যাইবে" কিন্তু দোষ সকল ক্রমে শিশু চরিত্রে বদ্ধমূল হইলে তাহার পরিবর্ত্তন সহজ হয় না।

অতএব শিশু চরিত্রের সামান্য দোষ সকলও উপেক্ষণীয় নহে। সদুপদেশ ও সৎশিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে সে সব দোষ দেখাইয়া দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করা কর্ত্তব্য।

এ সংসারে পুরুষ জাতিরও পিতামাতা, ভাই ভগিনী ও স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির উপর যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। এ ভিন্ন আত্মীয় বান্ধব ও সমাজের উপর ও যথেষ্ট কর্ত্তব্য সাধন প্রয়োজন হয়। বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রখরতা থাকিলে এসকল কার্য্য যত সহজ হয় তদভাবে তেমন হয় না। বৃদ্ধ পিতা মাতার উপর পুত্রের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর, কারণ তাঁহারাই পুত্রের সকল প্রকার উন্নতির মূল। তাঁহাদিগকে ভক্তি করা, তাঁহাদের আজ্ঞাপালনকরা এবং রোগে সেবা ও শোকে সান্ত্বনা দান পুত্রেরই কর্ত্তব্য, কারণ বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রই পিতামাতার যষ্টি-স্বরূপ। সমস্ত আশা ভরসা পুত্রের উপর স্থাপন করিতে পারি-

লেই বৃদ্ধ পিতামাতা মনের সুখে অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে পারেন। অতএব এস্থলে পুত্রের কর্ত্তব্য কত গুরু-তর স্থিরচিত্তে একবার ভাবিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিম্বা ভগিনীর শিক্ষার ভারও অনেক সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে গ্রহন করিতে হয় ইহাও কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। ভ্রাতাকে যথাসাধ্য শিক্ষা দেওয়া উচিত কিন্তু উপার্জ্জন ক্ষম হউক আর না হউক বিবাহ দিয়া মূর্খ ভ্রাতার পরিবার পর্য্যন্ত পালন করিতে হইবে, পূর্ব্ব প্রচলিত এ নিয়মের পোষকতা করা জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য নহে। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগি-নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই হইবে ইতি মধ্যে তাহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। আত্মীয় বান্ধব দিগকে সময়োচিত সাহায্য করা কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। দীন দুঃখীকে দান করা কর্ত্তব্য। দয়া পরমধর্ম্ম, একের প্রতি অন্যের দয়া না জন্মিলে কাহারো বিপদুদ্ধার কিম্বা কষ্টের উপশম হয় না।

আপন গৃহের মঙ্গলোন্নতি সাধন যেমন আবশ্যক তেমন সমাজের কল্যাণ সাধন ও তজ্জন্য মানসিক কিম্বা কায়িক পরি-শ্রম প্রয়োজন, ইহা দ্বারা সমাজে সদৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। চিন্তা-শীল পরোপকারী বুদ্ধিমান লোকের দ্বারাই সমাজ স্থাপিত হয়; সমাজের মঙ্গলেচ্ছা তাহাদের অন্তরে না থাকিলে সমাজের মঙ্গলোন্নতি সাধন কখন হইতে পারে না। এ সংসারে মনুষ্যকে নানাপ্রকার কর্ত্তব্য সাধন লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, কিন্তু তন্মধ্যে বিবাহ বন্ধন ও তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অধিক

গুরুতর। এই সম্বন্ধ দ্বারা মনুষ্য এ সংসারে বিশেষ জড়িত হয়। অনেকেই বিবাহ করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালনের দিকে দৃষ্টি পাত করে না, স্ত্রীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করে না। যতদিন বিবাহের নূতনত্ব থাকে ততদিন মুগ্ধ থাকে. সেই টুকু চলিয়া গেলে আপন স্বভাবসিদ্ধ প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে। কোন কোন পুরুষ অত্যন্ত কর্কশ প্রকৃতি হয়, তাহারা স্ত্রীর প্রতি সদাই অসন্তুষ্ট থাকে. সুবিধা পাইলেই যার তার কাছে স্ত্রীকে অকর্ম্মণ্য মূর্খ নির্ব্বোধ ইত্যাদি বাক্যে তিরস্কার ও নিন্দা করে। ইহা তাহাদের নিতান্ত ভ্রম. কারণ ইহা দ্বারা স্ত্রীর চরিত্র শোধনের কোন সহায়তা করে না বরং অনিষ্ট সাধন করে। এ প্রকার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দ্বারা স্ত্রীর মনের অবস্থা আরো বিকৃত হয়। উপযুক্ত রকম সদুপদেশ ও সৎপরামর্শের অভাবে মন্দ প্রবৃত্তি সকল ক্রমে বৃদ্ধি পায়, সৎস্বামী কোথায় সে সকল দোষের মূলোৎপাটন করিতে চেষ্টা করিবে না দুর্ভাগিনী স্ত্রীকে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছুক। ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। এ দেশের স্ত্রীগণ স্বামীকেই একমাত্র সংসারে অবলম্বন মনে করেন, স্বামী হইতে একটুকু আদর যত্ন পাইলেই আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। স্ত্রীহৃদয় নিতান্ত কোমল ও প্রেম-প্রয়াসী তাহাদিগকে ভাল করিতে হইলে বা বশ করিতে হইলে অকাতরে প্রেমদানই তাহার একমাত্র ঔষধ। অসরল ও কর্কশ ব্যবহারের দ্বারা কেহ কখন কাহারো চরিত্র শোধন করিতে পারে না। স্ত্রীর প্রতি মন্দ ব্যবহার করিয়া কোন

পুরুষ সুখী হইতে পারে না। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই সাংসারিক সুখের মূল স্ত্রী। কথায় বলে "স্ত্রী গৃহের শ্রী" স্ত্রী ভিন্ন গৃহ শ্মশান সমান, স্ত্রীর প্রতি প্রেম থাকিলে সংসারে সুখ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বকালে পতি ও পত্নীতে যে সম্বন্ধ ছিল বর্ত্তমান সময়ে আর সেরূপ ঘটে না, স্ত্রী দাসীর ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে ভালমন্দ কোন বিষয়েই মতামত প্রকাশ করিবে না, পুরুষেরা সকল বিষয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন এমতাবস্থায় পরস্পরের মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম কখন হইতে পারে না। প্রভুর ভাব অতীব উচ্চ, দাসীর ভাব অতি নীচ। দাসী ও প্রভুর যে সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পত্যপ্রেমের আভাস নাই, অতএব এমতাবস্থায় পরস্পরের প্রেমের উচ্চভাব ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কোন স্ত্রী বা পুরুষ সে ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, স্ত্রীকে আপনার শরীর ও মনের অর্দ্ধাঙ্গিনী করিতে না পারিলে প্রেমের বন্ধন কখন দৃঢ় হয় না। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে পতি ও পত্নীর সম্বন্ধ মধ্যে যে গভীর উচ্চভাব তাহা রক্ষিত হয় না। প্রত্যেক পুরুষের স্ত্রীকে আপনাপন উপযোগী করিয়া লইতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। বহুকাল হইতে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে এ দেশের স্ত্রীগণ সকল কার্য্যেই পশ্চাৎবর্ত্তিনী এজন্য বিবাহমাত্রই উপযুক্ত স্ত্রীলাভ ঘটে না। তাহার প্রকৃত কারণান্বেষণ না করিয়া কেবল অহরহ অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশে কোন বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার সদুপায় বিধানার্থে যত্ন

করাই যথার্থ কর্ত্তব্য। যে স্থলে জ্ঞানের অভাব, সে স্থলে কর্ত্তব্যজ্ঞান কোথায়? কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত না হইলে মনুষ্যের আচার ব্যবহারে দোষ থাকিবেই থাকিবে, অতএব কথায় কথায় স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত না হইয়া যাহাতে তাহার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহাই সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা অধিক বলবতী, সুন্দরী স্ত্রী না পাইলে অনেকেই দুঃখিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন এবং স্ত্রীর প্রতি সহজে অনুরক্ত হয়েন না। সত্যবটে সৌন্দর্য্য একটী দেখিবার জিনিষ, নয়ন এবং মনের অত্যন্ত প্রীতিকর কিন্তু কখন কখন এই সৌন্দর্য্যই অনর্থের কারণ হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের মানসিক সৌন্দর্য্য নাই তাহাদের বাহ্য সৌন্দর্য্য পতির অসুখের কারণ হয়। অন্তরের সৌন্দর্য্য না থাকিলে কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যের মূল্য থাকে না। পত্নী সুন্দরী না হইয়াও যদি গুণসম্পন্না হয় তাহাতে পতির সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কোন কোন পুরুষ বাহ্য সৌন্দর্য্যের অভাবে অশেষ গুণসম্পন্না স্ত্রীর প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে না, ইহা পুরুষদিগের সুরুচির পরিচয় নহে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশ প্রায়শঃ বিরল, যদি ঘটে অত্যন্ত সুখের বিষয়। তদভাবে রূপাপেক্ষা গুণের আদর অধিক হওয়া উচিত।

স্ত্রী ও পুরুষ জাতির শারীরিক গঠন ও মানসিক ভাব সকল যেমন পৃথক, উভয়ের কার্য্যপ্রণালীও তেমন স্বতন্ত্র। এজন্য

প্রত্যেকের কার্য্য-ভার সংসারে বিভিন্ন করা হইয়াছে। একের কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হইতে গেলে কার্য্যের শৃঙ্খলা থাকে না। প্রত্যেকের রুচি অনুসারে কাজ করিতে পারিলে সকল কার্য্যই সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়। সাধারণতঃ সাংসারিক কার্য্যে স্ত্রীলোকেরাই অধিক নিপুণ, সন্তান পালন সম্বন্ধে ত কথাই নাই; এ সকল কাজে পুরুষেরা লিপ্ত থাকিলে বিদ্যা-শিক্ষাও অর্থোপার্জনের ব্যাঘাত হয়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে অর্থোপার্জ্জন পুরুষের কার্য্য, গৃহ কর্ম্ম ও সন্তান পালন স্ত্রীলোকের কার্য্য। প্রত্যেকে আপনাপন বিভাগে থাকিয়া এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেই সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয়। পুরুষের পক্ষে সমস্ত দিন বাহিরে থাকিয়া গৃহে আসিয়া গৃহ কর্ম্ম সম্পাদনও সন্তান পালন করিতে হইলে যেমন কষ্ট হয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও গৃহকর্ম্ম ও সন্তান পালনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থো পার্জ্জন করিতে হইলে তেমন ক্লেশ হইয়া থাকে। এজন্য পরস্পরের কার্য্যভার পৃথক থাকিলে সংসারে সুখ শান্তি বৃদ্ধি পায়। সকল কাজই, নিজের উপর ভার পড়িলে ও তাহার দায়িত্ব জ্ঞান থাকিলে অধিকতর শৃঙ্খলার সহিত সাধিত হয়। অনেক গৃহে অর্থব্যয় প্রভৃতি উচ্চকাজের ভার পুরুষ-দিগের উপর থাকে, গৃহমার্জ্জনা রন্ধনাদির ভারই স্ত্রীলোকের উপর থাকে, এ জন্য স্ত্রীলোকের গৃহ কর্ম্মে তেমন উৎসাহ হয় না। সামান্য ত্রুটীতে সময় সময় অনেক তিরস্কারও সহ্য করিতে হয়, ইহাই শৈথিল্যের কারণ। কোন কোন পুরুষ

মনে করেন তাঁহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কত কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করেন আর স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়া বসিয়া অন্ন ধ্বংস করে এ প্রকার মনে করা পুরুষদিগের অন্যায়। যেহেতু সংসার ও সন্তান পালন উভয়ই কঠিন কার্য্য ; বিশেষতঃ যাহার বহু পরিবার তাহার সংসারে কার্য্যের সীমা নাই। কোন কোন গৃহিণীকে দেখা যায় অতি প্রত্যূষে উঠিয়া রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন এ ভিন্ন কোন কোন মাতা শিশুদিগের ক্রন্দন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারেন না। এ প্রকারে নিশিদিন খাটিয়া মানুষ কত সুখী ও সুস্থ থাকিতে পারে, এ সকল একবার স্থিরচিত্তে ভাবিলে পুরুষেরা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। পুরুষেরা পরিশ্রম করেন বটে কিন্তু তাঁহাদের বিশ্রামের সময় আছে অনেক গৃহিণীর তাহাও নাই, কোন কোন গৃহিণীকে এত অধিক পরিমাণে খাটিতে হয় যে ক্রীত দাস দাসীগণও সে প্রকার খাটে না। কোন কোন গৃহিণী বৎসর বৎসর সন্তান লাভ করে তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইহা দ্বারা তাহাদের শরীরে স্বাস্থ্যপ্রায় নষ্ট হয়, সদাই রুগ্ন থাকা প্রযুক্ত অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসমর্থ হয়। পরিজনবর্গের সেবা, রোগীর সেবা, অতিথি অভ্যাগতের আদর যত্ন প্রভৃতি সকল কার্য্যের ভারই গৃহিণীর উপর, এ সকল বিষয়ে স্ত্রী অপারক হইলে স্বামীর বিরক্ত না হইয়া বরং সাধ্যমত সহায়তা করাই কর্ত্তব্য।

সকল পরিবার সমান নহে সকল স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষমতা সমান নহে, কোন কোন স্ত্রীলোক রুগ্ন ও দুর্ব্বল সুতরাং এক নিয়মে সকল পরিবারের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। অবস্থাভেদে এ সকলের তারতম্য হইয়া থাকে। এ অবস্থায় পুরুষদিগের স্ত্রী-লোকদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিয়া নিজেই হউক কি ভৃত্য দ্বারাই হউক পত্নীর সহায়তা করা উচিত, নতুবা অকালে স্ত্রী-বিয়োগ অসম্ভব নহে। কোন কোন পুরুষ স্ত্রীর সামান্য ত্রুটিতেই অগ্নি অবতার হইয়া উঠেন তাহা দ্বারা গৃহের শান্তি নষ্ট হয়, স্ত্রীর প্রতি কথায় কথায় রাগ প্রকাশ অনর্থের মূল। স্ত্রী যেমন সকল বিষয়ে পতির উপর নির্ভর করে পতিরও তেমন কষ্ট ভয় বিপদ হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করা উচিত। স্ত্রীকে মিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট করাও কর্ত্তব্য। অকারণে না জানিয়া শুনিয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা ও কষ্ট প্রদান করা অন্যায়। স্বামীর গৃহই স্ত্রীর গৃহ, গৃহের বন্ধনই স্ত্রী, স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ গৃহী নামে বাচ্য হয় না। স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে স্ত্রীর পূর্ণাধিকার। কথায় বলে "স্ত্রীর ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে জন" অর্থাৎ স্ত্রীর ভাগ্যে পুরুষ অর্থলাভ করেন, পুরুষের ভাগ্যে স্ত্রী সন্তান লাভ করেন। যদিও এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা কঠিন তথাপি পতি ও পত্নীর পরস্পরের প্রতি তুল্য অধিকার রহি-য়াছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কোন কোন স্বামীকে স্ত্রীর ন্যায্যাধিকার দানে কুণ্ঠিত দেখা যায়। অর্থোপার্জ্জন করিয়া যৎসামান্য অর্থ স্ত্রীর হস্তে দিয়া অবশিষ্ট ধন সৎকাজেই

হউক আর অসৎ কাজেই হউক আপনার ইচ্ছানুসারে ব্যয় করে স্ত্রীকে বিন্দু বিসর্গ জানিতে দেয় না। এজন্য অনেক গৃহে পতি ও পত্নীতে বিবাদ ও কলহ হয়। স্ত্রী স্বামীর আয়ের বিষয় অবগত থাকিলে কতক সঞ্চয়ও করিতে পারে, স্বামী যদি এ সম্বন্ধে সকল কথা স্ত্রীকে গোপন করে তবে স্ত্রীর মনে নানা-প্রকার সন্দেহ হয় এবং তাহাতে স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা আনয়ন করে। স্ত্রীর নিকট সকল কথা সরলভাবে ব্যক্ত করিয়া স্বামী অনায়াসে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন। প্রায় স্ত্রীলোকই সঞ্চয়ের পক্ষপাতী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ বিষয়ে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের ভবিষ্যৎ চিন্তা অধিক। এ জন্য পুরুষেরা সময় সময় স্ত্রীলোককে ক্ষুদ্র নজর কৃপণ ইত্যাদি বাক্যে ঠাট্টা করিতে ছাড়েন না। স্ত্রীলোক মাতা, এ সংসারে মাতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অতীব কঠিন। প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীলোককে সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য স্বামীর সাহায্য এবং তদভাবে অন্যের সাহায্যের জন্য লালায়িত থাকিতে হয়। স্বামী অবর্ত্তমানে এ সব ব্যয় কি প্রকারে চলিবে সন্তানবতী স্ত্রীদিগের ইহাই মুখ্য ভাবনা হয়। ফলতঃ তেমতাবস্থায় কোন কোন দুর্ভাগিনী স্ত্রীর ক্লেশের সীমা থাকে না। এজন্য অল্পাধিক পরিমাণে স্ত্রীলোক পুরুষাপেক্ষা কৃপণ হয়। এক অর্থে ইহাকে কার্পণ্য না বলাই কর্ত্তব্য, যেহেতু পর প্রত্যাশী হওয়া অপেক্ষা নিজের ধন সাব-ধান পূর্ব্বক রক্ষা করা অনেক গুণে শ্রেয়ঃ। কথায় ও কার্য্যে স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখান সৎস্বামীর কর্ত্তব্য। সন্তানের সম্মুখে মাতাকে

কোন তিরস্কার বা অবমাননা করা অন্যায়, তদ্দ্বারা মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তির হ্রাস হয়। মাতার প্রতি পিতার শ্রদ্ধা দেখিলে সন্তানগণ আপনা হইতেই মাতার বাধ্য হয়। অর্থে, সামর্থ্যে, ভালবাসায়, স্ত্রীকে সুখী করিতে চেষ্টা করা স্বামীর কর্ত্তব্য। বিবাহ সময়ে হিন্দু কিম্বা ব্রাহ্ম সমাজের বর কন্যাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যথা "ধর্ম্মে, অর্থে, ভোগে, পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিব না" আজীবন এই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে দম্পতী নিশ্চয় সুখী হইতে পারে।

স্ত্রীর যেমন স্বামীর পিতা মাতা ভাই ভগিনীকে আপনার করিয়া লওয়া উচিত, স্বামীরও স্ত্রীর আত্মীয়ের প্রতি আদর যত্ন দেখান অকর্ত্তব্য নহে। কোন কোন পুরুষ মনে করেন নিজের পিতামাতা ভাই ভগিনীর প্রতি আদর যত্ন করিতে কেবল স্ত্রীই বাধ্য, স্ত্রীর আত্মীয়ের উপর সদ্ব্যবহার অনাবশ্যক, ইহা নিতান্ত ভ্রম, ইহা রক্ষা না করিলে স্ত্রীর মন ক্ষুণ্ণ হয়। এ সকল বিষয়ে পতি ও পত্নীর কিয়ৎ পরিমাণে সমানত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সত্য বটে নিয়ত একত্র বাস হেতু স্বামীর পরিজনের প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য অনেক বেশী তথাপি আবশ্যক মত স্ত্রীর আত্মীয়ের প্রতি আদর যত্ন ও সদ্ভাব দেখান স্বামীর কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি এ দেশীয় পুরুষগণ ইয়ুরোপীয় সভ্য জাতির অনেক কাজের অনুকরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা এখনও ইংরেজ জাতির ন্যায় স্ত্রী জাতিকে সম্মান করিতে শিখেন নাই।

স্ত্রীজাতির কষ্ট দেখিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে কেহ ক্ষান্ত থাকেন না. ইহা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ দোষ নহে. বহুকালাবধি এ দেশে স্ত্রীজাতির প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শিত হইয়া আসিয়াছে এত দীর্ঘকালের পোষিত ভাব হঠাৎ একেবারে তিরোহিত হওয়া অসম্ভব, এই পরিবর্ত্তন কিঞ্চিৎ সময় সাপেক্ষ। যে পর্য্যন্ত এদেশীয় পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে না শিখিবে সে পর্য্যন্ত প্রকৃত উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে না।

সন্তানের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। যদিও মাতা দ্বারাই সন্তান লালিত পালিত হয়. তথাপি পিতার তীক্ষ্ন-দৃষ্টি তদুপরি নিরন্তর থাকা আবশ্যক। সকল মাতা সমান বুদ্ধিমতী ও সুশিক্ষিতা হয় না, অনেক মাতার দোষে সন্তানের ভাবী জীবনের উপযুক্ত গঠন হয় না, সুতরাং সে সম্বন্ধে পিতার দৃষ্টি না থাকিলে অনিষ্ট ঘটে। পুত্রের জীবন গঠন ও শিক্ষার ভার পিতার নিজ হস্তে গ্রহণ করা উচিত। পুত্রকে বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও শিষ্ট হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আদেশের অবাধ্য হইতে না দেওয়াই প্রথম শিক্ষা। তারপর পুত্রের ধর্ম্মজীবন গঠনও পিতারই কার্য্য। এ সকল বিষয়ে পিতার দৃষ্টি না থাকিলে পুত্রের ভাবী জীবনের অনিষ্ট সম্পাদিত হয়। পুত্রকে কেবল স্কুলে দিয়া এবং গৃহে দিনে দুই তিন জন শিক্ষক রাখিয়া পড়াইলেই পুত্রের যথার্থ শিক্ষা হয় না, এজন্য সময়

সময় শিক্ষকদিগের সঙ্গে আলাপ ও পরামর্শ করা এবং পুত্রকে কোন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা অত্যন্ত আবশ্যক। নতুবা কেবল অর্থব্যয়ে প্রকৃত শিক্ষা সাধন হয় না। পুত্র শিক্ষিত হইয়া বিষয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারিলেই পিতার মস্তকের গুরুভার লঘু হয়।

গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ।

গৃহস্বামী নিজের পবিত্র চরিত্র ও নিঃস্বার্থ স্নেহ প্রেম, ভালবাসা দ্বারা শাসন করিতে জানিলে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারের সকলকেই সৎপথে লইয়া যাইতে পারেন, উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ আদর্শ দ্বারা উন্নত করিতে পারেন। প্রথমত নিজের জীবনকে উচ্চ করা চাই। নিজের জীবন উচ্চ না হইলে কখনও অন্যের আদর্শ হইতে পারে না। সকল কাজে নিজের সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার না দেখাইতে পারিলে কেবল মুখের উপদেশ কেহ গ্রহণ করে না। যদি কাহাকেও শিক্ষা দিতে চাও তবে নিজের জীবন দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে নতুবা যত্ন বৃথা।

যুবা বয়সে যেমন সংসার লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, বার্দ্ধক্যে তেমন ধর্ম্মোন্নতি সাধনই জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। যিনি যে ধর্ম্মেই বিশ্বাস করুন না কেন তাহাতেই আস্থা ও দৃঢ়তা থাকিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায়। গৃহস্বামীর জীবন কেবল আপনাতে বদ্ধ থাকা উচিত নহে, ইহাই সমস্ত পরিবারের

আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহস্বামীর পবিত্র জীবন স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেরই অনুকরণীয়; দাসদাসী পর্য্যন্ত ইহার অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহে আপনাপন বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরের পূজা হওয়া কর্ত্তব্য। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই মনে এই ধ্রুব বাক্য নিহিত থাকা উচিত যে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে এ সংসারে আসি নাই এতদাপেক্ষা আমাদের আরও কিছু উচ্চ উদ্দেশ্য ও উচ্চ কার্য্য করণীয় রহিয়াছে। সংসারের খাওয়া পরা ভিন্ন আরও অধিক কর্ত্তব্য কার্য্য আছে। কেবল সংসারে নিরন্তর মুগ্ধ থাকিয়া সেই মহৎ লক্ষ্য ভুলিয়া যাওয়া অন্যায়। মনুষ্যের মন কেবল বিষয় সুখে তৃপ্ত হয় না।

ধর্ম্মজ্ঞান ও সাধু ইচ্ছা মানুষের অন্তরেই নিহিত থাকে সংসারের স্রোতে পড়িয়া ইহা কখন কোন পথ অবলম্বন করে বলা যায় না। যতদিন ইন্দ্রিয় সকল সতেজ থাকে ততদিন মনুষ্যের প্রকৃতি অধিকতর চঞ্চল থাকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব দূর হয় তখন মনুষ্যের আত্মচিন্তা ও পরলোকের ভাব মনে জাগ্রত হয়। এ সংসারে সকলেই জানে কেহই চিরদিন এখানে থাকিবে না, তবু এ চিন্তা ক্ষণকাল মধ্যে সংসারে ডুবিয়া যায়। বার্দ্ধক্যে এ সকল ভাব অন্তরে স্থিতি করে, পরকাল নিকটবর্ত্তী মনে হয়। কিন্তু চিরজীবন পাপ করিয়া কেবল বৃদ্ধকালের অনুতাপে কি কখন এত পাপ ক্ষয় হইতে পারে? শিশুকাল হইতেই পুণ্য সঞ্চয়ের অভ্যাস চাই

নতুবা বৃদ্ধকালের আশায় থাকিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলে শেষ জীবন অন্ধকারাবৃত হয়। সদালাপ, সদ্ব্যবহার, ও সদ্দৃষ্টান্ত এই তিনটীই সাধু জীবনের কার্য্য অতএব ইহার অনুকরণ করাকেই আদর্শ গ্রহণ বলে।

সৎগৃহস্বামী ও গৃহিণীই সংসারের উচ্চ আদর্শ, এতদাপেক্ষা জাগ্রত দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়? গার্হস্থ জীবনের সমুদয় সুখ দুঃখ ইহার উপর নির্ভর করে। জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য সকল সম্পূর্ণ রূপ পালন করিতে পারিলেই গার্হস্থ জীবনের আদর্শ রক্ষা হয়। এই সংসারের বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে যাঁহার আত্মা দিঙ নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটার ন্যায় নিরন্তর ঠিক লক্ষ্য-মুখীন থাকিতে সমর্থ হয় তিনিই অবশেষে পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করেন এবং ইহকালে অপার শান্তি ও পরকালে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হন। এই প্রকার আদর্শ সংসারীই জীবনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

সমাপ্ত।